# ভারতে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার বিভিন্ন মাত্রা ঃ একটি সমীক্ষা

**SUBMITTED BY**

**SUBHRA PRATIM ROY**

**UNIVESITY ROLL NO. : 001700703015**

**REG. NO. : 119100 OF 2012-13**

**EXAM ROLL NO. : MPIN194015**

**UNDER THE SUPERVISION OF**
**DR. PARTHA PRATIM BASU**
**PROFESSOR**

**DEPARTMENT OF INTERTNATIONAL RELAITONS**
**JADAVPUR UNIVESITY**

Dissertation submitted in Practical Fulfillment of the Requirements for the Award of The Degree of Master of Philosophy (ARTS) in International Relations, under Jadavpur University, Kolkata, India 2017-2019

**Jadavpur University**
**Kolkata - 700032**

## ACKNOWLEDGEMENT

I am greatly indebted to Dr. Partha pratim Basu, Professor, Department of International Relations,Jadavpur University, for his sincere guidance and careful supervision to this work.

I express my gratefulness and sincere thanks to Dr. Omprakash Mishra,Head of the Department of International Relations of this university for his encouragement and fruitful suggestions.

I am thankful to R.A.C member Dr. Herkan Neadan Toppo, Assistant professor,Department of Jadavpur University whose ideas had a profound impact on the work.
Special mention must be made for all the staffs of the Department of Jadavpur University, Central library of this university but for whose active help the work might not at all been presentable.

I am also thankful to my parents for their tangible but unspoken support for this thesis. My sincere thanks go to Saptamita Das and unsparing critic my sister Seuli Roy for her tough comments, accompanied with her gentle support. I am thankful to my brother in kaw Mr. Mriganka Mistry, a legal practitioner who selflessly enriched me and furnished the minute details in this topic . special thanks to my friend Soma Roy for her unfailing support.

# সূচীপত্র


| অধ্যায় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| 1. ACKNOWLEDGEMENT............................................................ | 1 |
| 2. ভূমিকা ................................................................................. | 3-9 |
| 3. বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা : অর্থ, ভিত্তি ও বিবর্তন................ | 10-32 |
| 4. বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা ও জনস্বার্থ মামলা...................... | 33–69 |
| 5. বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা : সমালোচনা ও প্রাসঙ্গিকতা........ | 70–96 |
| 6. উপসংহার.......................................................................... | 97-106 |
| 7. BIBLIOGRAPHY.............................................................. | 107-111 |

## প্রথম অধ্যায়

## ভূমিকা

**গবেষণার বিষয়:- ভারতে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার বিভিন্ন মাত্রা : একটি সমীক্ষা**

**গবেষণার বিষয়টি নির্বাচনের কারণ:-**

বিচার বিভাগের প্রাথমিক কাজ হলো বিরোধের ঘটনা শোনা এবং তার নিষ্পত্তি করা। স্বীকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রমাণ উৎপাদন, সাক্ষীদের পরীক্ষা করার মাধ্যমে আদালত মামলার ঘটনা নির্ধারণ করে। তথ্য যাচাই হয়ে যাওয়ার পর আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত জানাতে সুবিধা হয়। অনেক সময় বিচারকরা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য আইন নির্বাচন করা কঠিন বলে মনে করে। ভাষার অস্পষ্টতার কারণে আইন এর অর্থ স্পষ্ট নাও হতে পারে। তারপর আইনসভার প্রকৃত মনোভাব নিয়ে পরবর্তীকালে বিচারকদের সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়। তারপর নতুন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যা বিদ্যমান আইন দ্বারা আবৃত থাকে না। এই ধরনের ঘটনাতে বিচারকদের উচিত সেই ফাঁক পূরণ করা যা আইন প্রণয়ন নামে পরিচিত। এটি একটি বৃহৎ বিষয় যেখানে বিচারকরা বিদ্যমান আইন বিশ্লেষণের মাধ্যমে আইন তৈরি করতে পারে।

কিছু দেশে বিচার বিভাগ আইনের নির্ধারণেও অংশ নেয় কারণ এটি কোন প্রকৃত বিরোধের অভাব সত্ত্বেও আইনের আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দিতে পারে যা আইন প্রণয়নের প্রশাসনিক প্রবর্তন শুরু হওয়ার আগে নির্বাহি বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে সক্ষম।

সাধারণত আদালতের কাছে যখন কেউ আসে তখন তার সাথে কোন ভুল করা হয়েছে এই অভিযোগ নিয়ে আসে। যদিও সীমিত পরিস্থিতিতে সুরক্ষার স্বার্থে আদালতের কাছে আবেদন করা যেতে পারে যখন ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনের কারণ থাকে, তখন আদালত অভিযোগকারীর অধিকার লঙ্ঘনকারী অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর স্থগিতাদেশ দিতে পারে। যাকে preventive adjudication বলা হয়। এবংআদালতের কথা না মানলে অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থাও আদালত নিতে পারে।

গত তিন দশক ধরে বিচারিক সক্রিয়তাকে আদর্শগত বিশ্লেষণের উপর জোর দিয়ে বিশ্লেষকগণ বিশ্লেষণ করেছেন গণতন্ত্রে শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে। এই বিশ্লেষণ আদর্শগত উভয়সংকটের কারণে এখন আলোচনার

বিষয়বস্তু। কাজেই বিচারবিভাগীয় ইস্যুগুলি সনাক্তকরণ করে এবং বিশ্লেষণ করে বিচার বিভাগ এর প্রকৃত অবস্থান খুঁজে বার করা দরকার।

এক্ষেত্রে সরকারের কাজ-কর্মে অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করার মাধ্যমে কিভাবে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা করে ও সঠিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে যা বিতর্কের বিষয়।
আদালতের ভূমিকা কি হওয়া উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে বিচারবিভাগের কোনো সিদ্ধান্ত যখন প্রত্যাশিত এলাকা থেকে আলাদা হয় তখন তা বিচারিক সক্রিয়তা হিসেবে গণ্য করা হয়।

আমাদের আইনি ব্যবস্থায় অনেক হতাশাব্যঞ্জকতা ও lacuna রয়েছে। বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা আধুনিক দিনের ভারতে বিচারকদের ঐতিহ্যগত ভূমিকা পরিত্যাগ করেছে এবং নিরপেক্ষ রেফারির ভূমিকা পালন করেছে যা বন্টনমূলক ন্যায়ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে এবং দেশের উন্নয়নের ভূমিকা পালন করেছে।এর কারণ হলো মানুষের বিশ্বাস। বিচারিক সক্রিয়তাকে নিয়ে চলমান বিতর্কই এটিকে গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। এটি কোন অত সক্রিয়তা বা স্বেচ্ছাচারিতা নয় বরং এটা যদি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবস্থান নেয় তাহলে বিশ্বের ওপর বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হবে যা মানুষের মধ্যে সামাজিক ন্যায়ের বৈধতা প্রদান করেছে।
বিচারক সক্রিয়তা ভারতের সরকারের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। ইহা সরকারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখে।ইহাকে দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা, অযোগ্য রাজনৈতিক অভিজাত ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মান অভাব সত্ত্বেও ও সুশাসন এর মান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। জনস্বার্থ মামলা যার মাধ্যমে বিপ্লব সাধিত হয়েছে যা ব্যক্তিগত আঘাত থেকে শুরু করে জনগণের উদ্বেগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে এবং একটি প্রগতিশীল বিপ্লব সূচনা করেছে।

**গবেষণার তাৎপর্য :-**

1.আধুনিক সাংবিধানিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের ভূমিকার মূল্যায়ন করা।

2.বিচারিক আচরণের পরিবর্তন এর মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তা চিহ্নিত করা এবং যা হলো রাষ্ট্রের দু'টি অঙ্গের ব্যর্থতা বা উদাসীনতার ফল এবং যা সংবিধানের মধ্যে থেকে বিচার বিভাগকে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্র সনাক্ত করে।

3. পরিবর্তিত সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য বিচারিক সক্রিয়তা হলো বিচারিক পর্যালোচনার মাধ্যমে বিচারকদের সচেতনতার ব্যবহার।

4.শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ এর পাশাপাশি বিচার বিভাগ 1980 দশকের পরবর্তীকালে সাংবিধানিক আইন নির্দিষ্ট এলাকায় উল্লেখযোগ্য অবদান।

5. ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ভারতবাসিদের সুপ্রিম কোর্ট তৈরিতে বিচারিক সক্রিয়তা হলো প্রাথমিকভাবে হচ্ছে ইন্সট্রুমেন্টাল বা যান্ত্রিক।

6. ভারতীয় জাতি বিচারিক মুক্তির সাথে আছন্ন। বিচারিক সক্রিয়তা নাগরিকদের স্বাধীনতার সুরক্ষা ও প্রয়োগে বিশেষ উপকারী এবং মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও তা বোঝানো।

7.সুশাসনের উপায় হিসেবে জনগণের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী মানবাধিকার রক্ষার মাধ্যমে জনসচেতনতা গড়ে তোলা।

8. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া,নীতির নির্দিষ্টতা ও বিকল্প নীতি নির্ধারণের প্রাপ্যতার দরুন তা সমাজের পরিবর্তনগুলির সাথে কতটা প্রতিক্রিয়াশীল তা তুলে ধরা।

9.বিচারিক দায়বদ্ধতা ও সৃজনশীলতা যে সাংবিধানিক মূল্যবোধকে অর্থ প্রকাশ করে তা চিহ্নিত করা।

**সাহিত্য পর্যালোচনা:-**

সাহিত্য পর্যালোচনা হলো লেখক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি বিশ্লেষণ। ইহা সাহিত্যের বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সময়নানুক্রমিক উপস্থাপনা করে। গবেষণার ক্ষেত্রে এই সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণার বিষয়ের ক্ষেত্র বুঝতে সাহায্য করে। গোপনীয়তার ক্ষেত্রটি বিভিন্ন লেখকের বক্তব্যের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যার মধ্যমে বইয়ের মধ্যে তাদের মতামতের বিশ্লেষণাত্মক প্রকৃতি জানা যায়, যা ধারণার ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও নৈতিক বিবেচনার ক্ষেত্র তৈরি করে।

**1."Judicial Activism in Post emergency Era",- DekaSwapnaManindranatha, Notion press,Chennai, 2015.**

বইটিতে লেখক বিশ্বের বিভিন্ন সংবিধানের অধীনে বিচারক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই বিচারিক সক্রিয়তার প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিচারকের মধ্যে একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ভারত ও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ভারতীয় সংবিধানের পরিকল্পনার অধীনে বিচারিক সক্রিয়তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং এটি একটি বিতর্ক তৈরি করেছে। প্রধান বিষয়গুলি হল বিচারই সক্রিয়তা কি বিচারিক অধিসক্রিয়তা? নাকি এই অধিসক্রিয়তাটা কল্পনাপ্রসূত? এবং বিচারের সক্রিয়তার ক্ষেত্রগুলো কি কি? যদি বিচারিক অধিসক্রিয়তা তাহলে এক্ষেত্রে কিভাবে সীমাবদ্ধতা থাকা উচিত?

এক্ষেত্রে লেখক এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছেন যে, বিচারিক সক্রিয়তাকে প্রথাগতভাবে বিচারিক সংযমের বিপরীতে গণ্য করেছেন কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সক্রিয়বাদী বিচারকদের অপমানজনক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কঠোর নির্মীয়মাণ থেকে জীবন্ত সংবিধান পর্যন্ত সাংবিধানিক মতবাদের সমৃদ্ধতা সত্বেও বাস্তবে কোনো বিতর্কমূলক সিদ্ধান্ত যা কোনো আইনকে আঘাত করেছে। এক্ষেত্রে সমালোচনামূলকরুপে বিচারিক সক্রিয়তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিচারিক সক্রিয়তার মাত্রার ক্ষেত্রে বইটি অনস্বীকার্য এবং গবেষণার ক্ষেত্রে তা ফলপ্রদায়ক।

**2." Judicial Activism in India",G.BReddy,Gogia Law Agency," Hyderabad,2013.**

গত কয়েক বছরে বিচারিক সক্রিয়তা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। 2001 সালে প্রকাশিত বইয়ের প্রথম সংস্করণে তিনি ভারতের বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা উৎস ও বিবর্তন ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মন্তব্য করার সৌভাগ্য নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি একবিংশ শতকের সুপ্রিম কোর্টের বিচারিক আচরণের আলোকে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, জনস্বার্থ মামলা এবং রাষ্ট্রের পরিবর্তনশীল দিকের দিগন্ত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

লেখক এখানে দেখিয়েছেন যে, দেশের সাংবিধানিক পরিবর্তনের নিরিখে বিচারিক প্রতিক্রিয়াও পরিবর্তিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়গুলি বিচার করার মাধ্যমে একটি সীমারেখা টানার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, বিচারিক সক্রিয়তা আদালত কর্তৃক আইনকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করতে চাওয়া ছাড়া কিছুই না। এরমধ্যে বিচারিক পর্যালোচনা ও বিচারক সক্রিয়তার একটি পার্থক্য আছে। এটা উল্লেখ করা যেতে পারে আইনকে পরিস্কার ভাবে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে ব্যক্তির কোন নিজস্ব স্বকীয়তা প্রকাশ পায় না। জাস্টিস Chandrachurবলেছেন, এটা আপাতবিরোধী ধারণা কারণ আইন প্রণয়নের যে ধারাবাহিকতায় ও বিচারকদের বৃহৎ পরিমাণে আইন তৈরির যে পরিধি তা বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে এবং আইনের লুপ্ত অর্থ তাদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

বর্তমানে এটি প্রতিষ্ঠিত যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আধুনিক বিচারপতিরা একক ভাবে আইনের ঘোষণা করে না। এখন বিচারকরা বিরোধ নিষ্পত্তি মীমাংসার বাইরে গিয়েও প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করেছে। কাজেই বিচারিক সক্রিয়তা কোনো বিপথগামিতা নয় বরং সংবিধানের আদালতের পরিবর্তনশীলতা।

অন্যদিকে সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ 16(4-A), 16(4-B) এবং 21-A গুলি যেখানে প্রতিকারমূলক আবেদন, honor killing, জলসম্মুখীন, জনগণের বিশ্বাসের নীতিগুলি প্রাকৃতিক উৎসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। লেখক কিন্তু বিচারিক সক্রিয়তাকে রাজনৈতিক ভূমিকার বিকল্প হিসেবে প্রতিপন্ন করেননি। তার ধারাবাহিকতা ও দৃঢ় ধারণা ছিল এই সক্রিয়তা ঘুমন্ত বা উদাসীন রাজনৈতিক অঙ্গের ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

অর্থাৎ বিচারক সক্রিয়তা যুক্তি লজিক, কারণ, এক্সপেরিয়েন্স এর ক্ষেত্রে কার্যকারিতা বজায় রাখলে তবে স্বাগত কিন্তু আদেশ দ্বারা পরিচালিত হয় হলে তা আদালতের চরিত্র অংকন করতে পারবে না অন্যদিকে ইহা তার ঐতিহ্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখতে ব্যর্থ হবে।

**3. "Public interest litigations and Public Nuisances," S.K.Sarkar, Orient publishing company, Reprint 1st January,2016.**

লেখক জনস্বার্থ মামলাকে একটি অগ্রনি ক্ষেত্র হিসেবে দেখিয়েছেন। আটের দশকের প্রথমদিকে সুপ্রিম কোর্টের কিছু সক্রিয় বিচারকের বিচার বিভাগের উদ্যোগের সূচনা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে নতুন সীমানা খুলে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট সকলকে ন্যায়বিচার সরবরাহের জন্য বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়ে দুঃখভোগের ক্ষেত্রে প্রতিদান দেয়া শুরু করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ন্যায়বিচার সহজে প্রবেশাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আগ্রহ প্রদান করেছে। বিচার বিভাগ এখন বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের প্রতি উদাসীন নয়। জনস্বার্থ মামলার কর্মকাণ্ড কেবল বন্দীদের, বিধবা, ও শিশুদের সহায়তা করে না বরং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন প্রণেতাদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

বইটিতে প্রশাসনিক নিস্ক্রিয়তা ও নির্বাহী প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে সংস্কারের গভীর সমীক্ষা রয়েছে যাতে অসহায় জনগনকে রক্ষা করা করা যায়। এটি একটি অত্যন্ত গবেষণামূলক কাজ এবং বিচারক সক্রিয়তার মাধ্যমে জনস্বার্থ মামলা উন্নয়নের একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। কি সামাজিক সামাজিক ন্যায়বিচার পাশাপাশি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। এক্ষেত্রে লেখকের আলোচ্য বইয়ের প্রথম অংশে জনগণের উদ্দেশ্যগুলি নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানের উদ্দেশ্য কাজ করে। এই কাজটি প্রথমে এমন ধারণাগুলি চিহ্নিত করে যা জনস্বার্থ মামলায় কাজ করে আইনি নীতিগুলি ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। দ্বিতীয় অংশে সুপ্রিম কোর্টের সর্বজনীন স্বার্থের মামলা, নাগরিকদের স্বাধীনতা,শ্রম অধিকার, সামাজিক অর্থনৈতিক অধিকার, বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প, পরিবেশ অর্থনৈতিক নীতি, বিচারিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত সম্পর্কগুলো বিষয়গুলি পরীক্ষা করে।

অবশেষে জনস্বার্থ মামলার প্রথা সম্পর্কিত অপব্যবহারের উদ্বেগ ও বিতর্ক গুলি এবং দেশের বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা সাথে এটি কিভাবে দেখা যায় তা দেখানো হয়েছে। এবং বিশ্বায়নের যুগে জনস্বার্থ মামলা সহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও বিভিন্ন জনস্বার্থ মামলায় উদ্ভূত প্রবনতাগুলি প্রকাশ করা হয়। কাজেই জনস্বার্থ মামলার সামগ্রিক চিত্র অঙ্কন করতে গবেষণার ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রদায়ক।

**গবেষণার প্রশ্ন:-** 1.বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা অর্থ ও ঐতিহাসিক ভিত্তি কি? বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা মধ্যে দিয়ে বিচার বিভাগীয় আচরণের পরিবর্তনশীলতা কিভাবে লক্ষ্য করা গেছে ও কি কি প্রবণতা উঠে এসেছে?

2.বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার একটি সামাজিক বিপ্লব হিসেবে জনস্বার্থ মামলা কিভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে ও জনগনের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেছে?

3. বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বিরুদ্ধে অভিযোগ গুলো কি কি?
4. বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার প্রাসঙ্গিকতা কি?

**গবেষণার পদ্ধতি :-** এখানে গৃহীত পদ্ধতি প্রাসঙ্গিক সাহিত্য, সমালোচনামূলক পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত এবং তাত্বিক,ব্যবহারিক, আইনি এবং বিচারের দিক থেকে গবেষণাটি বিশ্লেষণাত্মক প্রকৃতির।ইহা উৎসের উপকরণ, টেক্সট পর্যালোচনা, case study আলোচনার সাথে জড়িত। যেহেতু বিষয়টি সাংবিধানিক আইন থেকে কাজেই বিচার বিভাগের কার্যকলাপ, অবস্থান ও বিচারিক পর্যালোচনার জন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অধ্যয়ন জরুরি। ইন্টারনেটের ব্যবহারও এক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য মজুত করতে সাহায্য করবে। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক আইনের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিচারিক আচরণের আলোচনার জন্য বিশ্লেষণাত্মক, সমালোচনামূলক এবং বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

**তথ্য সংগ্রহ**:- বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন- supreme court এর judgement সমূহ, বিভিন্ন journal এর article যেমন indian law institute, Havard law review প্রভৃতি, এছাড়া All india reporter(AIR), Supreme court cases(SCC) প্রভৃতির ব্যবহার, law commsionএর রিপোর্ট, বিভিন্ন বই, সাক্ষাতকার, ইন্টারনেট,সংবাদপত্র,জুরিস্টদের বক্তব্য প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।

**অধ্যায় বিভক্তিকরণ:-প্রথম অধ্যায়ে**, গবেষণার বিষয়, তাৎপর্য, গবেষণার পদ্ধতি,সাহিত্য পর্যালোচনা, তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে**, বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা অর্থ ও ঐতিহাসিক ভিত্তি দেখানো হয়েছে ও পরবর্তীকালে বিচারিক সক্রিয়তার মাধ্যমে পঞ্চাশের দশকে বিচারবিভাগের ভূমিকা সাথে জরুরি অবস্থার পরবর্তীকালে বিচারবিভাগের ভূমিকার পরিবর্তনশীলতা এবং তার ফলে পরিশেষে এ কি কি সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য ও মাত্রা উঠে আসছে তা ব্যক্ত করা হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়ে**, বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার একটি সামাজিক বিপ্লব হিসেবে প্রথম অংশের জনস্বার্থ মামলার অর্থ বিকাশ ও দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বিতীয় অংশে জনস্বার্থের সাথে মানবাধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা ও জেন্ডার জুরিসপ্রুডেন্স এর বিভিন্ন ক্ষেত্র মামলার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ ও সুশাসন এর নীতি হিসেবে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জনস্বার্থ মামলার গুরুত্ব দেখানো হয়েছে। **চতুর্থ অধ্যায়ে**, বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথম অংশে বিচার বিভাগের সমালোচনা করা হয়েছে এবং পরের পরের অংশে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয় করা হয়েছে। **পঞ্চম অধ্যায়ে,** উপসংহারে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে একটি মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং পরিশেষে নিজস্ব মতামত প্রদান করা হয়েছে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা: অর্থ, ভিত্তি ও বিবর্তন

উক্ত অধ্যায়টিতে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা অর্থ ও ঐতিহাসিক ভিত্তি দেখানো হয়েছে ও পরবর্তীকালে বিচারিক সক্রিয়তার মাধ্যমে পঞ্চাশের দশকে বিচারবিভাগের ভূমিকা সাথে জরুরি অবস্থার পরবর্তীকালে বিচারবিভাগের ভূমিকার পরিবর্তনশীলতা এবং তার ফলে পরিশেষে এ কি কি সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য ও মাত্রা উঠে আসছে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

### বিচারিক সক্রিয়তার অর্থ

**নির্ধারিত অর্থ:-** বিভাগীয় সক্রিয়তা বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন অর্থ বহন করে। তার বিবর্তন এবং বৃদ্ধি জনপ্রশাসন এবং সামাজিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের উপর প্রভাব তৈরি করেছে। একদিকে এটি বিচারিক সৃজনশীলতার সাথে সমান অন্যদিকে এটি বিচারিক সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সংবিধান একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন। রাজনৈতিক প্রশ্ন সহ সমস্ত প্রশ্ন এখন আইন-আদালত দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমাজের পরিবর্তন নিয়ে আইনটি রক্ষনশীল ধারণাগুলির সাথে ব্যাখ্যা করা এবং পরিচালনা করা যেতে পারে না।

ভারতে আদালতগুলি দরিদ্র, বঞ্চিত ও সাধারণভাবে সামাজিক আগ্রহের বিষযে তাদের পক্ষ থেকে অভিযোগ গুলি বিচার করতে শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট সংবিধি সংক্রান্ত বিধান ব্যাখ্যা করে নির্ধারিত পদ্ধতিগুলি সংশোধন করেছে এবং তাদের বিচার বিভাগের এলাকা বাড়িয়েছে।

বিচারিক সক্রিয়তা গত তিন দশক ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নতুন আশা দিয়েছে। জনস্বার্থ মামলার ফলে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড গড়ে তোলা হয়েছে যা বিশেষ করে প্রতিনিধিত্বমূলক এবং প্রতিনিধিত্বহীন প্রতিনিধির জন্য সাংবিধানিক ও আইনি পরিষেবার আওতায়।

**অনির্ধারিত সংজ্ঞা:**-বিচারিক সক্রিয়তা কোন সংবিধানবদ্ধ ধারণা বহন করে না। মোটামুটিভাবে এটা বিচারের সংজ্ঞা হিসেবে গণ্য করা হয় যা বিচার ব্যবস্থার কার্যাবলী যা ন্যায়বিচারের প্রচারের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিচারিক সিদ্ধান্তগ্রহনের প্রক্রিয়ায় তারা যে সিদ্ধান্ত গুলি পরিচালনা করে তার মধ্যে জনসাধারণের নীতি সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ পায়।

বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তা এভাবে বিদ্যমান আইন এর পরিবর্তে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতে সংযুক্ত বিচারিক শাসনের বর্ণনা দেয়। এটি কখনো কখনো বিচারিক সংযমের বিপরীতে ব্যবহার করা হয়। বিচারক সক্রিয়তা প্রশ্নটি সাংবিধানিক ব্যাখ্যা, সংবিধানবদ্ধ নির্মাণ এবং ক্ষমতার বিচ্ছিন্নতাবাদ সাথে একনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।**(1)**

বিচার বিভাগকে বিষয়টি সংবিধানের ব্যাখ্যা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে সময় এবং দেশের প্রয়োজনীয় বৈধভাবে বিচারক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে পারে।

## বিচারিক সক্রিয়তার ঐতিহাসিক ভিত্তি

দীর্ঘকাল ধরে বিচারকগণ সাধারণ সনাতনী আইনের ঐতিহ্য দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছেন এবং আইন তৈরির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অস্বীকার করেছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে তারা আইন খুঁজে পেয়েছিলেন অথবা ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমেরিকার বাস্তববাদী আন্দোলন এই কাহিনীটি বিশ্লেষণ করে এবং নির্ভয়ে জাহির করেছিলেন যে বিচারকরা আইন তৈরি করেছিল।আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট চতুর্থ সংশোধনীতে 'আইনের সমান সংরক্ষণ' অথবা পঞ্চদশ সংশোধনীতে 'আইনের যথাযথ প্রক্রিয়ার 'মাধ্যমে আদালতে আইন তৈরি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন। বিচারকদের আইন তৈরি করা এখন আর বিতর্কের বিষয় নয়। সংবিধানের শব্দ অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ,উন্মুক্ত হওয়ার দরুন এই বিচার বিভাগের আইন তৈরির পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। লিখিত সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিচারিক বিবেচনা অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

ভারতে বিচারকরা আইন প্রণয়নের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকারে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই ধরনের অনিচ্ছা সংবিধানের সাথে তাদের নতুন পরিচিতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সংবিধান চালু হওয়ার পূর্বে ভারতীয় আদালত বিচারিক পর্যালোচনা ব্যবহার করেছে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের কর্তিত্বমূলক ধারার বিরুদ্ধে নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে।এই ধরনের ঘটনা খুবই বিরল 1935 সালের ভারত সরকার আইনের পাশের আগে পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা নিষিদ্ধ ছিল।সংবিধান পূর্ববর্তী আইনগুলি মৌলিক অধিকার স্বীকৃটিতে কোনো ভূমিকা ছিল না।সেই কারণে ক্ষমতার অভাবে আইন ও শাসন বিভাগীয় আইন অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। সংবিধানের অধীনে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা কেবল অনুভূমিকভাবেই নয় মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি পেল। আদালতকে মৌলিক অধিকারের অভিভাবক ও সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।**(2)**

যদিও একে গোপালন বনাম স্টেট অফ মাদ্রাস মামলায় সুপ্রিম কোর্ট অত্যন্ত আইনত ভূমিকা পালন করেছিল এবং সংবিধানের মূল রেফারেন্সসহ কার্যকারী আইন পুনর্বিবেচনা প্রত্যাখ্যান করেছিল। মাদ্রাস বনাম ভি.জি.রাও মামলায় বিচারক বলেন, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচারিক কার্যকলাপটি অন্তর্ভুক্ত এবং এটি বিচারকদের বিষয়বস্তুর পূর্বাভাসের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। বিচারক বলেন যে বিচার বিভাগের কার্যকলাপ যে কোন নীতির সাথে জড়িত ছিল।সেই কারণে এটা বিচারকদের বিষয়গত পক্ষপাত দ্বারা প্রবাহিত হতে পারে।**(3)**

সমস্ত ক্ষেত্রেই এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বিষয়গুলোর মূল্যায়নের নিজস্ব ধারণার যুক্তিসঙ্গত বিচার প্রয়োজন। সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণকারী বিচারকদের বিচার সামাজিক দর্শনের মান ও স্কেল দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষেত্রে আইনি রায় নিয়ে তাদের হস্তক্ষেপের সীমা শুধুমাত্র তাদের দায়িত্ব আত্মনিয়ন্ত্রণের অনুভূতি দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে এবং এটি অনিবার্য ।সংবিধান কেবল তাদের চিন্তা ভাবনার জন্য নয় বরং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের চিন্তা সুযোগ করে দিয়েছে কাজেই তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অনুমোদন তা যুক্তিসঙ্গত করা হয়েছে ।**(4)**

বিচারকদের কার্যকলাপে সৃজনশীল প্রকাশ হলো আইন প্রণয়ন কারণ ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের মৌলিক কাঠামো নিয়ে সংবিধান সংশোধনীর বৈধতা বিচার করতে পারে। বক্সির এর

মতে,এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হল কোন constituent ক্ষমতার ব্যবহার,কোনো আইনী ক্ষমতার ব্যবহার নয়।বিচারক পিএন ভগবতীর তাঁর নিবন্ধে আইন তৈরির কার্যকলাপ ব্যক্ত করেছেন। এই সময় প্রধান বিচারপতি জনসমক্ষে এই আদালতের ভূমিকা না বললেও তা আইন শাস্ত্রের শিক্ষার্থী ও জনগণের কাছে অজানা ছিল না। কাজেই এই নিবন্ধগুলো বিচার বিভাগের ভূমিকা সংক্রান্ত পৌরণিক ধারণা ধ্বংস করার ক্ষেত্রে জনগনের মনকে অগ্রাধিকার দেয়।

বিচারিক কার্যকলাপের এই উদ্ভাবনী উপাদান থাকলেও বিচারকদের কিছু নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতার বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। বিচারিক কার্যকলাপের slot machine ধারণা কোনো প্রকার উদ্বোধনী অস্বীকার করে কিন্তু আইনের বৈধতা ক্ষেত্র ছাড়া বিচারকদের সমালোচনা থেকে দূরে রাখে।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিচারকদের আইন তৈরি ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা তৈরি করতে পারে কিন্তু তা সমালোচনার উর্ধে নয়। আমরা যদি বলি যে বিচারকদের স্বাধীনতা শুধুমাত্র সংবিধান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরেই নয় বরং নিম্ন আদালতের ক্ষেত্রেও যেখানে বহু ঘটনার প্রশ্ন জড়িত সেখানেও এই স্বেচ্ছাধীনতা দেখা যায়।কাজেই আমরা বিচারিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অনুমাননির্ভরতা ও ধারাবাহিকতার দাবি ত্যাগ করতে পারবো না।**(5)**

যদি বিচারকরা আইন তৈরি করে তাহলে তারা কি তাদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ?সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি না যে তারা দায়বদ্ধ নয় কারণ দায়বদ্ধতা অস্বীকার করা অর্থ হল তাদের কার্যকলাপ এর বৈধতার অস্বীকার করা। আদালত স্বাধীন নীতি নির্ধারক সংস্থা হিসেবে তাদের ইমেজ স্থাপন করার চেষ্টা করে। তাদের বিশ্বাস ও সম্মানিত করা হয় কারণ তারা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।বিচারই সৃজনশীলতার অঙ্গরূপে বিশ্লেষণের তত্ত্ব বা locus standi তত্ত্ব সমালোচিত হলেও পুনরায় আদালতের দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা হয়। আদালত arbitrarily কোন কিছু বিচার করে না এবং তাদের সিদ্ধান্ত খেয়াল খুশি ও কল্পনাপ্রসূত নয়। কাজেই আদালতে সিদ্ধান্তগুলি জনগণের মেনে চলা ও শ্রদ্ধা দেখানো উচিত।**(6)**

বিচার বিভাগীয় নিরোপেক্ষতা ও উদ্দেশ্যবোধের গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য আইনের বিভিন্ন বিধান তৈরি করা হয়। বিচারকরা শাসন বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত হন এবং তাদের কাজের

পরিষেবার শর্তাবলী আইন বিভাগের নির্ধারণ দ্বারা সংশোধন করা যায় না। সংবিধান তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে কাজেই ইমপিচমেন্ট ছাড়া তাদের সরানো যাবে না।

হাইকোর্টের বিচারপতিরা প্রধান বিচারপতির সাথে আলোচনাক্রমে রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন। সরকারের প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে শুধুমাত্র সর্বাধিক সিনিয়র বিচারপতি কে সব সময় প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয় না। 1973 সালে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার সিনিয়রিটির ক্ষেত্রে তিনজন বিচারকে সরিয়ে রেখে প্রধান বিচারপতি হিসেবে এ.ন. রায় কে নিযুক্ত করেছিলেন এটি ঘটেছিলো কারণ বিচারপতি Shelat, Grover, Hegde কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠয়ের ভোট দিয়েছিলেন আবার বিচারপতি খান্না কে 1977 সালে ব্রাত্য রাখা হয় এবং বিচারপতি বেগ কে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয় কারণ A.D.M jabbulpur বনাম Shrikant Shukla মামলায়**(7)** যেখানে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেছেন যেখানে প্রতিরোধমূলক আইনের ক্ষেত্রে কোনো বিচারিক পুনর্বিবেচনা ছিলনা যা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দাবি করেছিল ।সরকারের এই ধরনের কার্যকলাপ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বিচারক তথা J.c.Shah, Chagla, Hidayatullah দ্বারা সমালোচিত হয়েছে।

যখন বিচারপতি বেগ অবসর নিয়েছিলেন তখন বিচারপতির chagla রাষ্ট্রপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষপাতদুষ্টতা কথা জানান। এবং সেই চিঠিতে অনেকজন বিচারপতি স্বাক্ষর করেন আনুষ্ঠানিকভাবে তারা সিনিয়র সর্বাধিক বিচারককে প্রধান বিচারপতি না করার সরকারি সুযোগ স্বীকার করেছিল। S.P. Gupta বনাম Union of India
মামলায়**(8**) সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে বর্ণিত সংবিধানের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে কার্যকরী পরামর্শ দানের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার একচ্ছত্র স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ভোগ করেন।

বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি ক্ষমতা রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত নয়।এর দ্বারা বোঝানো হয় যে অক্ষম ব্যক্তি নিযুক্ত করা উচিত নয়। কিন্তু সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে সরকারের অবশ্যই পছন্দ ও অপছন্দ থাকবে।বিচারপতিদের স্থানান্তর করার ক্ষমতাও সরকারের হাতে রয়েছে। বিচারকদের বিপাকে ফেলার জন্য এই আইন যদি অযথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা হয় তখন malafied exercise of power এর ক্ষেত্রে আইনি আপত্তি তোলা যেতে পারে। তবে সরকারের

ওপর malafied প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন। আইন কমিশন তার 14 তম রিপোর্ট প্রত্যক্ষ করে বলে উচ্চ বিচার বিভাগের কার্যাবলী তে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রেরণা তৈরি করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই বিচারকদের মান নিঃসন্দেহে নিচে চলে গেছে। সন্দেহভাজন সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও রাজনৈতিক সম্পর্কে অনেকেইক নিযুক্ত হয়েছে। এটি খোলাখুলি ভাবে বলা হয়েছে যে, কেউ রাজনৈতিক ভারী ওজনের আশীর্বাদ নিয়ে বিচার পেতে পারে।**(9)**

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিচার বিভাগের বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন কারণ বিচার বিভাগ সংবিধানের মধ্যস্থতা করে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করতে অনুমিত হয়। যেখানে কোনো বিরোধ নেই বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয় এবং তাই বিচারকদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত।

বিচারকরা মানুষের কাছে দায়বদ্ধ এই কারণে যে তারা জনগণের আস্থা উপভোগ করে এবং শুধুমাত্র বিভিন্ন ক্ষমতার প্রতিযোগিদের মধ্যে থেকে নিজেদের নিরপেক্ষ প্রতিপন্ন করে আস্থা অর্জন করতে তারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয় বরং তারা হল বিশেষজ্ঞ আইনজীবী এবং নিয়মানুগ নীতি প্রস্তুতকারক।বিচারিক মামলাগুলো হলো উন্মুক্ত এবং বিচারকরা উভয় পক্ষের কথা শোনেন। যদি কোন নীতির ক্ষেত্রে পক্ষপাত থাকে সে ক্ষেত্রে তারা কতগুলি উদ্দেশ্য নিয়ে আসে যেগুলি কারণ ও দর্শন নির্ভর। যার judicial craftsmanship তথা statesmanship প্রয়োজন। এগুলি আসে জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহিতার সচেতনতা থেকে। বিচারগুলি সেক্ষেত্রে পুনর্বিবেচিত হয় নীতি তথা যুক্তির মাধ্যমে। এই ধরনের গভীর বিবেচনা তৈরি হয় প্রেস, academicians ও পেশাদার আইনজীবিদের দ্বারা।**(10)**

দুর্ভাগ্যবশত আমরা বিচারিক সিদ্ধান্তের সমালোচনার একটি দৃঢ় ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারিনি। আমাদের আইনি স্কুল এই ধরণের প্রচেষ্ঠায় উৎসাহিত করেনি। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ও আমাদের দেশের বিচারিক ঐতিহ্যটি যদি বিদ্যমান থাকে তা হল বিনয়ী, অভিজাত বা স্বজ্ঞাত। রায়গুলি সমালোচনা করা হয় প্রযুক্তিগত বৈধতার দৃষ্টিকোণ থেকে,নীতির দৃষ্টিকোনের চেয়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিচারিক সমালোচনা হয়েছে স্বতন্ত্র বিচারিক সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। একটি প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গমনএর জন্য নয় যা হলো রাষ্ট্রীয় অঙ্গ। অতএব,রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতা সাপেক্ষে দেখার প্রচেষ্টা করা হয়েছে ।ভারতে বিচারের উদ্যোগে সেভাবে

বিকাশ ঘটেনি কারণ আদালত অবমাননা আইন তা খুবই দমনমূলক। সংবিধান আসারপর তা বক্তৃতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার প্রদান করে, কাজেই আদালত অবমাননার আইনটি আইনের উপর আরোপিত বিধিনিষেধগুলির যৌক্তিকতার ওপর স্পর করা উচিত ছিল। E.M.S Nambodripad বনাম Nair মামলায়**(11)** সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি Hidayatulla কে উদ্দেশ্য মন্তব্য করে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী Nambodripad দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আদালতের মতে সেই মন্তব্যগুলি ছিল নির্দোষ পূর্ণ এবং এক ধরনের বিমুর্ত চিন্তার প্রকাশ। সেই সময় থেকে Nambodripad এর মন্তব্যকে নস্যাত করার মাধ্যমে আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মামলায় উদার অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। বিচারিক পদ্ধতি ও বিচার ব্যবস্থার উপর সমালোচনা প্রয়োজন বিচারিক জবাবদিহিতা জোরদার করার জন্য। আদালত অবমাননার আইন আদালতের বেআইনিভাবে নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলাগুলি আদালতের অপব্যবহার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার মাধ্যমে বিচারিক পদ্ধতিকে রক্ষা করে। এমনকি একজন বিচারকের দরুন ক্ষমতার অপব্যবহার বা দুর্নীতির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মানহানির জন্য proceeding শুরু হয় এবং তিনি দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে সমালোচিত হন।**(12)**

**1. ভ্যাকুয়াম ভর্তির তত্ব** বলে যে কোন অঙ্গের নিষ্ক্রিয়তা এবং অলসতার কারনে শাসন ব্যবস্থা একটি পাওয়ার ভ্যাকুয়াম তৈরি করা হয় যখন এই ধরনের ভ্যাকুয়াম গঠন করা হয় তখন জাতির সুনাম এর বিরুদ্ধে এবং দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে যদিও এই প্রকৃতি বেগম চলতে অনুমতি দেয় না এবং সরকারের অন্যান্য অঙ্গ ভ্যাকুয়াম নিয়ে তাদের দিগন্ত প্রসারিত করে। এই ক্ষেত্রে শূন্যতার নিষ্ক্রিয়তা,অযোগ্যতা, আইনের অবহেলা, দুর্নীতি সরকারের দু'টি অঙ্গের মধ্যে চরম অশিক্ষা এবং চরিত্রের অভাব দেখা যায়। বিধানসভা এবং নির্বাহী অতএব সরকারের বাকি অংশের বিরোধিতা দিগন্ত প্রসারিত করার ক্ষেত্রে কোন বিকল্প নেই আইন পরিষদ কর্তৃক তৈরী ভাকুয়ামটি পূরণের জন্য।সুতরাং এই তত্ব অনুযায়ী বিচার বিভাগের তথাকথিত হইপার এক্টিভিসম ভ্যাকুয়াম ভরাট করা বা আইন পরিষদের অ-সক্রিয়তা ও নির্বাহী দ্বারা সৃষ্ট অকার্যকর ফলাফল।

**2.সামাজিক চাওয়ার থিওরি** বলছে যে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ব্যর্থতার কারণে বিচারব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির ও সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে পারছে। বিদ্যমান আইনগুলি কোন পথ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে বিচারব্যবস্থা নিজেই নিপীড়িতদের সমস্যা গুলি সমাধানের এবং তাদের সমাধান করার উপায় খুঁজে বের করতে বাধ্য হয়। এই শেষ অর্জনের জন্য শাসন কাঠামোর মধ্যে তাদের কাছে একমাত্র উপায় ছিল বিদ্যমান আইনগুলিতে অপ্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করা, যাতে সেগুলো আরো ভালো ভাবে প্রয়োগ করা যায়। তা থেকে বিচারের সক্রিয়তা উদ্ভূত। এই তত্ত্বের সমর্থকরা মনে করেন যে সামাজিক রুপান্তর আনতে বিচারিক স্বক্রিয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিচার বিভাগীয় আইন যা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আইন প্রণয়ন করে এবং সঙ্গে সশস্ত্র করা হচ্ছে পর্যালোচনা ক্ষমতা বিচারের মাধ্যমে পরিবর্তন একটি অনুঘকের অবস্থা অর্জন করা।**(13)**

**ভারতে বিচারবিভাগের ধারাবাহিক বিবর্তন**

দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় বিচারব্যবস্থা বিচারিক কর্মকাণ্ডের প্রতি একাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল বিচার বিভাগীয় কিছু বিক্ষিপ্ত বিপথগামী ঘটনা সক্রিয়তার সময় সঞ্চালিত হয়। কিন্তু তারা এই চেতনাতে আসতে পারেনি কারণ ধারণাটি ভারতের কাছে অজানা ছিল। তবে বিচার সক্রিয়তার ইতিহাসে যখন এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের বিচারপতি মেহমুদ যখন একটি ভিন্নমত পোষণকারী রায়ের মাধ্যমে ভারতে বিচারক সক্রিয়তার বীজ বপন করে। এটি একটি বিচার এর অধীনে ছিল যিনি মামলাকারী তিনি আইনজীবী কে যুক্ত করতে পারেনি সুতরাং প্রশ্ন ছিল আদালত কেবল তার কাগজপত্র দেখে তার মামলাটি নির্ধারন করতে পারে কিনা?মাহমুদ বলেন যে মামলার প্রাথমিক শর্ত হলো শোনা (কেবলমাত্র পড়ার বিরোধিতা করে), কেবল তখনই পূর্ণ হবে যখন কেউ কথা শোনে।সুতরাং তিনি প্রাসঙ্গিক আইনের সর্বাধিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং ভারতে বিচারিক সক্রিয়তার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। আধুনিক পরিভাষা হিসেবে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে যা বোঝায় তা অনেক পরে ভারতে এসেছে। এর উৎস সামাজিক থিওরি তত্ব থেকে সনাক্ত করা যেতে পারে। বিচার বিভাগকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল নির্বাহি অপব্যবহার ও অতিরিক্ততার কারণে।ব্রিটিশ রাজ থেকে স্বাধীনতার পর নির্বাহিটি সর্বদা বিচার বিভাগকে রাষ্টের একটি শত্রু হিসেবে দেখেছে। আমলাতন্ত্রের ব্যক্তিগত লাভের জন্য কিন্তু জনসাধারণের লাভের জন্য নয়- একটি সিস্টেমের জনপ্রিয়তা অর্জন করে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় শোষণ ও দুর্নীতি সৃষ্টি হয়েছে।মানি পাওয়ার ,পেশিশক্তি ,মিডিয়ার প্রভাব

এবং মন্ত্রিত্বের ক্ষমতার দ্বারা জনসাধারণের নিরবিচ্ছন্ন কর্মকান্ডের দ্বারা জনগনের নিরবিচ্ছিন্ন কর্মকান্ডের ওপর জনগনকে কল্পনাতীত নিপীড়ন করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কিছু জরুরী পরিস্থিতি উত্থাপিত হয়েছিল এবং যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পার্লামেন্টের জন্য অপেক্ষা করা হয়নি। অতএব, সমাজের নিপীড়িত জনগণকে ত্রান সরবরাহ করার জন্য বিচার বিভাগের দায়িত্ব হয়ে ওঠে।**(14)** Sunil Batra বনাম Delhi administration,AIR,1978 SC 1548, মামলায়**(15)** বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণা আয়ার বলেন– "যদিও আইন সেরা সমাধান ছিল কিন্তু যখন আইন প্রণেতারা সামাজিক ধৈর্যের জন্য অনেক দীর্ঘ সময় ধরে ভোগ করে,তখন আদালত দূরবর্তী মার্বেল টির জন্য অপেক্ষা না করে পাথর ও কাঠের ভাস্কর্য পরীক্ষা দিয়ে তা মোকাবিলা করতে পারে।"

অতএব, Mumbai kamgar sabha বনামAbdul Bhai, AIR,1976 SC 1465, মামলায়**(16)** সুপ্রিম কোর্ট নামকরণ ছাড়া বিচারিক সক্রিয়তার মতবাদ চালু করে। বিচারিক সক্রিয়তা উদ্দীপনা লাভ করেছে যেখানে সুপ্রিম কোর্টের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির পরিবর্তে 21 নম্বর ধারার যথাযথ প্রক্রিয়াটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে যাতে নির্বাহীর একচ্ছত্র স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সময়সীমার মধ্যে জনস্বার্থ মামলা অনেকগুলি কেলেঙ্কারি র সমাধান ও নাগরিকদের ন্যায় বিচার এবং তাদের অধিকার উন্নত করার কাজে পরিচালিত হয়।

**বিচারিক প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতা:**-বিচারিক সক্রিয়তা হলো একটি অস্পষ্ট, জটিল,পরিবর্তশীল আমেরিকান ধারনা যা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন অর্থ প্রদান করে। এটি বিচারিক কার্যাবলীর তত্ব, রাষ্ট্রের তত্ব ও মতবাদ সাপেক্ষে নির্বাচনী এলাকার স্বার্থ সম্পাদনের মাধ্যমে আদালতের এলাকার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে বিচারিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। আদালত কিছু সরল পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কাজ সঞ্চালনা করে। সংবিধানের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে আদালত সংবিধানের মতাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে তার এলাকার পরিধিকে বাড়িয়ে চলে। কাজেই বিচারিক সিদ্ধান্তগুলি আইনি নিয়ম থেকে প্রাপ্ত অনুমানমূলক যুক্তিগুলির যৌক্তিক প্রক্রিয়া নয়। বিপরীতভাবে এটি একটি সাংস্কৃতিকভাবে বিযুক্ত প্রক্রিয়া যা বিচারকদের নিজস্ব সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রবণতা এবং পছন্দ দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্রাক মেনকা যুগে আদালত ধনী মানুষের আদালত হিসেবে বিকৃত পুঁজিবাদ,সম্পত্তির অধিকার বৃদ্ধি এবং সুরক্ষিত স্থিতাবস্থা প্রমাণ করেছিল। ধনী ব্যক্তির আদালত থেকে আসা সক্রিয়তা

আদালত কর্তৃক দেওয়া হয়নি যখন মেনকা যুগের পরে এটি দরিদ্র মানুষের আদালতের ভূমিকা পালন করে এবং দরিদ্রের স্বার্থের জন্য নতুন ধরণের সক্রিয়তা দেখা যায়। এখন এই সক্রিয়তার একটি প্রোফাইল চিত্রিত করা উচিত নয় বরং তা কতটা সামাজিক চাহিদা পূরণ করে সেটাই বিশ্লেষণ ভীষন জরুরী।

সংবিধান বিশেষজ্ঞরা ভারতে বিচারিক আত্মসংযম তত্ত্বের উপযুক্ততা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তখন সংবিধান প্রণয়নকারীরা জানতো যে, স্বাধীন ভারতের দরিদ্র মানুষের প্রথম চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিক বিপ্লব গড়ে তোলা দরকার। অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠীর দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস ছিল। কাজেই হতাশাজনক নারীদের অবস্থান, খাদ্যের নিম্নমান, জনস্বাস্থ্য,শিক্ষা ও আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা জন্য অর্থনৈতিক পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল। অর্থনৈতিক পরিবর্তন এর মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আসবে। যখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিবেচনার ক্ষেত্রে তা ত্রুটিপূর্ণ ছিল তখন ভারতের সংবিধান প্রণেতারা এটা আশ্বস্ত করেছে যে, আমেরিকার সংবিধান কাঠামোর অবাধ বানিজ্য নীতির কোন প্রকল্পই নেয়া হবে না কারণ আমেরিকা অবাধ বাণিজ্য নীতির ক্ষেত্রে সংবিধানের due process clause পরিত্যাগ করেছিল এবং substantive due process clause মুখ্য নীতি হিসেবে গ্রহন করেছিল। তারা freedom of contract বা চুক্তির স্বাধীনতা অনুযায়ী সংবিধান অস্বীকার করেছিল এবং দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে কার্যকরী যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত শক্তি ও তার উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

কংগ্রেস দলের সম্পত্তির অধিকারের শক্তিশালী ভোটারদের মধ্যে সর্বাত্মক অর্থে সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত ছিল। এই নির্দেশনা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি চিত্র অঙ্কন করে যার ক্ষমতা কাঠামো ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে। সম্পত্তি একদিকে উৎপাদনের মানে এবং অন্যদিকে শোষণ। বিপরীত ভাবে বলা যায় সংবিধান ভেবেছিল সরকারের সম্পত্তির অধিকার রক্ষার অর্থ হল যার সম্পদ বেশি সে বেশি সুরক্ষা পাবে। কাজেই যদি সম্পত্তি ক্ষমতা হয় এবং সংবিধান তাহলে সম্পত্তির সুরক্ষা দেয় এবং সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গণতন্ত্রএর সদস্যদের সামর্থ্যকে অগ্রাহ্য করা হয়। নেহেরু চেয়েছিলেন রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে বিকল্প শ্রেণী সংগ্রামে পরিণত করতে যাতে গরিব মানুষের স্বার্থ নীতিনির্ধারণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তাই

সবকিছু বিবেচনা করে ভারতের সংবিধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিচারিক সক্রিয়তা তখন মেনে নেয়নি। সাংবিধানিক কাঠামোর দ্বারা সংবিধানের মূল্যবোধ গুলি গ্রহণ করা হয়েছিল।

পঞ্চাশের দশকের মধ্যেই আদালত ধনী মানুষের আদালতের ভূমিকা এবং শ্রেণীর যন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করে যা স্থিতাবস্তার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে, ইহা বিকৃত পুঁজিবাদ স্বার্থপর ও ক্ষমতাভিত্তিক ব্যক্তিদের আন্তঃসম্পর্কিত কলুষিত ব্যবস্থা পরিবেশন করে। সুপ্রিমকোর্ট সম্পত্তির অধিকারের বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল এবং যখন স্থিতাবস্তার সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের দ্বন্দ্ব দেখা গেছে তখন আদালত সংবিধানকে আঘাত করে এবং সংবিধানের 31 নম্বর ধারা প্রকাশ করার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনকে হতাশ করে।

ভারতীয় বিচারিক সক্রিয়তা একদিকে স্থিতাবস্থা কারণ হিসেবে পুঁজিবাদের জনক কায়েমী স্বার্থের কথা বলেছিল তখন সক্রিয়তা অন্যদিকে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে সমাজতন্ত্র এবং গরিবদের স্বার্থের উন্নতির কথা বলেছিল।

এই প্রেক্ষাপটটি ছিল পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার দ্বারা গৃহীত trickle-down তত্ত্বের দ্বারা উদ্দীপ্ত। এই তত্ব অনুযায়ী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তীব্রতা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করবে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে নয়। যদি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার দ্রুত হয় তাহলে তো সমাজের নিম্ন স্তর পর্যন্ত তার সুবিধা পাওয়া যায়। পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারণা বৃদ্ধির কৌশল থেকে নির্গত হয়েছিল এবং ভারতে যা প্রয়োজন ছিল।এই সংস্কারের লক্ষ্যে পরিকল্পনার পদ্ধতিতে ক্ষমতা,মর্যাদা, সম্পদ অর্থাৎ সংবিধানের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য সেই ক্ষেত্রে threat দেখা দিল এবং সুপ্রিম কোর্টেকে এক্ষেত্রে সহযোগী হিসেবে গণ্য করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যাতে তারা পরিকল্পিত উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি চ্যালেঞ্জ করতে পারে। এক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তনের ভাগ্য বিষয়টি আদালতের সামনে আনতে পারে এক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তনের ভাগ্য বিচারকদের দ্বারা সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করবে।আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে নেহেরুর সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল যা পশ্চাৎপদতার একচ্ছত্র অর্থনৈতিক পরীক্ষা করতে অনিচ্ছুক ছিল। অর্থাৎ " socially is a much wider word including many things and certainly including economically"।**(17)**

1950 এর দশকে যখন আদালত অর্থনৈতিক সক্রিয়তায় রূপান্তরিত হলো স্থিতাবস্থা কে রক্ষা করার জন্য, তখন ইহা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে স্থিতাবস্তা বজায় রাখার জন্য এবং রাজনৈতিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতার জন্য এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য।

জরুরি অবস্থা পরবর্তীকালে ধনী মানুষের আদালতের ধারণার বিলোপ ঘটলো এবং নতুন সক্রিয়তাবাদের জন্ম হলো। জনস্বার্থের বৈধ ব্যবস্থা গরিব মানুষকে আইনি বৈধতা প্রদান করল। আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট যখন সংবিধানের বক্তব্যকে গাইডলাইন হিসেবে দেখে তখন ভারতের সংবিধান কে আদালতের ভারত সংবিধানকে আদালতের চাবিকাঠি হিসেবে দেখেনি বরং উন্মুক্ত ব্যবস্থা হিসেবে দেখেছে যার ফলস্বরুপ বিচারিক সক্রিয়তার সাংগঠনিক ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধান একটি স্বাধীন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদান করে। ভারতের বিচার ব্যবস্থা শুধুমাত্র জনগণের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নয় বা আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেয়ার জন্য দায়বদ্ধ নয় বরং সংবিধান রক্ষা করার জন্য এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সংসদ সর্বোচ্চ কিন্তু ভারতের সংবিধান কিছুটা দ্বিধান্বিত। বিচার বিভাগ, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে সংসদের ক্ষমতা বিবেচনা করে। সংবিধান বিশেষভাবে বিচার বিভাগীয় পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা উল্লেখ করে না, একই সময়ে এটি মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী যে কোনো আইনকে অসাংবিধানিক হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। এর মাধ্যমে বিচার বিভাগ বিচারের ক্ষমতা অর্জন করেছে। শুরুতেই এই ক্ষমতা মৌলিক অধিকার প্রভাবিত করে সরকারের কাজ বা সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করার জন্য সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে বিচার ব্যবস্থার সামাজিক উন্নয়নমূলক ও পরিবেশগত বিষয়ে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ সম্পর্কিত বিষয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এই অভিব্যক্তি এবং উদ্বেগ ধীরে ধীরে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিচার বিভাগের ভূমিকা বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। সংস্কারের চাপগুলি বিচারিক কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়া বাড়ানোর ক্ষেত্রে উপকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচারের চেতনা ভারতের বহু-স্তরীয় সামাজিক আদর্শের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল ফলে ভারতের ক্ষুদ্র এবং বঞ্চিত মানুষের

পক্ষে তাদের আকাঙ্খার পরিপূর্ণতার জন্য আদালত গুলি সামাজিক কর্মকান্ড থেকে চাপের মুখে পড়তে শুরু করেছিল। বিচার বিভাগ এবং আইনি ব্যবস্থায় সংস্কারের জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন কমিশনও ব্যয়বহুল এবং ধীর বিচার প্রক্রিয়ার উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। 1975 সালে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর দেশে মানবাধিকার আন্দোলন শক্তিশালী হয়। সুপ্রিম কোর্ট এর মধ্যে কিছু বিচারক সংবিধানের মূল ও দর্শনের সীমিত ক্ষেত্রকে নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে।**(18)** তারা প্রকাশ করে যে মৌলিক অধিকার গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার বরাবর সংবিধানে স্বীকৃত ছিল।এবং যদি এই নীতি গুলি সংবিধানের সংহত অংশ হয় তবে সংবিধানের রক্ষাকারী আদালত গুলি অবশ্যই রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ মূলক নীতি গুলোকে গণতান্ত্রিক মানদন্ড বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় অংশীদারি করে তুলবে। এই উপলব্ধি শুধুমাত্র বিচারিক কর্মকাণ্ডে বৃদ্ধি পায়নি বরং বিচারব্যবস্থা সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করে । এই বিকাশে উল্লেখযোগ্য ফলাফল হলো জনস্বার্থ মামলা লোক আদালত এবং আইনি সহায়তা। বিচার বিভাগ এখন সামাজিক বিপ্লবের বাহিনী বলে আশা করা হচ্ছে। বিচারিক সক্রিয়তা আইনি প্রক্রিয়া সক্রিয় করেছে এবং এটি আর্থ সামাজিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**সুবিধাজনক প্রভাবের দিক** :-এইভাবে সুপ্রিম কোর্ট বিতর্কের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে যা বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। বিচার বিভাগ কিছু বছর পর নির্বাহি এবং লেজিসলেটিভ কাজের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট আইন শৃঙ্খলা ও আইন পরিষদের তুলনায় অনেক দূরবর্তী পরিবর্তন আনছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিচার ব্যবস্থা সমগ্র সাংবিধানিক ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ক মর্যাদায় নিরপেক্ষভাবে অভিনয় করেছেন। তারা বিচারের আদর্শে বিশ্বাস ঢেলে দিয়েছেন। সংবিধানের রক্ষাকবচ বা তদন্তের জন্য যখনই আহ্বান জানানো হয় তখন তারা নির্ভয়ে বিচার ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হন না। দুর্নীতিবাজ কর্মকতাদের বিরুদ্ধে এমনকি তারযদি মনে করেন তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ও গঠনমূলকাঠামোর মধ্যে তদন্ত করতে দ্বিধা বোধ করেন না।সুপ্রিমকোর্ট জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করেছে ।এটি সংবিধানের বিবেকতত্বাবধায়ক ও সরকারের সচেতন অভিভাভক হিসেবে ন্যায়বিচার ও মানবধিকারের সংগ্রহস্থল।

ভারতের বিচার সক্রিয়তার উত্থানের বিশ্লেষণ জানায় যে, অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার আগে সুপ্রিমকোর্ট এবং উচ্চ আদালত স্বৈরাচারী নির্বাহীটির একটি বহু ছিল তবে জরুরি অবস্থা

ঘোষণা দুই বছর আগে সুপ্রিম কোর্ট বলে বিখ্যাত কেশবানন্দ ভারতী মামলায় নির্বাহীটির সংবিধান সংশোধন করা এবং তার মৌলিক পরিবর্তন পরিবর্তন করার কোনো অধিকার নেই। এরপর সতর্কতার সাথে সুপ্রিম কোর্ট বিচারক সক্রিয়তার লক্ষণ দেখাতে শুরু করে।

সুপ্রিম কোর্ট পুলিশ-হেফাজতএর মধ্যে মৃত্যু, পুলিশ স্টেশনের মধ্যে ধর্ষন প্রভৃতি পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পুলিশকে আদেশ দেয় সন্দেহভাজন সন্দেহে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না, আদেশ দেন সন্ধের পর পুলিশ স্টেশনে কোন মহিলাকে নিয়ে আনা যাবেনা ।বন্দীদের জীবন যাত্রার অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য হাইকোর্টের বিচারক কারাগারে যেতে শুরু করেন। 1993 সালে প্রায় এক মাসে শ্রীনগরে হযরতবাল মসজিদ এ অনুষ্ঠানে নির্দোষদের উপর অধিকার রক্ষায় সংবিধান প্রদান করেন, নির্বাচন কমিশনের ওপর ক্ষমতা অর্পণ করেন যারা গঙ্গা দূষণ, তাজকে বিপন্ন করে তোলার মতো বিপজ্জনক শিল্পগুলি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। ভোক্তা সুরক্ষা আইনের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত দায়িত্ব দেয় পরবর্তীকালে সমস্ত সরকারি ও আধাসরকারি সংস্থাকে আনা হয়। হাজার 1984 সালে একটি ইতিহাস তৈরি হয়েছিল যখন সেনাপ্রধানের কর্মকর্তাকে, এক জন সেনা কর্মকর্তার বিধবা স্ত্রী ও দুই সন্তানের জন্য 60 লক্ষ টাকা দিতে বলা হয়েছিল যার কারণ হল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও নিষ্ঠুরতা। সুপ্রিম কোর্ট এখন কার্যনির্বাহী এলাকায় তার সক্রিয়তা প্রসারিত করেছে। যেমন রাও সরকার সুপ্রিম কোর্ট এর কাছে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে 27 শতাংশ সংরক্ষণের আবেগপ্রবণ এবং অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়টি জাহির করলে, আদালত ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকারকে সাংবিধানিকভাবে বৈধ বলে গ্রহণ করে তবে ইতিবাচক পদক্ষেপের সুবিধার্থে 'creamy layer' কে বাদ দেওয়া হয়। আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে 49 শতাংশ চাকরি বঞ্চিত ও দরিদ্র শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। অন্য একটি সিদ্ধান্তে আদালত কর্ণাটক রাজ্যে কলেজগুলির মাথা পিছু দেয় আদায়ের বিষয়টি পরিবর্তন এনেছিল।**(19)**

দেশের সুপ্রিম কোর্ট hawala মামলায় শর্তসাপেক্ষে সিবিআই কে নির্দেশ দেয়, তাতে বলা হয় সিবিআই কিভাবে কাজ করছে তা সরকারের অন্য বিভাগগুলোর ভাঙ্গনের নিয়মিত প্রতিফলন। অর্থাৎ 1990 দশকের সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় যেখানে বিচারিক কোনগুলি অতীতের প্রবণতা বৃদ্ধির ভয়ে বিচারকদের কার্যক্রম বাড়িয়ে দেয় যা ভার্চুয়াল জুডিশিয়াল ফিয়াট নামে পরিচিত যা কোটা স্থির করে এমনকি মেডিকেল কলেজের ফি পর্যন্ত স্থির করে

দেয়।ঘটনার স্বাভাবিক ক্ষেত্রে , সুপ্রিম কোর্ট এর পক্ষে এটা অভাবনীয় ছিল যে আদালতের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট আসার আগেই বা স্বীকার করার আগেই সিবিআই প্রধানকে তলব করা।

বর্তমানে বিচারক সক্রিয়তার মাত্রা হিসেবে 'শবরীমালার রায়' যা নারীদের মন্দিরে অনুপ্রবেশের অধিকারের পাশাপাশি সমানঅধিকার নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে 'সমকামিতা কোনো অপরাধ নয়'– ঐতিহাসিক রায়ের বক্তব্যের মধ্যে IPC র 377 ধারা বাতিল এর মাধ্যমে সমকামীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, তিন তালাকের নিয়ম বাতিলের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় বর্বরতা লঙ্ঘন, গোপনীয়তার অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য তাকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া, BCCI এর মতো প্রাইভেট সংস্থার হস্তক্ষেপ এর মাধ্যমে কেলেঙ্কারির সমাধান, NJAC Act বাতিলের মাধ্যমে কলেজিয়াম পদ্ধতি রক্ষার মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতাপালনে বিভাগীয় স্বক্রিয়তার অনন্য নজির গড়েছে।

**সক্রিয়তার চিত্র:-**

1. **<u>গোপনীয়তাকে মৌলিকঅধিকারের স্বীকৃতি:-</u>** Aadhar Act 2016, এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার জন্য বিধান তৈরি করা হয়েছে। এবং সেই অনুযায়ী, UIDAI প্রমানীকরণে কেউ পরিচয় ও তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।এই ধরনের তথ্য কাউকে প্রদান করা উচিত নয় এমনকি আদালত এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জারি করা আদেশের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে শুধুমাত্র যুগ্ম সচিবের কাছে প্রকাশ করা যেতে পারে। যদিও বেসামরিক নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার বিধান তৈরি করা হয়েছে এবং এর বিধান লঙ্ঘণ করার জন্য কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছে কিন্তু এটি গোপনীয়তার স্বতন্ত্র অধিকারে গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি করেছে এবং দেশব্যাপী উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

   ভারতের আধার প্রকল্পচালু হওয়ার পর সমাজের বিভিন্ন বিভাগের দ্বারা এটি সমালোচিত হয়েছে, বিশেষত নাগরিকদের তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের কারণে। এক্ষেত্রে জনস্বার্থ মামলায় নয়জন বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ সংবিধানের অনুচ্ছেদ 21 এর অধীনে গোপনীয়তাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আধার কার্ডের তথ্য সুরক্ষায় সংশয় দেখা গিয়েছিল এবং কেন্দ্র যেভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে আধার বাধ্যতামূলক করেছিল কাজেই সেই কারণে মামলা তাদের বিরুদ্ধেই। এই বিতর্কে আইনি সংশোধনের প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

- আদালতের রায়ে বলা হয়, "নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যে রাষ্ট্র দ্বারা টেলিফোনে আড়িপাতা বা ইন্টারনেট হ্যাক করার প্রবণতা এখন এমন একটা বিষয় যা গোপনীয়তার মধ্যে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে সমস্ত নাগরিকদের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে সেই সুবাদেই একথা উল্লেখ করা হলো।মৌলিক অধিকার যেমন নিঃশর্ত এবং অবাধ নয়, তেমনই তার ওপর নিয়ন্ত্রণ জারির অধিকারও নিঃশর্ত নয়, অবাধ নয়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকেও হবে হতে হবে 'যুক্তিপূর্ণ'। কেন নিয়ন্ত্রণ চাই তার জবাব দিতেও রাষ্ট্র বাধ্য। এভাবেই সংবিধানে রাষ্ট্রকেও দায়বদ্ধ রাখা হয়েছে"
  আদালত রায়ের মাধ্যমে পর্যবেক্ষন করেছে যে, ". . . 3(C) Privacy is a constitutionally protected right which emerges primarily from the guarantee of life and personal liberty in Article 21 of the Constitution. Elements of privacy also arise in varying contexts from the other facets of freedom and dignity recognised and guaranteed by the fundamental rights contained in Part III;

  (D) Judicial recognition of the existence of a constitutional right of privacy is not an exercise in the nature of amending the Constitution nor is Court embarking on a Constitutional function of that nature which is entrusted to Parliament;

  (E) Privacy is the Constitutional core of human dignity. Privacy has both a normative and descriptive function. At a normative level privacy sub- serves those eternal values upon which the guarantees of life, liberty and freedom are founded. At a descriptive level, privacy postulates a bundle of entitlements and interests which lie at the foundation of ordered liberty"(**20)**

পরিশেষে বলা যায়, ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার ও গোপনীয়তার কোনো বেআইনী আক্রমণ আইন অনুসারে ফলাফলের জন্য অপরাধী হিসেবে দায়ী করবে।

রায়ের মাধ্যমে এমন গোপনীয়তা স্বীকৃতি দেয়া হয় যা গোপনীয়তার অধিকার প্রদান করবে এবং যা বেআইনি সরকারি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করবে।

যে ব্যক্তির একা থাকতে দেয়ার অধিকার সম্পূর্ণ অধিকার নয় এবং স্বাস্থ্য, নৈতিক সুরক্ষা এবং অন্যদের স্বাধীনতার সুরক্ষা আইন যেখানে সীমিত। কাজেই বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তা মাধ্যমে গোপনীয়তার অধিকার মৌলিক অধিকার প্রদান করার মাধ্যমে এই অধিকারকে অর্থবহ করা হয়েছে এবং মানুষের অস্তিত্বের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

2.**তিন তালাক প্রথা অসাংবিধানিক হিসেবে গণ্য করা:-** সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করেছে, তিন তালাক অসাংবিধানিক কারণ ইহা ভারতের মুসলিম মহিলাদের অধিকার ক্ষুন্ন করেছে। তিন তালাকের মাধ্যমে বিয়ে বিচ্ছেদের মুসলমান রীতিটি বেশ বিতর্কিত। স্বামী ইচ্ছা করলে কেবল মুখে তিনবার তালাক শব্দটি উচ্চারণ করে স্ত্রীকে বিচ্ছেদ দিতে পারে। অনেক মুসলিম সংগঠন এবং নারীর অধিকার সংগঠন এই সংস্কারের দাবি করেছে কারণ অনেক মুসলিম মহিলা এক্ষেত্রে চরম আর্থিক দুর্দশার মধ্যে পড়ে কারণ এই ধরনের বিয়ে বিচ্ছেদকারী স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ পোষণের কোনো ব্যবস্থা করে না। যা একটি বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ। জনস্বার্থ মামলার মূল আবেদনকারী ছিল মুসলিম ওমেন quest for equality, সায়রা বানো প্রমুখ এবং অন্যদিকে ভারত সরকার, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল বোর্ড প্রমুখ।

সুপ্রিম কোর্ট রায়ে তিন তালাকের অনুষ্ঠানটি বাতিল করেছে যা মধ্যযুগীয় অনুশীলনের অবসান ঘটিয়েছে। জনগণকে ক্রমবর্ধমানভাবে চিন্তা করার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্ট তালাকের অভ্যাসকে অবৈধ করে তোলে কারণ এটি সায়রা বানু বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক রায় গ্রহণ করা হয়েছে।

বিচারপতি খেহার, যে বিষয়টি তুলে ধরেন তা হলো, তিন তালাক আট দশকের পুরনো আইন মুসলিম শরীয়ত আইনের(1937) প্রয়োগ থেকে তার বৈধতা অর্জন করে

না। এটা ভারতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্বাধীনতা পরবর্তী আইনে শরীয়ত আইন মুসলিম ব্যক্তিগত আইন হিসেবে স্বীকৃত।

বিচারপতি খেহার এর মতে, তিন তালাকের অনুশীলন শরিয়ত আইনের কার্যকারিতা থেকে প্রবাহিত হয় না। তাই এটি একটি ধর্মীয় প্রথা এবং এটি ভারতের সংবিধান অনুচ্ছেদ 25 এর অধিক সুরক্ষিত হওয়া উচিৎ। এক্ষেত্রে ভারত সরকার আবেদনকারীর পক্ষে ছিল এটাই সবচেয়ে বিরল ঘটনা। যখন আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয় তখন এই ধরনের পিটিশনের ওপর সরকার প্রতিক্রিয়াশীল হয় কিন্তু এখানে ইতিবাচক অবস্থান নিয়েছে। সরকার কেনই বা এক্ষেত্রে কার্যকর হবে না? এবং আইনের কঠোর ভাষায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে এ কাজ করতে হয়। কোন আইনের থাকা উচিত বা বাতিল হওয়া উচিত আইন পরিষদের প্রথম কাজ। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আইন প্রণয়ন করে এবং বিচার বিভাগ এটি দেখে যে ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে কিনা।**(21)**

এক্ষেত্রে তিনি আইনসভাকে আইন প্রণয়নের জন্য নির্দেশ দেন। ভারতীয় সংবিধানিক আইনের পরিপ্রেক্ষিতে above direction হলোএকটি ভয়ানক নিয়ম যা এই পরিস্থিতিতে বিচার বিভাগ আইনবিভাগকে নির্দেশ দিতে পারে যা সামগ্রিকভাবে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার চেহারা নেয়।

অন্যদিকে, বিচারক জোসেফ শরীয়ত আইন এর কার্যকলাপ থেকে তিন তালাক কার্যকরী হয় না বলেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোরানের আইন অনুশীলনের বৈধতা পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন ।এখানে খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার যে যা তিনি করেছিলেন তা দেশের সংবিধানের ভিত্তিতে আইনের পর্যালোচনা করে বিচারের ঐতিহ্য ভেঙে দেয় কারণ বিচার বিভাগ কোরান বা অন্য যে কোন ধর্মের কাস্টমের বৈধতা বিচার করতে পারেনা। ভারতীয় সংবিধানে আইনের ধারা অনুসারে বিচারবিভাগ সংবিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন আইনের প্রকৃতি পরীক্ষা করতে পারে,অন্য কিছু নয়। কিন্তু তিন তালাক বাতিলের পক্ষে তার যুক্তি ছিল ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে যা খারাপ তা আইনের ক্ষেত্রেও খারাপ। এই প্রসঙ্গে বম্বে হাইকোর্টের বিচারকের একটি মন্তব্য করেছিলেন যেখানে বলা হয়েছিল, তিন

তালাক আইন এর ক্ষেত্রে ভালো কিন্তু ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে খারাপ। জোসেফ সেই মন্তব্য নাকচ করে বলে, আইনের ভালো বা খারাপের সাথে ধর্মতত্ত্বের মানদন্ড হওয়া উচিত না।

এই মামলার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে বিচারিক হস্তক্ষেপ আবেদনকারীর পক্ষে কল্যাণকর? এটা বলা হয়ে থাকে যে সমস্ত দেশে 'তালাক-ই-বিদ্দাত' ব্যাখ্যার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যক্তিগত আইন নাকচ করা বা বজায় রাখা আইনপরিষদের দ্বারা সংস্কার সাধনের মাধ্যমে হতে পারে। কিন্তু এটি ব্যক্তিগত আইন হস্তক্ষেপ করকর মাধ্যমে বিচারিক সক্রিয়তা হয়ে ওঠে তখনই যখন সংবিধানের 25(1) এ ধারা সুরক্ষিত রাখার কথা বলে। যা নারীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বৈষম্যকে অস্বীকার করে মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করে।**(22)**

**বিচারক সক্রিয়তার ঘোষণাপত্রে উঠেআসা বৈশিষ্ট্যও মাত্রা**

- মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয় যেমন হেফাজতে চৌহদ্দির মধ্যে মৃত্যু, অবৈধভাবে জেলে আটক করে রাখার বিরোধিতা, আশ্রয়ের অধিকার ,মানসিক প্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন করা প্রভৃতি।

- সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলি যেমন- জীবনের অধিকার,সমতারঅধিকার,ধর্মাচরণেরঅধিকার, গোপনীয়তারঅধিকার,পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত পরিবেশের অধিকার ও পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা, নারী ও শিশুদের অধিকার,adoption এর নির্দেশিকা, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের মুক্তি, ভালো অবস্থায় কাজ করার অধিকার, বিপদজনক পদার্থ ব্যবহারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা, ভোক্তাদের অধিকার, প্রাচীন স্মৃতি স্তম্ভের সুরক্ষা ইত্যাদি।

- জনপ্রশাসন ও জনসাধারণের জীবন যেমন -সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন ,পৌরসভা ও বিল্ডিং আইন,দুর্নীতি, অপরাধীদের সাথে রাজনীতিবিদদের মধ্যে যোগসূত্র

খুঁজে বার করা, সরকারি বাসস্থান বরাদ্দকরণ এর মানদন্ড, টেলিফোন ট্যাপ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়।

- বৈদেশিক সহযোগিতা এবং মূল শিল্প খাত লাইসেন্স নীতি, সরকারি খাতের কোম্পানিগুলোর বিনিময়ের সাথে অর্থনীতি সম্পর্কিত বিষয়।

ভারতের সংবিধান লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আশা ও আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরেছিল যে ন্যায় বিচার তাদের অস্বীকার করা যাবে না। এই ধরনের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সমাজের দুর্বল অংশের দরিদ্র,নারী ,বন্দি এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা ন্যায়বিচার পেতে বা ন্যায়বিচারের দরজায় কড়া নাড়তে পারেনি। সংবিধানের তত্ত্বাবধায়ক রুপে বিচার বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে জেগে উঠতে হয়েছিল। জরুরি অবস্থার পরে বিচারের জন্য সাহসী পদক্ষেপ নেয়া শুরু হয়েছিল যেখানে সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল। এগুলি অর্জনের লক্ষে উপনিবেশিক শাসনের শেকল ভাঙতে হয়েছিল, সমস্ত পদ্ধতিগত বাকযুদ্ধ এবং কারিগরি দিকটি বাদ দিতে হয়েছিল। এবং সঠিক উপায় খুঁজতে হয়েছিল।

বিচারিক সক্রিয়তা সামাজিক স্বার্থ পালনের জন্য সনাতনী আইন অনুযায়ী তার অধিক্ষেত্র বিবেচনা করবে না। এর জন্যই প্রতিষ্ঠিত নির্ধারিত পদ্ধতির বাইরে এসে চাহিদা পূরণ করবে। বিচারক সক্রিয়তা সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক উন্নত অধিকারগুলো একটি নতুন আদর্শগত শাসনের উপর জোর দেয় যার দ্বারা রাজ্য সরকার স্বেচ্ছাধীনভাবে কাজ করতে পারে না কিন্তু তার তার কার্যকারিতার ব্যর্থতার কারণে জনগণের স্বার্থ বিঘ্নিত হলে বিচারক হস্তক্ষেপ দ্বারা সেই কাজ অবৈধ বলে প্রতিপন্ন হয়।**(23)**

এই বিচারের নীতিনির্ধারণ যা সামাজিক পরিবর্তনের কারণ স্বাধীনতা, সমতাও ন্যায়বিচারের মত ধারণাগুলি প্রকাশ করে।

ব্যক্তিগত অধিকার লঙ্ঘনের ভিত্তিতে পার্লামেন্টের ক্ষমতার উপর বিচার বিভাগের ঘনঘন ঘোষণা এবং সামাজিক স্বাস্থ্য এবং নির্দেশমূলক নীতি নিয়ে বিবেচনা করার ফলে বিচারিক সক্রিয়তা নেতিবাচক হিসেবে গণ্য হয় কিন্তু বিচারিক সক্রিয়তা প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম থেকে আলাদা নয়। 'সক্রিয়তা' শব্দটির সাথে সাধারণ নীতিমালার অর্থ 'সক্রিয় হচ্ছে',

'সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করা' এবং অভিব্যক্তি 'এক্টিভিস্ট' অর্থ হলো 'এক' যা তীব্রতর ক্রিয়াকলাপের পক্ষে কাজ করে। এই অর্থে প্রত্যেক বিচারকের একজন সক্রিয় কর্মী হওয়া উচিত।

বিচারক নীতি নির্ধারণ বিধানিক ও নির্বাহী নীতির সমর্থনে একটি কার্যকলাপ তৈরি করতে পারে বা তাদের বিরোধিতা করা যেতে পারে ।কিন্তু আধুনিক কার্যকলাপের প্যাটার্ন সাধারনত বিচারিক সক্রিয়তা হিসেবে রচিত এবং নীতি নির্ধারণকারী হিসেবে নয়। সক্রিয়তা নির্বাহী ও আইনসভা দ্বারা নীতি নির্ধারণ করে সেই সিদ্ধান্তগুলির উপর যেগুলি সময়ের উপস্থাপনা ও গুণাবলী সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা সাংবিধানিক পরিকল্পনায় একটি অনুঘটকের কাজ করেছে। এটি সামাজিক বিপ্লবের একটি বাহু ছিল। একজন সক্রিয় বিচারক কোন আইনি প্রক্রিয়া সক্রিয় করে এবং আর্থসামাজিক প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**মাত্রা:-**

- ❖ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় শুনানি অধিকার সম্প্রসারণ।
- ❖ সীমাবদ্ধতা ছাড়া অত্যধিক প্রতিনিধিদল ।
- ❖ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার উপর বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের সম্প্রসারণ।
- ❖ প্রশাসনের উপর বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সম্প্রসারণ।
- ❖ উন্মুক্ত সরকারের প্রচার।
- ❖ অবমাননার ক্ষমতার নির্বিচার ব্যবহার।
- ❖ ব্যাখ্যার সাধারণ নিয়মের প্রসারণ ও তার মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত উদ্দেশ্য অর্জন করা।

**পরিশেষে বলা যায়,**

সাধারণভাবে বিচার বিভাগ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ বিচার করার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তন গুলোর জন্য প্রতিক্রিয়াশীল ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতির সাথে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধ্যায়গুলি ভারতের বিচার বিভাগের ওপর নতুন করে কাছে বিচার বিভাগের উচিত নীতির সাথে গড়ে ওঠা আইনটির সাথে সমাজের প্রাসঙ্গিকতা

রক্ষা করাহয়েছে।বিচারই ক্ষমতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ ও আচরণের পরিবর্তনশীলতার মাধ্যমে বিচার সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা গুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

**গ্রন্থপঞ্জি:-**


1. Manidranath, Deka Swapna, “Judicial activism in post Emergency era”,Notion press,2015, pp3-6.
2. ”The Report of The Law commission On The Reform of judicial Administration”,Journal of Indian law Institute,Vol1,no3 (Apr.1959),pp338-341.
3. A.K.Gopalan v. State of Madras, AIR 1950 SC 27.
4. Baxi,Upendra, “On How not to judge the Judges:Notes towards evaluation Of the judicial Role”,Journal of Indian law institute,vol.25,no2(April-june 1983),pp222-230.
5. Bickel, M.Alexander, “The least Dangerous Branch :The supreme court at the Bar of politics”,Yale university press,1986,pp78-89.
6. Ibid at pp99-101.
7. A.D.M v. S.S. Shukla, AIR 1976 SC 1207.
8. S.P Gupta v. President of india and others, AIR 1982 SC 149.
9. Law commission of india,14th report,vol.1,1958,p34.
10. Baxi, Uprendra, “Indian supreme court and politics”,Eastern book company,1980,pp56-70
11. E.M.Sankaran Namboodiripad v. T.Narayanan Nambiar, AIR1970 SC 2015.
12. Sathe, S.P, “Judicial Justice : A new focus towards social justice”,Journal of Indian law institute,vol30,no3(July-september 1988),pp381-387.
13. Banerjee,Nirmalya, Debate on judicial activism in assembly seminar,Kolkata,11th October 2004.
14. Barak,Aharon, “A judge on judging:The role of supreme court in Democracy,Havard law Review16(2002),p116.
15. Sunil Batra v. Delhi administration,AIR,1978 SC 1548.
16. Mumbai kamgar sabha v. Abdul Bhai, AIR,1976 SC 1465.
17. XII-XIII Parliamentary Debates,part-II,col.98380,cited in paramananda Singh, “Nehru on Equality and Compensatory Discrimination”,pp110-112 in Rajeev Dhavan and Thomas Paul(eds),Nehru & Constitution,(New Delhi:Indian law Institute,1992),p117.

18. Verma,J.S “Leader Article:No need for Alarm”,Times of india,19th dec,2007.
19. Rai chowdhury, Payel, “judicial Activism and Human rights in india: a critical appraisal”,The international journal of human Rights,vol.15,Issue7,2010.
20. Writ petition(civil) no.494 of 2012, JusticeK.S puttaswamy v. Union of india & others, supremecourtofindia.nic.in/supremecourt,pp333-340, Judgement delivered on 24th august,2017.
21. Writ petition(civil)no.118 0f 2016, Shyara Bano v. Union of India & others, supremecourtofindia.nic.in/supremecourt,pp167, Judgement delivered on 22.08.17.
22. Ibid at pp168-169.
23. Reddy, G.B, “Judicial activism in India”,Gogia Law Agency,Hyderabad,2013, pp45-48.

# তৃতীয় অধ্যায়

## বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা ও জনস্বার্থ মামলা(PUBLIC INTEREST LITIGATION)

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার একটি সামাজিক বিপ্লব হিসেবে প্রথম অংশের জনস্বার্থ মামলার অর্থ বিকাশ ও দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বিতীয় অংশে জনস্বার্থের সাথে মানবাধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা ও জেন্ডার জুরিসপ্রুডেন্স এর বিভিন্ন ক্ষেত্র, বিচারবিভাগের স্বায়ত্ত অর্জন যা মামলার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে, তৃতীয় অংশে ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ ও সুশাসন এর নীতি হিসেবে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জনস্বার্থ মামলার গুরুত্ব দেখানো হয়েছে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বিচারক সক্রিয়তা বিভিন্ন মাত্রা চিহ্নিত করা হয়েছে।

### জনস্বার্থ মামলার অর্থ

সাম্প্রতিককালে সুপ্রিম কোর্টে কিছু উন্নয়নের ধারণা উত্তেজনাসৃষ্টি করেছে তাহল জনস্বার্থ মামলা। জনস্বার্থ মামলা হল সময় ও পরিস্থিতি ফসল। এটি কোন নির্দিষ্ট সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা থেকে আসেনি এবং এগুলো মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে বিকশিত হয়েছে। এবং এটি হলো একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ যেখানে সাধারণ জনগণ ও জনগণের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত। যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংসদ বা রাজ্য বিধানসভা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের প্রভাবিত সমস্যার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ বা শাসন বিভাগ ক্ষমতার অপব্যবহারকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত ,তখন জনস্বার্থ মামলা ব্যক্তির মৌলিক অধিকার রক্ষার পথপ্রদর্শক।প্রিম কোর্টে কিছু উন্নয়নের ধারণা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে তাহলে জনস্বার্থ মামলা।

জনস্বার্থ বিধান এখন একটি পর্যায়ে যেখানে সাধারণ মানুষের কাছে ভাষাটি বেমানান। দুই দশকের ইতিহাসে সংবিধানের পরিপুরকের কারণে ন্যায্য ও প্রতিক্রিয়াশীল বিচারব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। মেধা ভিত্তিক পরীক্ষা ও সবকিছুর জন্য বিচারক ও আইনজীবীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই পি.আই.এল এর কৃতিত্বর জন্য সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকদের কাছে যাওয়া উচিত যা পদ্ধতিগত উদ্বোধনের ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ লক্ষণীয়। এবং যা প্রচলিত আইনের দ্বারা মৌলিক। পি.আই. এলের পদক্ষেপগুলি যারা উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেছিল সেই সমস্ত আইনজীবীদের ও

ভূমিকা অনস্বীকার্য । জনস্বার্থ মামলা যখন থেকে বিচারকের কার্যকলাপের প্রকৃতির ওপর প্রতিফলন ঘটে তখন থেকে PIL এর উত্থান ও বৃদ্ধির আলোচনা অর্থবহ হল। সুপ্রিম কোর্টের PIL পদ্ধতির উদ্ভবের কারণ গুলির মধ্যে একটি ছিল আইনের শাসন রক্ষা এবং অন্যটি হলো সংবিধানে। এটা বোঝা গিয়েছিল যে জনগণ বিচার ব্যবস্থার সাথে এমন জায়গায় পৌঁছাতে পারে যে তারা আইনকে নিজের হাতে নিয়ে নেবে।**(1)**

জনস্বার্থ মামলাটি জনসাধারণের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণকে ক্ষমতা প্রদান করে। ভারতের দরিদ্র, অসহায় নিরক্ষর মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য PIL এর দাবি ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় প্রেক্ষিতে PIL কে সংজ্ঞায়িত করা সহজ নয়। এমন কিছু যা জনগণ, সম্প্রদায়ের কিছু বিশেষ স্বার্থ আছে যার মাধ্যমে তার আইনি অধিকার বা দায়িত্ববোধ প্রভাবিত হয়।

আশির দশকের আগেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ বিচারের জন্য আদালতের কাছে দ্বারস্থ হতে পারতো 1980 দশকের পরবর্তীকালে এবং জরুরি অবস্থার যুগের পরবর্তীকালে সর্বোচ্চ আদালত জনগণের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিল। এবং এটি একটি উদ্ভাবনী উপায় হিসেবে দেখেছিল যেখানে একজন ব্যক্তি বা নাগরিক সমাজ জনস্বার্থের প্রশ্নে মামলাগুলির আইনি প্রতিকারের জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারে। বিচারপতি পি.এন. ভগবতী ও বিচারপতি ভি.আর. কৃষ্ণ আয়ার ছিলেন প্রথম বিচারপতিগণ যারা PIL কে আদালতে মান্যতা দিয়েছিলেন। PIL এর ক্ষেত্রে মামলা রুজু করার প্রক্রিয়াটি আইনী মামলার মতো গুরুতর নয় এবং এরকম অনেক উদাহরণ আছে যেখানে আদালতকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠি ও টেলিগ্রামগুলো PIL হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এবং আদালত দ্বারা শুনানি হয়েছে। গত দুই দশকের সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অধিকার রক্ষার জন্য PIL সবচেয়ে শক্তিশালী সরঞ্জাম রূপে আবির্ভূত হয়েছে।**(2)**

একটি জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টে সরাসরি দায়ের করা যেতে পারে ।এক্ষেত্রে আবেদনকারীর মামলা রুজু করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর নিজস্ব কিছু আঘাতের প্রয়োজন হয় না। PIL হলো এমন পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। ইহা বিচারিক পদ্ধতিকে গণতান্ত্রিক করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

**সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলী অনুসারে, জনগণের যে কোন সদস্য যার জনস্বার্থের প্রতি আগ্রহ আছে সে নিম্নলিখিত যেকোনো কারণে PIL এর জন্য আবেদন করতে পারে:-**

- জনসংখ্যার একটি পশ্চাৎপদ শ্রেণির অংশের কোন ব্যক্তিগত আঘাতের কারণে আইনি ব্যবস্থার এক্সেস পাওয়া কঠিন।
- কোন ব্যক্তির কার্যকলাপ যদি জনগণের কাছে আঘাত হানার যথেষ্ট আগ্রহ বা কারণ থাকে।
- জনগণের দায়িত্ব লংঘন বা সংবিধান লঙ্ঘনের কারণে যদি আঘাত হানা হয়।
- এটি জাতীয় কর্তব্য কার্যকরী সাংবিধানিক আইন বা আইনি বিধানগুলির পালন করার কথা বলে।

পি.আই. এল একটি শক্তিশালী সুরক্ষা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এবং এটি অতীব সামাজিক সুবিধা প্রদান করেছে ।যেখানে নিপীড়িত নাগরিক সমস্যাগুলি উন্নত করার জন্য কার্যনির্বাহী কার্যক্রমে ব্যর্থতা আছে।

## জনস্বার্থ মামলার বিকাশ

**জনস্বার্থ মামলার বিকাশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাহায্য করেছে:-**

**1.** ভারতের একটি লিখিত সংবিধান আছে যা সংবিধানের তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকার এবং চতুর্থ অংশে রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি, রাষ্ট্রের ও নাগরিকদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে।

**2.** ভারতের কিছু প্রগতিশীল সমাজিক আইন আছে যার বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্তি রয়েছে।কোথায় এটা বন্ধকী শ্রম, ন্যূনতম মজুরি, কোথাও আবার land ceiling, পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি।এক্ষেত্রে আদালত নির্বাহী পরিষদকে সঠিকভাবে কাজ করার কথা বলেছে যেখানে দেশের আইন অনুযায়ী অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব তারা পালন করছে না।

**3**. সংবেদনশীল বিচারকরা ক্রমাগত নতুন কিছু করার জন্য দরিদ্রদের পাশে থাকেন ।সেই কারণে 1983 সালে বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা মামলায়(1983), সুপ্রিম কোর্ট প্রমানের বোঝা

respondent এর ওপর চাপিয়ে বলেন জোরপূর্বক শ্রমের প্রতিটি মামলা বন্ডেড labour এর মামলা হিসেবে গণ্য করতে হবে যতক্ষন না সেটি নিয়োগকর্তা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে।অনুরূপভাবে আশিয়াদ কর্মীদের রায়ে বিচারপতি পি.এন ভগবতী বলেন যে, ন্যূনতম মজুরির থেকে কম মজুরি পাওয়ার জন্য কেউ নিম্ন আদালত বা লেবার কমিশন এর কাছে না গিয়ে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারে।**(3)**

**4**.পি.আই. এল এর মামলাগুলোতে যেখানে আবেদনকারী সব সময় প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য প্রমাণ দেওয়ার মতো অবস্থায় থাকে না কারণ এই পদ্ধতিটি খুব দীর্ঘভাবে হয় এবং পার্টিরা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়। আদালতের বিচারক তখন কমিশনারকে তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং তার সামনে উপস্থাপন করার জন্য নিযুক্ত করেন।

## জনস্বার্থ মামলার দৃষ্টিভঙ্গি

1981 সালে S.p.Gupta বনাম Union of India (1981,SC 87) মামলায়**(4)** জনস্বার্থ মামলার ধারনা প্রকাশ করা হয়।

- **প্রকৃতিতে প্রতিরক্ষামূলক :-**পি আই এল এর প্রতিকার মূলক প্রথাটি ঐতিহ্যবাহী লোকাস স্ট্যান্ডির নিয়ম থেকে শুরু হয়েছে। এটা পরোক্ষভাবে সংবিধানের চতুর্থ ও তৃতীয় অংশে বর্ণিত নীতিমালাতে অন্তর্ভুক্ত।
- **প্রতিনিধি স্ট্যান্ডিং:-** স্থায়ী ভাবে গ্রহনযোগ্য ব্যতিক্রমের একটি সৃজনশীল সম্প্রসারণ হিসেবে দেখা যেতে পারে যা তৃতীয় পক্ষকে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন করার অনুমতি দেয়। যে আহত পার্টিটি আদালতের কাছে পৌঁছাতে পারে না।
- **অ-বৈষম্যমূলক মামলা:-** অ-বৈষম্যমূলক দায়বদ্ধতার দুটি দিক রয়েছে। যথা:-
  সহযোগী মামলায় প্রচেষ্টা সব পক্ষ থেকে আসে। আদালত, দাবিদার বা সরকারি কর্মকর্তার সহযোগে বৃহৎসংখ্যক মানুষের মানবাধিকারগুলো অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।
  তদন্তকারী মামলা এক্ষেত্রে রেজিস্টার,জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বিশেষজ্ঞের মন্তব্য, সংবাদপত্র ইত্যাদির রিপোর্ট কাজ করে।
- **লোকাস স্ট্যান্ডির কঠোর নিয়ম হ্রাস:-** লোকাস স্ট্যান্ডির নিয়ম হ্রাস করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করছে না এবং তার পি আই এল এর কার্যধারার মধ্যে যথেষ্ট স্বার্থ আছে। সে ক্ষেত্রে তার নিজস্ব লোকাস স্ট্যান্ডি থাকবে এবং সে আদালতের

দরবারে যেতে পারবে কিন্তু ব্যক্তিগত লাভ বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা কখনো তির্যক বিবেচনার জন্য যেতে পারবে না।

- **পত্রিকা সংক্রান্ত অধিপত্র:-** সুপ্রিম কোর্টের পাশাপাশি হাইকোর্ট জনসাধারণের কোন একটি সদস্যের চিঠিকে রিট পিটিশন এ রূপান্তরিত করতে পারে। এক্ষেত্রে আইনজীবী ছাড়া আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র ছাড়াও বিচারিক প্রতিকারের এক্সেস পাওয়া যায়।

জনস্বার্থ মামলা সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপুর্ণ উপকরন হিসেবে কাজ করেছে।এটি সমাজের প্রতিটি বিভাগের কল্যাণে কাজ করেছে। এটি ন্যায়বিচার গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ও উদ্যোগ।উল্লেখযোগ্য বিচার সমূহ:-

**জনস্বার্থ মামলা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কেস গুলিতে উল্লেখযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে:-**

- ❖ সুপ্রিম কোর্ট একজন আইনজীবীর লোকাস স্ট্যান্ডির অবস্থান গ্রহণ করেছে রিট পিটিশনকে মান্যতা দেবার জন্য এবং হুসানারা খাতুন(১) থেকে হুসানারা খাতুন(৬) বনাম বিহার রাজ্যের মামলায় **(5)** সংবিধানে 21 নম্বর ধারার 'জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার' অবিচ্ছেদ্য অংশরুপে দ্রুত বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

- ❖ নিলাবতী মেহরা বনাম ওড়িশা রাষ্ট্রের একটি মামলায় **(6)** আদালত সর্বজনীন আইনজীবীদের নীতি বিশ্লেষণ করে বলে যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের দায়ভার রাষ্ট্রের এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়ভার চরম এবং সার্বভৌম অনাক্রম্যতার কোন ব্যতিক্রম নেই।

- ❖ এম.সি. মেহতা বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় **(7)**, আবেদনকারী পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য সবসময় আদালত কর্তৃক জারি করা বার্তা ও নির্দেশাবলী সসম্পূর্ণ প্রচারের ক্ষেত্রে নির্দেশ দানের প্রার্থনা করে।

- ❖ বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায়, **(8)** সুপ্রিম কোর্ট বন্ডেড লেবারদের মুক্তির আদেশ দেন।জনস্বার্থ মামলা বন্ডেড লেবার বাতিল আইন(1976) কার্যকর করতে আদালত শ্রমিকদের দুর্দশার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

- ❖ দিলি ডোমেস্টিক ওয়ার্কিং ওমেন্স ফোরাম বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় **(9)** সুপ্রিম কোর্ট ধর্ষিত কর্মরত মহিলাদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন এর ক্ষেত্রে নির্দেশিকা জারি করে।

**জনস্বার্থ মামলা কিভাবে বিবেচিত হতে পারে ?** 1988 সালে সুপ্রিম কোর্ট পি. আই. এল কিভাবে বিবেচিত হতে পারে এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এর মধ্যে বন্ডেড লেবা,র অবহেলিত শিশু, তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আবেদন, এছাড়া পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় গুলি,ওষুধ ও খাদ্যের ক্ষয়ক্ষতি, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং জনস্বার্থের অন্যান্য বিষয়গুলির জনস্বার্থ মামলার অধীনে আনা যেতে পারে।

অন্য একটি বিজ্ঞপ্তিতে এমন বিষয় গুলির কথা উল্লেখ আছে যেগুলো PILহিসেবে বিবেচিত হয় না। যেমন- বাড়ির মালিক ও ভাড়াটে দ্বন্দ্ব, পরিষেবার বিষয়, চিকিৎসা এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি। প্রথম আবেদনটি PIL সেলে প্রদর্শিত হবে। এর পরে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন বিচারকের সামনে পেশ করা হয়।

একজন PIL আবেদনকারী যার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন সে আদালতে তা জানিয়ে আদালতের মনোযোগ এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং অনেক সময় ব্যক্তির নিজস্ব কোনো ঝুঁকি থাকেনা। এটা আশা করা যায় যে সে তার বক্তব্যের ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন করবে।এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে পরিচালনা করবে। সেই অর্থে আদালতে PIL করতে আসা ব্যক্তিরা তাদের মুক্ত ইচ্ছার আবেদন প্রত্যাহারের চেষ্টা করা উচিত নয়। কারণ আদালত বিচারের স্বার্থে বিষয়টি গ্রহণ করে আবেদনকারীর ইচ্ছার কথা নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। শিলা বার্শে যিনি একজন সাংবাদিক, তিনি শিশুদের কারাগারে থাকার বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে চিঠির মাধ্যমে পিটিশন প্রদান করেন।

বারবার স্থগিতাদেশের কারণে এবং মামলাটি ধীর অগ্রগতি এবং রাজ্য সরকারের উদাসীনতার জন্য তিনি হতাশ হয়ে মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করেন। আদালত তা অস্বীকার করে বলে, কার্যধারার কোন কিছু স্বেচ্ছামূলক কাজ হিসেবে আনা হয়, এখানে ব্যক্তির আবেদনকারী হিসেবে তার অধিকার জনস্বার্থ মামলায় বজায় রাখে এবং কার্যধারা মেনে তার delinking হবার পর কোন প্রকার proceedings আর কার্যকরী হয় না। ব্যক্তির এই ধরনের ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের জন আইন প্রতিকারের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

**সাংবিধানিক ভিত্তি:-** ভারতের সংবিধানে 21 নম্বর ধারার প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে যে ব্যাপক বিকাশ লাভ করেছে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে সংবিধানের মাধ্যমে। যেখানে সংবিধানের ধারায় বলা আছে- " কোন ব্যক্তি আইনের পদ্ধতি ছাড়া জীবনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না"। এ.কে গোপালন বনাম মাদ্রাস রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের 21 নম্বর ধারায় প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বলেছেন যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বঞ্চনা ও বঞ্চনার অর্থ হল সামগ্রিক স্বাধীনতার ক্ষতি।

মেনকা গান্ধী বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে আদালত 'deprivation of personal liberty' র পরিবেশকে সংশোধন করেছিল। আদালতের উদার দৃষ্টিভঙ্গি জীবনের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে ও জীবনের সমস্ত দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত করে যে অর্থ দেয় যা মানুষের জীবনকে অর্থপূর্ণ, সম্পূর্ণ ও মূল্যবান করে তোলে। জীবনের অধিকার যা একই সঙ্গে ঐতিহ্য ,সংস্কৃতি ও হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত।**(10)**

Shantistar builders বনাম Narayan kimalal Totame **(11)** এবং পুনরায় Subhas kumar বনাম State of Bihar মামলায়, **(12**) শালীন পরিবেশের অধিকারকে সংবিধানে 21 নম্বর ধারা অনুসারে জীবনের অধিকার এর পূর্বশর্ত হিসেবে বলা হয়েছে। সমগ্র অধিকারের পদ্ধতি হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগীয় arbiter হয়ে উঠেছে যা মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে। এটি একটি বিরাট দায়িত্ব যার মাধ্যমে আদালত আধুনিক সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে।

**বিচারকের ভূমিকা:-** জনস্বার্থ মামলার একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রাথমিকভাবে বিচারকের নেতৃত্বাধীন ও বিচারিক স্বীকৃত. একটি ঘনিষ্ঠ ভাবে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা সম্পর্কিত হাইকোর্টের বেঞ্চের অনেক বিচারপতি জনগণের দুর্দশা দূরীভুত করার জন্য বিচারিক ক্ষমতার শক্তি প্রয়োগের দাবি করেছেন। যদিও এটি বিচার ক্ষমতার সক্রিয়, বিস্ফোরক প্রয়োগ শুরু হয়েছে, জরুরি অবস্থার পরবর্তীকালে তাহলেও বিচারিক জনপ্রিয়তা জরুরি অবস্থার আগেও অনুষ্ঠিত হয়েছিল গোলকনাথ বনাম কেশবানন্দ ভারতী মামলার সিদ্ধান্তে। বিচারকদের মধ্যে PIL সংক্রান্ত বিরোধী মতবাদও রয়েছে এবং PIL এর কার্যক্রমকে অযৌক্তিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।এবং বিচারের সক্রিয়তা যা সংবিধানে উল্লেখিত নেই বা সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত নয় এবং যা ক্ষমতাকে বিভক্ত করেছে। যেখানে সামাজিক আদেশের মধ্যে সংবিধানিক ভারসাম্যহীনতা প্রতিকারের প্রচেষ্টায় আদালতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেখানে কিছু সমালোচক এটিকে দেখবেন যে, এর সাথে যুক্ত দোষটি খুব দীর্ঘ কারণ এটি নিজের বৈধ কর্তৃপক্ষের সুযোগে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে। জনগণের অভিযোগগুলি সামাজিক কর্মী গোষ্ঠীর মাধ্যমে অভিব্যক্তি খুঁজে পায়, যা আদালতকে ঘাটতি দূর করার জন্য একটি উপযুক্ত ফোরাম হিসেবে বিবেচনা করে।প্রকৃতপক্ষে, নাগরিকরা সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে রাজ্যের আইন পরিষদ ও শাসনবিভাগের আপিলের চেয়ে আদালতে আবেদন করা বেশি সুবিধাজনক বলে মনে করে।

তবে বিচারকগণ পি.আই. এল এর অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সতর্ক ছিলেন। Sheela Barse বনাম Union of Indian মামলায় **( 13)** বিচারপতি M.N. Venkatchalia বলেছেন – " নির্বাহী বিভাগের একটি সংশোধন বা আইন পরিষদের ভ্রান্তি সরানোর প্রক্রিয়ার দরুন আদালত খুব সহজেই একটি মানের নীতি তৈরি করে এবং যা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের চরিত্রগত দিকের সাথে জড়িত এবং প্রকৃতপক্ষে ঝুঁকি নেওয়া ভুল হচ্ছে।"

1974 সালে হাইকোর্টের বেঞ্চে কৃষ্ণ আয়ারের উচ্চস্থান বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। তিনি দৃঢ়ভাবে জোর দিয়ে বলেন,- আইন জনগণের জন্য নয় বরং আইনের জন্য মানুষ। তিনি 'সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠী" এবং 'সমাজের দুর্বল অংশের' জন্য বেঞ্চ ও বেঞ্চের বাইরে কল্পনাযজ্ঞ উপলভ্য ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ভারতীয় প্রজন্মের জন্য আদালতের বেঞ্চ

ও বারের পুনর্বিননাসের জন্য উপনিবেশিক ও বিচ্ছিন্নকরণমূলক আইনি প্রক্রিয়া ও বারের উপর আক্রমণ করেন। তিনি বিচারক ও আইনজীবীদের সংবেদনশীলতকে উন্নত করেছিলেন।

**জনস্বার্থ মামলার প্রথম কেস বিশ্লেষণ** :- S.p.Gupta বনাম Union of india:- এই মামলার( 14) রায় জনস্বার্থ মামলার charter হিসেবে গণ্য করা হয়। মুখ্য প্রশ্ন হল যখন মৌলিক অধিকার লংঘন হয় তখন কে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার অধিকারী? যিনি ক্ষতিগ্রস্থ নাকি ওই কষ্ট ভোগকারী ব্যাক্তির হয়ে অন্য কেউ আদালতে যেতে পারে?

**রুলিং**- লোকাস স্ট্যান্ডির সনাতনী ধারণা অনুসারে বিচার বিভাগের প্রতিকার শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যিনি আইনি আঘাত ভোগ করেছেন তা আইনি অধিকার লঙ্ঘনের মাধ্যমে হতে পারে অথবা সরকারি কর্তৃপক্ষের একটি পদক্ষেপ দ্বারা আইনগত সুরক্ষিত স্বার্থের জন্য হতে পারে। এটি সেই সময়ের ঘটনা যখন ব্যক্তিগত আইন আইনি ক্ষেত্রকে dominate করতো এবং জন আইন তখনও চালু হয়নি।

যেখানে কোন ব্যক্তি বা কোন নির্ধারিত শ্রেণীর ব্যক্তি সাংবিধানিক বা আইনি অধিকার লঙ্ঘনের মাধ্যমে আইনি আঘাত বা ভুল হয় বা আইনি কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব ছাড়া কোন ব্যক্তির উপর সাংবিধানিক লংঘনের বিধান বা আইনি লঙ্ঘনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং ব্যক্তি বা নির্ধারিত শ্রেণীর লোক অসুবিধাগ্রস্থ অবস্থানের কারণে আদালতের কাছে প্রতিকারের জন্য যেতে অক্ষম, তখন ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা কোনো শ্রেণীর সদস্য হয়ে যে কোন ব্যক্তি একটি চিঠির মাধ্যমে আদালতে উপযুক্ত নির্দেশের জন্য আবেদন করতে পারে।সংবিধানের 226 নম্বর ধারা অনুসারে, হাইকোর্টে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের জন্য আবেদন করা যাবে এবং সংবিধানের 32 নম্বর ধারা অনুসারে আইনি আঘাতের জন্য সুপ্রিম কোর্টে বিচারিক প্রতিকারের জন্য আবেদন করা যাবে।

এটা ঠিক যে আদালতকে পদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করতে হবে। কাজেই এই পদ্ধতি যেমন ভুলে গেলে চলবে না কিন্তু আবার একজন তুচ্ছ দাসীর বিচার ও বিচারের কারণ প্রযুক্তিগত নিয়ম দ্বারা যেন বাধা প্রাপ্ত না হয়। আদালত প্রযুক্তিগত নিয়ম বাদ দিয়ে জনসাধারণের চিঠিটি রিট পিটিশন হিসেবে বিবেচনা করবে এবং এতে কাজ করবে।

এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে ব্যক্তি বিচারের প্রতিকার পাওয়ার জন্য আদালতে আসে। তিনি বিশ্বস্তভাবে যথার্থতা প্রতিপাদন করছেন কিনা এবং সে যদি ব্যক্তিগত লাভ বা রাজনৈতিক লাভের জন্য অভিনয় করে থাকে সেক্ষেত্রে আদালতে তার পক্ষে সক্রিয়তা নীতি গ্রহণ করবে না। এবং তার আবেদনটি খারিজ করা হবে তা সম্বোধিত চিঠির আকারে হোক বা নিয়মিত রিট পিটিশনের আকারে হোক যা আদালতে দায়ের করা হয়েছে।

## বিচারিক সক্রিয়তার মাত্রা হিসেবে জনস্বার্থ মামালার সাথে পরিবেশ, জেন্ডার জুরিসপ্রুডেন্স ও মানবাধিকার এর ক্ষেত্র

**জনস্বার্থমামলাওপরিবেশ :-যে এলাকায় জনস্বার্থ মামলা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে তা হল পরিবেশ আইন। পরিবেশগত বাস্তুতান্ত্রিক অবনমন সম্পর্কিত কোর্টে বৃহৎ সংখ্যক সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য এম সি মেহেতা একজন আবেদনকারী ব্যক্তি ছিলেন। এই পরিবেশ সংক্রান্ত জনসংখ্যার বিষয়গুলি হলো –দিল্লির ফ্যাক্টরি থেকে অলিউম গ্যাস লিক, মথুরার তেল শোধনাগার থেকে তাজমহলের বিপদ, দিল্লীর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং দিল্লির ridge এলাকার অবক্ষয় প্রভৃতি।**

পরিবেশ মানব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নের শামিল হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও শিল্পায়নের দরুন তা আতঙ্কের চেহারা নিয়েছে। মানব জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিবেশের সুরক্ষা জরুরী। পরিবেশের ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার দেখার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

**গুরুত্বপূর্ণ মামলা বিশ্লেষণ**

- গোবিন্দ সিং বনাম শান্তি স্বরূপ (1978) সর্বপ্রথম মামলায় সুপ্রিম কোর্ট 133 নম্বর ধারার পরিধি পরীক্ষা করে সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট এর একটি আদেশে সীলমোহর দেন যেখানে একটি বেকারিতে বেকিং পদ্ধতির দরুন বায়ুদূষণ ঘটছিল যার ফলে বেকারির ওভেন ও চিমনি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের রায় থেকে এটা পরিষ্কার যে আবেদনকারীর বেকারির চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়া বেকারির সন্নিকটে কর্মরত মানুষজনের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিপদজনক। কাজেই চিমনি থেকে ধোঁয়া নির্গত করার কোনো যৌক্তিকতা আবেদনকারীর নেই। চিমনির গঠন কাঠামো ও ধোঁয়ার তীব্রতা পরীক্ষা করে পরিশেষে ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন যে, দূষিত পরিবেশ শুধু জনগণের ক্ষতিই করে না বরং চিমনির গঠনের মধ্য দিয়ে ভয়াবহ পরিণাম লুকিয়ে আছে। কাজেই এই চিমনি ও ওভেনের ব্যবহার হলো মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে খেলা।

এই মামলাটি হয়েছিল যখন দূষণমুক্ত উপাদান দেশে জনপ্রিয় হয়নি বর্তমান সময়ে যখন প্রচুর পরিমাণে পরিবেশবান্ধব উপাদানের মজুদ রয়েছে তখন আদালতের এই রায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।(15)

- Municipal council বনাম Vardhichad মামলার **(16)** রায় পরিবেশ রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে যেখানে সুপ্রিম কোর্ট লোকাল বডির দায়িত্ব চিহ্নিত করেছে ক্রিমিনাল পেনাল কোডের পাবলিক নুইসেন্স আইনের উন্নতির মাধ্যমে। তাদের স্থানীয় শাসন এর দায়িত্ব বলবৎ করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী যন্ত্র হিসেবে। Ratlam মিউনিসিপালিটির মানুষজন দীর্ঘদিন ধরে উন্মুক্ত নিকাশি ব্যবস্থার দুর্গন্ধ জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন এর কারণ হলো এলাকার বস্তি অঞ্চল থেকে রেচন পদার্থ রাস্তায় নিক্ষেপ এবং নোংরা আবর্জনা রাস্তায় ফেলার জন্য মানুষজন ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে যেতে বাধ্য হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে নির্দেশ আসে যে 6 মাসের মধ্যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও জনগণের জন্য শৌচাগার তৈরি করতে হবে মিউনিসিপালিটিকে। আদেশ মেনে চলার পরিবর্তে পৌরসভা এটিকে চ্যালেঞ্জ করে আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও প্রকল্পটি চালানোর জন্য অক্ষমতার কথা জানিয়ে যখন মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট এর কাছে নিয়ে আসে তখন আদালত জানায় যে জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও অর্থপ্রদানের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গঠিত একটি দায়িত্বশীল পৌর কাউন্সিল আর্থিক অযোগ্যতার প্রতিবাদ করে মূল দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। ডিসেন্সি ও মর্যাদা মানবাধিকারের কোন আলোচনার দিক নয় এবং এটি স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলোর উপর প্রথম দায়িত্ব। অনুরূপভাবে, ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে আড়ম্বরপূর্ণ করা নয় বরং মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট হলেই পৌরসভা তার অস্তিত্বকে সমর্থনযোগ্য করে তুলতে পারে।

Ratlam municipality মামলায় বিচারিক সক্রিয়তার ইতিহাসে সুপ্রিমকোর্টের সংবিধান কর্তৃপক্ষের তা নির্ধারণ করে আইনের শাসন এর মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার সুরক্ষিত করার লক্ষ্য করা গেছে পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে এমনকি বাজেটের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও জনগণের কাছে আইনি বাধ্যবাধকতা বাধ্যবাধকতার কারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নিতে হবে ।এই মামলার সিদ্ধান্তকে বিচার করে পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সংস্থাগুলিকে আবর্জনা অপসারণের জন্য এবং শহরগুলোকে পরিষ্কার রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছে।পরিবেশ বিষয়ক রাজ্য সরকারের দপ্তর যেন স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সরাসরি দায়িত্ব প্রদান করে। যেমন– বিপদজনক শিল্প শনাক্তকরন, শিল্প বন্ধ বা স্থানান্তরের নোটিশ দেওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে এইসব কার্যাবলীর মাধ্যমেই আদালত স্থানীয় সংস্থাগুলিকে গতিশীল, স্বাধীন ভূমিকা অর্পণ করেছে। **(17)**

- Dr.Ram Raj Singh বনাম Babulal মামলায়,**(18)** এলাহাবাদ উচ্চ আদালত আইনে বর্ণিত বিপদসূচক সীমারেখা চিহ্নিত করেছে। 1984 সালের ডিসেম্বর মাসে মধ্যপ্রদেশের ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেডের মালিকানাধীন এ ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নির্মিত দুর্যোগটির সাক্ষী ছিল। মিথাইল আইসোসায়ানেট একটি অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস লিক করার দরুন হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে। যারা বেশিরভাগ কারখানার নিকটবর্তী এলাকার বস্তিবাসী। জনবহুল এলাকাটি প্রাণঘাতী বিষাক্ত গ্যাসে ভরে গিয়েছিল এবং শারীরিক আঘাতের শিকার হয়েছিল। ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড একটি আমেরিকান কোম্পানি দ্বারা ভারতে অন্তর্ভুক্ত।ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি পরিবেশ রক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় সংসদ 1986 সালের পরিবেশ সুরক্ষা আইন পাশ করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিবেশ রক্ষা ও উন্নত করার ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

- M.c.Mehta বনাম Union of India মামলায়,**(19)** আদালত কানপুরের কাছাকাছি জম্মুতে ট্যানারি শিল্প বন্ধের নির্দেশ দেয় যতক্ষণ না পর্যন্ত সেখানে চিকিৎসার প্লান্টগুলি গুলি তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে ।

- T. Damodhar Rao বনাম S.O Municipal corporation মামলায়,**(20)** আদালত একটি পিটিশন এর আবেদনের ভিত্তিতে রায়ে বলে যে, একটি বিনোদনমূলক এর জন্য বরাদ্দ জমিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ঘর নির্মাণ নিষিদ্ধ।

- জনগণের উদ্বেগের ইতিহাসে গঙ্গা নদীর দূষণ মামলাটির রায়ে ভারতের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা নদীতে শিল্পজাত দূষন নির্গমনের জন্য এবং নদীতে মানুষের নির্গমনের জন্য দূষন ঘটছিল। এছাড়া কাশিতে নদীর জলে মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হচ্ছে এই বিশ্বাসে যে কাশি হোল পবিত্র স্থান এবং সেখানে মৃতদেহ নিক্ষেপ করলে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব হবে। এর পরিপেক্ষিতে আবেদনকারী ভারতীয় ইউনিয়ন তথা কানপুর পৌরসভার বিরুদ্ধে জনগণের উদ্বেগ অপসারণের জন্য সংবিধানের 32 নম্বর ধারায় সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন।এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জনসাধারণের অসুবিধার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয় এবং এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আবেদনকারীর প্রশংসা করা হয়।**(21)**

- একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা হল তাজ ট্রাপিজিয়াম(TTZ) মামলা **(22)** যা ঐতিহাসিক স্তম্ভ তাজমহল কে সুরক্ষিত করার জন্য দায়ের করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য হল টি টি জেড অঞ্চলে কার্বন ও কোকযুক্ত শিল্পের নির্গমন থেকে ভারতের ঐতিহাসিক স্মৃতি স্তম্ভকে রক্ষা করা। আদালত বলে যে ,সম্ভাব্য দূষণকারী হিসেবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড কর্তৃক শিল্পগুলোকে শনাক্ত করে শিল্পে জ্বালানি হিসেবে তাদের প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিবর্তন করতে হবে এবং টি টি জেড অঞ্চলে তাদের কাজ করা বন্ধ করতে হবে এবং demarcated অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময় বিকল্প প্ল্যান্টগুলিতে তাদের জায়গা দেওয়া হবে।

চুক্তি, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো সংশোধনী আইনের দ্বারা ভূমি আইনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।তাজ মামলার সিদ্ধান্তটি বিচারব্যবস্থার অংশরূপে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রণয়ন করা হয়।

সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে পরিবেশগত সচেতনতা ও সাহিত্যের পাশাপাশি পরিবেশগত শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল অল ইন্ডিয়া রেডিও ও দূরদর্শন কে নির্দেশ দানের মাধ্যমে আদালত পরিবেশ ইস্যুগুলোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলেছিল। এক্ষেত্রে প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার কথা বলা আছে।

এই মামলাগুলোর দীর্ঘতর লাইন ধরে, পরবর্তীকালে পরিবেশগতভাবে দুর্বল উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের শিল্প নিয়ন্ত্রণ করা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড মারফত দিল্লিতে সিএনজির ব্যবহারের মাধ্যমে যানবাহনের দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বহু পুরনো যানবাহনের বিলোপ ঘটানো, যমুনা নদীকে রক্ষা করা, কঠিন বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণ এবং শহরাঞ্চল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, ধর্মীয় প্রচারে এমপ্লিফায়ার এর  ব্যবহার নিষিদ্ধ করা যা বয়স্ক, শিশু ও শিক্ষার্থীদের অসুবিধা সৃষ্টি করে, নদীতে হোস্টেল নির্মাণের ক্ষেত্রে বাস্তুতান্ত্রিক ও পরিবেশগত ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা, ব্যাঙ্গালোরে cubbanউদ্যান সুরক্ষা করা, বনভূমি সংরক্ষণের মাধ্যমে নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে ভর্তির নির্দেশ প্রদান, মাংস রপ্তানি নীতি প্রবর্তন এর ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত কারণ প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশগত বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।পরিবেশগত বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন এ আদালত বিভিন্ন common law নীতি ও সময় সাপেক্ষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মতবাদ গ্রহণ করেছে যা ভারতীয় পরিবেশ আইন এর সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে।**(23)**

গত দুই দশক ধরে ভারতীয় পরিবেশের দ্রুত অবনতি ঘটেছে। আইন নিরস্ত্র বা  অব্যবস্থাপক হিসেবে রয়ে গেছে। এই অবস্থায় পরিবেশগত কার্যক্রম এবং এনজিও উপযুক্ত প্রতিকারের জন্য কোর্ট এর কাছে আসে এবং কোর্টের হস্তক্ষেপ মনে করিয়ে দেয় যার ফলস্বরূপ কার্যসম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষের সংবিধানবদ্ধ দায়বদ্ধতার বাস্তবায়ন ঘটে পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে। পরিবেশগত বিরোধগুলির সমাধানের জন্য বিচারিক হস্তক্ষেপের এই  প্রক্রিয়া বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা হিসেবে দেখা যায়।**(24)** বিচার বিভাগের নিজস্ব পরিধি ও অধিক্ষেত্রের বিস্তৃতি বোঝায়, স্বাভাবিক ভাবেই নিজেদের domain এর মধ্যে থাকা বোঝায় না।বিচার বিভাগ তাই আদালতের রায় নির্বাহী কর্মের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী জারি করা ছাড়াও কখনো কখনো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অগ্রগতি দেখে যা 'continuing mandamus' নামে  পরিচিত।

ভারতীয় বিচারব্যবস্থার গবেষণা থেকে জানা যায়, সুপ্রিম কোর্ট পরিবেশ রক্ষার প্রতি ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।এবং সরকারের রাজনৈতিক বাধ্যতামূলক কারণে এটি বাস্তবায়নের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে। পরিবেশ সংক্রান্ত মামলার কারণে আদালতে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য বিচারিক সৃজনশীলতার অধীনে সৃজনশীল কারণ এর দ্রুত প্রয়োগের প্রয়োজন যার জন্য জীবন ও জীবনের অধিকারের সুরক্ষা প্রয়োজন বাস্তব স্বাস্থ্যকর অবস্থায়।

## জনস্বার্থ মামলা এবং জেন্ডার জুরিসপ্রুডেন্স :-

### 1.দিল্লি ডোমেস্টিক ওয়ার্কিং উইমেন্স ফোরাম বনাম ভারত ইউনিয়ন (1995) :-

চারজন গাহস্থ্য কর্মচারী যারা 7 জন সেনা কর্মকর্তা দ্বারা অশ্লীল যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এবং তাদের মর্মান্তিক দুর্দশার কথা জানিয়ে দিল্লি ডোমেস্টিক ওয়ার্কিং ওমেন ফোরাম সংবিধানের 32 নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট এর কাছে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের পিটিশন দাখিল করে।

সুপ্রিম কোর্টে এক্ষেত্রে জাতীয় কমিশন ফর উইমেনকে ধর্ষণের দুর্ভাগ্যজনক শিকারের অশ্রু মুছে ফেলার জন্য একটি প্রকল্প গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের মতে, রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি গুলি বিবেচনা করা হয়েছে সংবিধানের 38(1) নম্বর ধারায় এবং মানসিক যন্ত্রণা ও আর্থিক ক্ষতির ক্ষেত্রে ইঞ্জুরিজ কম্পেন্সেশন বোর্ড গঠন করার কথা বলা হয়েছিল।

আদালত নির্দেশ দেয় যে,অপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য এবং ক্ষতিপূরণ নির্ভর করবে বোর্ড এর দ্বারা অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হয়েছে কিনা। এই ধরনের ঘটনার ফলে বোর্ড বেদনা কষ্ট এবং সেইসঙ্গে গর্ভবস্থার কারণে কর্মহীন হওয়া এবং শিশুর জন্মের খরচ বিবেচনা করবে।

মাননীয় আদালতের উর্ধগামী নির্দেশকে কার্যকর করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী কমিশন 1995 সালের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি খসড়া প্রকল্প পাঠিয়েছিল তারপরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের চেয়ারম্যান এর অধীনে সচিব কমিটি নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী দেয়:-
ধর্ষণের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য নারীর জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং এই প্রকল্পটির অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

এই প্রকল্পের জন্য বাজেট প্রয়োজনীয়তা গুলির বিধান যা অনুদান হিসেবে রাজ্যগুলোতে হস্তান্তর করা হবে।

ক্রিমিনাল ইনজুরিশ কম্পেনসশন বোর্ড রাজ্য সরকার কর্তৃক অর্পিত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং এই বিষয়ে গৃহীত অভিযোগে অংশ নিচ্ছে।

জাতীয় কমিশন কর্তৃক প্রকল্পটির নিরীক্ষণ।**(25)**

**মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকার আলোকে নতুন করে স্কিম পুনর্গঠন করেছে নির্দেশিকার আলোকে। সেই সাথে ধর্ষণের শিকার যে সকল তাদের চাহিদার নিজস্ব মূল্যায়ণ কর্তৃক প্রদত্ত পরিমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে:-**

- ধর্ষণের শিকার তোর জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনার জন্য এই প্রকল্পটি 2005 সালের ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনার জন্য এই প্রকল্পটির বলা যেতে পারে।
- প্রকল্প সমগ্র ভারতের জন্য প্রযোজ্য হবে।
- প্রকল্পটি এমন সব ক্ষেত্রে আচ্ছাদিত হবে যেখানে এমন যিনি ধর্ষণের শিকার হন তিনি বা তার পক্ষ থেকে কেউ ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।
- ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 375 এ বর্ণিত ধর্ষণের অর্থ একই থাকবে।
- বোর্ড এই দাবির অধীনে বিবেচিত পদ্ধতি অনুসারে ধর্ষণের সকল মামলার ক্ষেত্রে আর্থিক দমন এবং পুনর্বাসনের দাবি বিবেচনা করবে।

**2. গৌরভ জৈন বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (1997):-**

এক্ষেত্রে পতিতাবৃত্তি পেশার শিশুদের জন্য পৃথক এবং হোস্টেলের জন্য একটি রিট দায়ের করার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। এবং উত্তর দাতার পক্ষ থেকে এটা যুক্তি ছিল, যে তারা আসলে পতিতাবৃত্তির অবাঞ্ছিত সন্তান তাই শিশুদের ও সমাজের স্বার্থে তারা তাদের মায়েদের থেকে আলাদা করে সমাজের অংশ রূপে অন্যদের সাথে মিশে যাওয়ার অনুমতি পাবে। এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল চারজন অ্যাডভোকেট ও তিন জন সমাজকর্মী নিয়ে।

এতে বলা হয়েছিল যে পতিতাবৃত্তি পেশার শিশুদের নরকে তথা পতিতাদের বাড়িগুলির অবাঞ্ছিত পরিবেশে বাস করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।কারণ এতে বিশেষ করে অল্প বয়সী মেয়েদের

যাদের দেহ ও মনের বয়স বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের মায়েদের পেশাতে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে অপব্যবহারের সম্ভবনা রয়েছে।

পতিতাবৃত্তি শিশুদের জন্য পৃথক হোস্টেল ও বাসস্থানের জন্য পর্যাপ্ত হোটেল ও সংস্কারমূলক ঘর আছে। কাজেই দরকার মায়েদের থেকে তাদের সনাক্ত করণের মাধ্যমে শিশুদের পৃথকীকরণের ব্যবস্থা করা। এই দৃষ্টিতে, নির্দেশের একটি সেটের রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করার পরিবর্তে কোর্ট শ্রী ভি ভি মহাজন, আর.কে.জৈন সিনিয়র এডভোকেট এম শ্রফ ও সহকারী অ্যাডভোকেট সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি নির্বাচন করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কমিটিকে প্রস্তাব জমা দিতে বলে। নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবেদন জমা দেওয়াও হয়। আর্গুমেন্ট শোনা হয় এবং বিচার সংরক্ষণ রাখা হয় এবং পরে ইহা বিচার থেকে মুক্ত হয়। **(26)**

**যে প্রশ্নগুলি উঠে আসে :- এখন প্রাথমিক প্রশ্ন হল এই পতিতা নারীর ছেলে মেয়েদের অধিকার গুলো কি কি? তাদের মায়েদের থেকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে জীবনের মূল স্রোতে আনতে সুরক্ষা ও পুনর্বাসন এর দায়িত্ব কে নেবে ?এই পতিতাবৃত্তি নির্মূল করার কি স্কিম আছে? এবং ক্ষতিগ্রস্ত পতিতাদের পুষ্টি সাধনের জন্য কি কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে?**

উত্তরে বলা যায়- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো পতিত নারীদের সন্তানদের অবহেলিত শিশু হিসেবে শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। তাদের মায়েদের শিশুদের জীবনের মূল স্রোতে আনার ক্ষেত্রে বৈধ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। যা দরকার তা হলো কার্যকরী সমন্বয় ব্যবস্থা যা সরকারি সংস্থার দ্বারা পাওয়া সম্ভব। এনজিওগুলোর মাধ্যমে পতিতরা বা তাদের শিশুরা সমাজের মূলস্রোতে আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক হিসেবে পুনর্বাসিত হয়েছে।

এরপর কমিটি শিশুর উন্নয়নের ও দেখাশোনার ক্ষেত্রে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে যে ব্যবস্থাগুলি প্রয়োজনীয়তা গুলি জাহির করা হয় তা হলো:-

শিশু উন্নয়ন ও কেয়ার সেন্টার গুলির লাল আলো এলাকার আশেপাশে বা অন্য কোন এলাকার আশে পাশে অবস্থিত থাকা উচিত যাতে পতিতাবৃত্তি নারীদের সান্নিধ্যে থাকে।

এই কেন্দ্রগুলো সরকারি তহবিলে স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত যা কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয়পর্যায়ে উপদেষ্টা ও মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে হবে।

**উদ্দেশ্য:-**

1. প্রকল্প সুদের সামাজিক ভাবে উৎপাদনশীল মানুষ তৈরি করবে ও তাদের জন্য কল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক পরিষেবা প্রদান করবে।
2. আবাসনের ব্যবস্থা আশপাশ থেকে দূরে উপযুক্ত জায়গায় করতে হবে।
3. মায়ের কাছে তাদের সন্তানদের পৌঁছানোর চেষ্টা করা হবে এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবন, তাদের পেশাগত জীবন ও তাদের সন্তান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তাদের পরামর্শ দেয়া হবে।
4. বিশেষ করে উচ্চ বয়সের জন্য ন্যায়পরায়ন হওয়ার শিক্ষা পরিচালনা করা হবে।
5. সন্তানের যত্ন উন্নয়নের লক্ষ্য রেখে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রদান করা হবে:-
   - প্রাক-র্বিদ্যালয় শিক্ষা
   - কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা
   - স্বাস্থ্যসেবার
   - চিত্তবিনোদন

   অর্থাৎ এক্ষেত্রে আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যা জনস্বার্থ মামলার মাধ্যমে হয়েছে।

**3. সমকামিতার অধিকার Navtej Singh Johar & others v. Union of India):-2018**

সমকামিতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে মনে করা ভারতীয় দণ্ডবিধির 377 নম্বর ধারা বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।দীপক মিশ্রের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ বলে দিয়েছে, 377 ধারা আইনগত ভাবে খারাপ নাগরিকদের যৌনাচার ব্যক্তিগত বিষয় যৌন অভ্যাস এর জন্য যদি দেশের কোন নাগরিকের সামাজিক পরিচিতির সুরক্ষা বিঘ্নিত হয় তা হাড় হিমকরার ঘটনা।

1860 সালে ভারত ব্রিটিশ শাসনকালে সমকামিতাকে প্রথম আইনগত ভাবে অবৈধ ঘোষণা করে। 1947 সালে ভারত স্বাধীন হলে এই আইন বলবৎ ও কার্যকর থাকে। এই আইনের ভারতীয় দণ্ডবিধির 377 ধারায় বলা হয় এক প্রকার অপ্রাকৃতিক যৌন সঙ্গম এবং এ কারণে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। 23 শে ফেব্রুয়ারি 2012 সালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয় যে ভারত সরকার সমকামকে বৈধ করার বিরুদ্ধে কারণ সমকাম ভারতের সমাজের অনৈতিক হিসেবে বিবেচিত।অন্যদিকে,সমতার অধিকারী কর্মীরা বলেছেন ,দেশে সমকামী ও তৃতীয় লিঙ্গের

হয়রানি করতেই আইনটি ব্যবহার করা হয়েছে। এইধরনের আইনের মাধ্যমে যৌনতার ভিত্তিতে বৈষম্য করা হয়েছে।

বিচারপতি দীপক মিশ্রর রায়ে বলেন,

স্বাধীনতার মাধ্যমে স্বতন্ত্র পছন্দের প্রতি সম্মান 377 এর অধীনে যৌন সম্পর্কের অপরাধকে অযৌক্তিক, অনির্ধারিত করে তুলবে ।

আমাদের সংবিধান পরিকল্পনা এর অধীনে কোন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে সাংবিধানিক অধিকারের বঞ্চনা ভোগ করতে হবে না কারণ তারা বহুজাতিক জীবনকে অনুসরণ করে না।

আমরা দেখি আইপিসি 377 এর অধীনে এলজিবিটি সম্প্রদায়সহ প্রাপ্তবয়স্কদের ব্যক্তিগত কাজ গুলি শুধুমাত্র সম্মতিশীল নয় বরং নির্দোষপূর্ণ যা জনগণের আদেশে বাধা সৃষ্টি করে না এবং নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকারক নয়।

এলজিবিটি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে স্নেহের যেকোনো প্রদর্শনী জনসাধারণ্যে তাদের সহযোগীর পক্ষে যতক্ষণনা অযৌক্তিক বা জনসাধারণের আদেশকে বিরক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা বঞ্চিত করা যাবে না।

আইপিসি 377 ধারা অনুপানিকতার মানদণ্ড পূর্ণ করে না এবং যৌনসংগীকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার লংঘন করে। ইহা অযৌক্তিকতার চরিত্রটিকে অনুমান করে কারণ এলজিবিটি সম্প্রদায়কে একত্রিত করা, শোষণ করা এবং হয়রানি করার জন্য সংখ্যাগরিষ্টের হাতে অস্ত্র রয়েছে।

এক ধরনের অপরাধমূলক ভয় তাদের জীবনকে ম্লান করে তোলে এবং তারা ক্রমাগত সামাজিক কুসংস্কার এর সম্মুখীন হয়েছে কাজেই প্রাচীন আইন সাংবিধানিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সাংবিধানিক নৈতিকতার ভিত্তি সমাজের মধ্যে যে বৈচিত্রকে স্বীকৃতি দেয় তার উপর নির্ভর করে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের জন্য সামাজিক নৈতিকতার আচ্ছাদন ব্যবহার করা যাবে না। ব্যক্তির যৌন অভিজননের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য স্বাধীনতার মত প্রকাশের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করবে। অর্থাৎ 377 ধারায় বলা হয়, সম্মিলিত যৌনক্রিয়াকলাপ নারীদের জন্য ক্ষতিকারক নয় কিন্তু LGBT দের জন্য ক্ষতিকারক লক্ষবস্তু হিসেবে গণ্য করার জন্য যা সংবিধানের 14 নম্বর অনুচ্ছেদ সমতার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। **(27)**

বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে 377 এর বৈধতা আদালতের প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করবে। এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই। যৌন সংখ্যালঘুদের ভারতীয় নাগরিকরা অপেক্ষা করেছিল, তাদের ব্রিটিশদের শাসন থেকে মুক্ত করলেও তাদের মৌলিক স্বাধীনতা উপনিবেশিক আইনের অধীনে আটকে রাখা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে তারা বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল।**(28)**

কাজেই প্রত্যেক মানুষের মর্যাদার সাথে বসবাস করার অধিকার আছে এবং এটা নাগরিকদের সমান নাগরিকত্ব মূল্য বুঝতে সাহায্য করে। কাজেই সিদ্ধান্ত সংবিধান রূপায়ণের শক্তির সাথে কথা বলবে। সমাজের রূপান্তরের জন্য সংবিধান সব নাগরিককে ন্যায়, মানবিক ও সহানুভূতিশীল অস্তিত্বের মান নিশ্চিত করে দেয়।

যৌনতার এমন কিছু হিসেবে বিবেচিত হবে না যা রাষ্ট্রকে কেবল কঠোর, বৈবাহিক, প্রয়োজনমূলক যৌনতারূপে বৈধতা দেওয়ার বিশেষ অধিকার দিয়েছে। যৌনতা অবশ্যই মৌলিক অভিজ্ঞতা হিসেবে বিবেচিত হবে, যার মাধ্যমে জীবনের অর্থ সংজ্ঞায়িত হবে। এবং জীবনের উপায় হিসেবে সংকীর্ণ ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। কাজেই ঐতিহাসিক ভুলগুলো ঠিক করা কঠিন হলেও ভবিষ্যতের জন্য তা ঠিক করতে হবে।

বিচারপতি রোহীনটন এর মতে, যখন গোপনীয়তার স্বার্থগুলি আসে এবং রাষ্ট্রের বিদ্যমান আইন কার্যকর করার কোনো বাধ্যতামূলক কারণ থাকে না, যা একই লিঙ্গের দম্পতিদের দণ্ড দেয় এবং যা অন্যদের কোনো ক্ষতি করে না। এটা পরিষ্কার যে এক্ষেত্রে সংবিধানের 14,15, 19 ও 21 নম্বর ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে রাষ্ট্রের কোনো বৈধ যুক্তি ছাড়াই। **(29)**

বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা বলেন, 377 ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত এলাকা প্রভাবিত করে। এটি এলজিবিটি ব্যক্তিদের যৌন অভিযোজনগুলি সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্তগত স্বায়ত্বশাসন গ্রহণ করে। যৌন অভিযোজন অপরিবর্তনীয় কারণ এটি একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং এটি পরিবর্তন করা যাবে না।

অর্থাৎ রায়ের মাধ্যমে সমকামী ব্যক্তিদের মর্যাদার সাথে বসবাস করার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে ও গোষ্ঠীগুলি সমান আইনি সুরক্ষার অধিকারী । টেলিভিশন, রেডিওও প্রিন্ট মিডিয়ার

মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং পরিবারের অন্তর্গত পর্যবেক্ষণের আলোকে সকল ব্যক্তির সরকারি কর্মকর্তাদের সহিত এবং বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা এবং ভারতীয় union ও ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সংবেদনশীলতা ও সচেতনতার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এ ব্যাপারে।

**জনস্বার্থ মামলা ও মানবাধিকার :-**

**মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বিচারের সক্রিয়তা বিচারের আওতায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সহজলভ্য হয়েছে ।এটি আদালতের সক্রিয় ভূমিকা হিসেবে উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলিতে উদাহরণস্বরূপ- পুলিশের নির্বিচারে গ্রেফতার, custodian সহিংসা এবং অতিরিক্ত বিচারিক হত্যাকাণ্ড, কারাগারে বন্দীদের অবস্থা, হেফাজতকারী সংস্থা হিসেবে শিশুদের ঘরবাড়ি, মহিলাদের ঘর, মানসিক আশ্রয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করা। এনকাউন্টার হত্যাকাণ্ড সহ অন্যান্য পুলিশি অ্যাক্টিভিজিম গুলোর অপরাধের শিকার সেই সব মেয়েদের সম্মান রক্ষার অধিকার প্রদান, মন্দিরে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে মহিলাদের ধর্মের অধিকার সুনিশ্চিত করা।**

জনস্বার্থ মামলার প্রথমদিকে আদালত বন্দিদের অধিকার এবং কারাগারের অবস্থা দিকে নজর দিয়েছিল। নাগরিকদের বিস্তৃত ক্রস সেকশন থেকে পোস্টকার্ড, চিঠি, পত্রিকার নিবন্ধ, প্রেস রিপোর্ট, তথা আইনজীবী ও সাংবাদিকদের রিপোর্টগুলো কারাগারের অমানবিক অবস্থা আদালতে তুলে ধরার ক্ষেত্রে রিট পিটিশন হিসেবে কাজ করেছে। আদালত 32 নম্বর ধারা অনুসারে পিটিশনটি গ্রহন করার পর ঘটনাটি শুনবে। তারপর রাজ্য সরকারের সংস্থাকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেশ করার নির্দেশ দেবে এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর আদালত ঘটনাটি দেখভাল করার জন্য একজন কমিশনার নিয়োগ করবে ।একবার যদি নিশ্চিত হওয়া যায় বিষয়টিতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে তাহলে আদালত একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তার নির্দেশাবলীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের উপর mandamus জারি করবে। এর মধ্যে অবৈধভাবে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটনায় ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া, মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দেওয়ার সুযোগ আদালত দেয়।**(30)**

- বন্দীদের অধিকার সম্পর্কে প্রথম পি.আই.এল হুসানারা খাতুন বনাম বিহার মামলায়, আদালতের মনোযোগের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। যাদের আটক করা হয়েছিল তাদের অবিশ্বাস্য পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে। যাদের আটক করা হয়েছিল তাদের সর্বোচ্চ শাস্তির মাত্রা অতিক্রম করে গিয়েছিল এবং বিচার প্রক্রিয়াটি মুলতবি ছিল ।আদালত মূল বিষয়ে দ্রুত বিচার করার আদেশ দেয় এবং জেনারেল রিলিজ এর ব্যাপারে আদেশ দেন যাদের সর্বাধিক সময়সীমার পরেও আটক করে রাখা হয়েছিল।

- ডি কে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মামলায় আদালত লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস এর চেয়ারম্যান এর চিঠির ভিত্তিতে রিট পিটিশন গ্রহণ করে যা পশ্চিমবঙ্গে বারংবার মৃত্যুর ঘটনার প্রতি আদালত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। আদালত ব্যক্তির ওপর পুলিশের বৃত্তি অনুসরণ করে প্রচার শুরু করে যেখানে বলা হয় যে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে পুলিশের একটি বৈধ অধিকার রয়েছে অপরাধীদের arrest করার ক্ষেত্রে।আইন কখনোই থার্ড ডিগ্রি বা অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর নির্যাতনের অনুমতি দেয় না শেষ কথা মনে ন্যায্যতা এবং কোন সমাজ এই আচরন প্রশ্রয় দেয় না ।আদালত আরো বলে যে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আত্মীয়কে গ্রেপ্তারের ঘটনাটি অবিলম্বে জানানো উচিত এবং পুলিশ স্টেশনে অবশ্যই বন্দিকে মৌলিক অধিকার গুলি প্রদর্শন করতে দিতে হবে। আদালতে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে নির্দেশ না মেনে চলার ব্যর্থতা আদালত অবমাননার শাস্তি হবে ।

- পাঞ্জাব রাজ্যের জঙ্গিবাদের তারা বিগত বছরগুলোতে এনকাউন্টার এর ঘটনা ঘটছিল যা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিল, 1991 সালের সুপ্রিম কোর্ট pilibhit এ encounter এ হত্যা সমন্বিত তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দেয়। এসময়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে আইনজীবীদের হত্যার ঘটনায় দুটি PIL গঠিত হয় এবং এর ফলে আদালত cbi তদন্তের নির্দেশ দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেয়। আরেকটি PIL এ cbi এর রিপোর্ট এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে 17 জন পুলিশ কর্মী মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল।এবং আদালত নির্যাতিতার পরিবারের অভিভাবকদের দুলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলো।**(31)**

**গুরুত্বপূর্ণ মামলা বিশ্লেষণ:-**

**1.Peoples union for democratic Rights and others vs Union of India and others :-**গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত জনসাধারণের এক সংস্থা হলে ডেমোক্রেটিক রাইট ইউনিয়ন ।এই উদ্দেশ্যে 3 জন সামাজিক বিজ্ঞানীকে নিয়োগ করা হয় তদন্ত করে দেখার জন্য বিভিন্ন আসাদ প্রকল্পের জড়িত শ্রমিকরা কোন পরিস্থিতিতে কাজ করে? ব্যক্তিগত তদন্ত ও গবেষণা পরেই 3 জন সামাজিক বিজ্ঞানীদের তৈরি প্রতিবেদন এর উপর ভিত্তি করে আবেদনকারী মাননীয় বিচারপতিকে একটি চিঠি উদ্দেশ্য করে উত্তরদাতা বা তাদের এজেন্ট দ্বারা বিভিন্ন শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে আক্রান্ত শ্রমিকদের সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে নির্দেশনার জন্য সুপ্রীমকোর্ট আদালতের বিচার বিভাগের মাধ্যমে এটিকে রিট পিটিশন হিসেবে গ্রহণ করে।

**পিটিশনের অভিযোগগুলি নিম্নরূপ ছিল:-**

1.বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যাতে বিভিন্ন প্রকল্প গুলির নির্বাহী দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের নিয়োগ করার জন্য ঠিকাদার যারা জড়িত ছিল তাদের জমাদার এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হচ্ছিল। এবং যারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষ করে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশে,ও উড়িষ্যা থেকে তাদের আনা হয়েছিল এবং এই জমাদারের মাধ্যমে প্রতি কর্মীকে 9.25 টাকা হত ও শ্রমিকরা সরাসরি মজুরি পেত না জমাদারদের প্রতি শ্রমিক পিছু 1 টাকা কমিশন দেয়ার পর বাকিটা তারা পেত যা নূন্যতম মজুরি আইন লঙ্ঘন করে

2.সম কাজে সম বেতন আইন (1976) লঙ্ঘন করা হয়েছিল কারণ মহিলারা প্রতিদিন 71 টাকা পেতেন এবং বাকি টাকা জমাদারদের হাতে যেত।

3. সংবিধানের 324 নম্বর ধরা লঙ্ঘন করা হয়েছিল কারণ 14 বছরের কম বয়সী শিশুরা বিভিন্ন প্রকল্পর নির্মাণ কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল।

4.চুক্তি আইন (রেগুলেশন ও বিলুপ্তি)1970 এর বিধান লংঘন করে যার ফলে শ্রমিকদের বঞ্চিত ও শোষণ এবং আইনের অধীনে যথাযথ জীবনযাত্রা অধিকার এবং চিকিৎসা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অধিকার অস্বীকার করা হয়।

5. আন্তঃরাজ্য অভিবাসী শ্রমিক আইন( 1979 )অক্টোবর 1984 সাল থেকে দিল্লী territory তে চালু ছিল কিন্তু তা ঠিকাদারদের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়নি।**(32)**

পিটিশন অনুমোদন করে আদালত বলে যে পুরুষ নারী ও শিশুদের মধ্যে বেশিরভাগ দারিদ্র্যের নিচে তাদের অবস্থান, দারিদ্র তাদের সবকিছু ভঙ্গ করেছে এবং তাদের নৈতিকতা খর্ব করেছে। বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় তাদের আর কোনো বিশ্বাস নেই। মানবতার এই দরিদ্র বঞ্চিত অংশগুলি তাদের নাগরিক, রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। সমাজের এই বড় অংশের অর্থপূর্ণ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার তৈরীর একমাত্র সমাধান হবে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক,সাংস্কৃতিক অধিকার উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অর্ডার পুনর্বিন্যাস করা। অবশ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অর্ডার পুনর্বিন্যাসের রূপান্তরিত হয়নি কারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক উদ্ধার প্রকল্পে তারা সচেষ্ট নয় যা তাদের বৈধ এখতিয়ার ভুক্ত।জনস্বার্থ মামলার মাধ্যমেই এই বহুমাত্রিক কৌশল গুলির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্ধার কর্মসূচি কার্যকর করা যেতে পারে।

**<u>মন্তব্য</u>**

জনস্বার্থের দায়বদ্ধতা টি অবশ্যই আবেদনকারী রাজ্য বা সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং আদালতের অংশে সংবিধিবদ্ধ বা আইনি অধিকার এবং সুবিধাগুলি সম্প্রদায়ের দুর্বল অংশগুলোতে পাওয়ানোর প্রদত্ত সহযোগী বা সহযোগী প্রচেষ্টা তাদের সামাজিক ন্যায়বিচার পৌঁছানোর ক্ষেত্রে। রাজ্য বা সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা আনা হয় যারা সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রতিকূল অবস্থানে আছে। আবেদনকারী হিসেবে একজন মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে আদালতের কাছে আসে। জনস্বার্থ মামলা একজন উত্তরদাতাকে রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ করা হয় কারণ এটি ঠিক ভূল বিচার করে সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল বিভাগের কল্যানে সমাধান করবে।

এখন সময় এসেছে যখন দেশের দরিদ্র সংগ্রামরত ও জনসাধারণের জন্য আদালত উদ্দীপনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারা তাদের চরিত্রটিকে দেশের অবস্থানধারক হিসেবে এবং status quo হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। জনগণের বৃহত্তর অংশের জনগণের প্রতি ন্যায় বিচারের প্রয়োজন তাদের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে যাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম নিষ্ঠুর সমাজের দ্বারা ন্যায় বিচার অস্বীকার করা হয়েছে। উপলব্ধি করতে হবে যে সামাজিক ন্যায় বিচার হলো আমাদের সংবিধানে স্বাক্ষর এবং সংবিধানের স্বাধীনতায় তাদের দায়িত্ব সম্প্রদায়ের দরিদ্র ও অসহায় বিভাগে মানবাধিকার জোরদার করতে হবে।সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে সাহায্য

করা এই নতুন পরিবর্তন যদি বিচার ব্যবস্থার সামাজিক ন্যায় বিচারের কার্যকর যোগ্য হতে পারে তবে সৌভাগ্যক্রমে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং জনস্বার্থ মামলাটি বড় অংশের জনগণের স্বার্থে পরিবর্তন এনেছে। মামলা দায়ের করা হচ্ছে জনগণের যত সমস্যা যখন সামনে আসছে। ভবিষ্যতের জন্য এই মহান সম্ভাবনার ক্ষেত্রে রিট পিটিশন হল একটি জনস্বার্থ মামলার উদাহরন।

দেশের ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারকদের মধ্যে কঠোরতার সাথে শ্রম আইন লঙ্ঘন রোধ করতে হবে এবং শ্রম আইনে কোন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আদালতের সামনে এলে তখন যথাযথ শাস্তি প্রয়োগ করে ত্রুটিযুক্ত নিয়োগকারীদের শাস্তি দেয়া হবে। শ্রমিকদের মর্যাদার একটি জীবন অস্বীকার করা হয়েছে এক্ষেত্রে দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষ দারিদ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি করার জন্য আদালতে যেতে পারে না যদিও আবেদনকারীর স্থানীয় প্রশাসনের কাঠামো শ্রমিকদের কারণ কে সমর্থন করে তাদের রিট আবেদনটি বজায় রাখে।

আদালত ভারতীয় union, দিল্লি ডেভলপমেন্ট কর্তৃপক্ষকে বলে, কন্ট্রাক্টর দ্বারা শ্রম আইনের বিধানগুলো নিশ্চিত করে শ্রমিকদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। কোনো কন্ট্রাক্টর দ্বারা আইন ভঙ্গ করলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। 1970 সালে কন্ট্রাক্ট labour আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের কর্মের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধে দিতে হবে এবং যেন ঠিকাদার দ্বারা তাদের সরবরাহ করা না হয় ।এই ধরনের শাস্তি প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিয়োগকর্তার উপর থাকবে।আন্ত:রাষ্ট্র অভিবাসী শ্রমিকদের আইন দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রধান নিয়োগকর্তা দায়বদ্ধ।

**2. শবরিমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার(Indian Young Lawyers Association v. State of kerala &others)-2018**

শবরীমালা মন্দিরের সব বয়সের মহিলারা প্রবেশ করতে পারবে- সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে কেরালার মন্দিরে যে প্রথা এতদিন চালু ছিল তার অবসান ঘটল। পবিত্রতার প্রশ্নে শবরীমালা মন্দিরের ঋতুবতী মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, সেই নিয়মে কেরালার ওই মন্দিরের 10 থেকে 50 বছরের মহিলারা মন্দিরে যেতে পারতেন না।এই নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করেন ভারতের তরুণ আইনজিবিদীদের এক সংগঠন। অবশেষে দীপক মিশ্রর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ জানিয়ে দিল যে 1965 সালে যে আইন চালু ছিল তা নারীদের ধর্ম পালনের অধিকারে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারি

।একই সঙ্গে বেঞ্চ বলেছে, ধর্মের পিতৃতন্ত্রকে প্রার্থনার অধিকারে বাধা সৃষ্টি করতে দেওয়া যাবে না।

মন্দিরের প্রথা অনুযায়ী দশ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত মহিলাদের প্রবেশাধিকার ছিলোনা। এর বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছিল তাতে হাই কোর্ট রায় দিয়েছিল, পুরোহিতরাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী। এর বিরুদ্ধে যারা আবেদন করেছিল তাদের বক্তব্য ছিল, এই প্রথা প্রকৃতিগতভাবে বৈষম্যমূলক এবং মহিলাদের প্রার্থনার স্থান বাছায়ের অধিকারে হস্তক্ষেপকারী।

প্রধান বিচারপতি বলেন – " পিতৃতান্ত্রিক নিয়মসমূহ বদলাতে হবে এবং ধর্মের অন্তর্গত পিতৃতন্ত্রকে প্রার্থনার অধিকার এবং ধর্মাচরণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া যাবে না।জীব বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য সংবিধানকে অতিক্রম করতে পারে না"। দীপক মিশ্র র বলেন –"আয়াপ্পার অনুশীলনকারীরা ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নন। 1955 সালের কেরালার আইন হিন্দু মহিলাদের ধর্মাচরণের অধিকারকে ক্ষুন্ন করে। তিনি আরো বলেন শবরীমালা মন্দির মহিলাদের প্রবেশাধিকারে বয়সভিত্তিক নিষেধাজ্ঞাকে অপরিহার্য বলে গণ্য করা যাবেনা। "**(33)**

বিচারপতিরল নোরিমন প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে বলেন, মহিলাদের উপর নিষেধাজ্ঞা সংবিধানের 25(2) অনুচ্ছেদ খর্বকারী। এতদিনের কেরালা হিন্দু প্লেসেস অফ পাবলিক worship আইনের 3(b)উপধারা নাকচ করে দেন নারীম্যান ।সংবিধানের তৃতীয় অংশের অধীনে মৌলিক অধিকার সমাজের রূপান্তরের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন। রায়ে বলা হয় –"The exclusively practice being followed at Sabarimala temple by virtue of rule 3(b) of the 1965 Rules violates the rights of Hindu women's to freely practice their religion and exhibit their devotion towards Lord Ayappa. This denial denuded them of their right to worship.The right to practice religion under article 25(1) is equally available to both men and women of all age groups professing the same religion.

The impuged rule 8(b)of 1965 rules framed under 1965 rules that stipulates exclusion of entity of women of age group of 10 to 50 years, is a clear violation of right of Hindu women to practice their religious beliefs which, in consequences, makes their fundamental right of religion under 25(1) a dead letter."**(34)**

বিচারপতি চন্দ্রচুর, রায়ে বলেন–"ধর্ম মহিলাদের ঈশ্বর উপাসনাকে অস্বীকার করার কারণ হতে পারে না এ ব্যাপারে মহিলাদের খাটো হিসেবে দেখা, সংবিধানের নৈতিকতার পরিপন্থী"।**(35)**

দীপক মিশ্র পরিশেষে বলেন, বেদ উপনিষদ কোথাও লিঙ্গ বৈষম্যের কথা নেই। পুরাণ থেকে সতী অনুসূয়ার কাহিনীতে ব্রহ্মা–বিষ্ণু–মহেশ্বরকে শিশুতে পরিণত করেছিলেন অনুসুয়া। ঈশ্বর যেখানে লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য করে না সেখানে মন্দিরে কেন বৈষম্য থাকবে?" অর্থাৎ আদালত নারীদের অধিকারের যুক্তিতে সব বয়সের নারীদের মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে শবরিমালা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার সুনিশ্চিত করে।

## জনস্বার্থ মামলা ও বিচারবিভাগ

সংবিধানের স্কিম অনুসারে, বিচারকদের নিয়োগ ও তাদের বদলি ,তাদের পদের শর্তাবলী এবং তাদের অপসারণ প্রধানমন্ত্রী সংসদ ও শাসন বিভাগের এলাকা বলে মনে করা হয়। PIL সিরিজের ধারাবাহিকতায় সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে একটি আধিপত্যবাদী ভূমিকা পালন করেছে। S.p.Gupta বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় সিনিয়র একজন আইনজীবী দ্বারা জনস্বার্থে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এক হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের হাই কোর্ট সুপ্রিম কোর্টে বদলি করার ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ হল শেষ কথা কিন্তু পিছু একজন আইনজীবীর মাধ্যমে সংশোধন করতে বলা হয় পরবর্তীকালে অ্যাডভোকেট ইন্ডিয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলেন সংবিধানের অনুচ্ছেদ এ 'পরামর্শ' শব্দটির অর্থ বুঝতে গেলে 'সমঝোতার' অর্থ পড়তে হবে। সেই জন্য প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে বক্তব্য চূড়ান্ত। আদালত আরো বলেছে যে, বিচার বিভাগের এত ক্ষমতা ন্যস্ত করা আছে যে ভারতের প্রধান বিচারপতি ও তার দুই সিনিয়র সহকর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত কলেজিয়াম ব্যবস্থা আদালতের ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য অনুসারে আর্টিকেল এর ভাষা সংশোধন করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।**(36)**

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি V. Ramaswam iকে অপসারণের জন্য অনন্য ইমপিচমেন্ট গতির দিকে পরিচালিত বহুসংখ্যক PIL এ দেখেছি। এম.পিদের নোটিশের ভিত্তিতে নবম লোকসভার স্পিকার তিনজন বিচারক এর মাধ্যমে judges inquiry Act ,1968 আইনের দ্বারা একটি কমিটি গঠন করেছিল। বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য। নবম লোকসভার

বিলুপ্তির সাথে সাথে  সরকার অপসারণের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কোন কমিটি গঠন করেনি। বিচারকদের দায়িত্বশীলতার  সাব কমিটির আইনজীবীদের একটি সংগঠন PIL হিসেবে প্রশ্নটি তুলেছিল। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল একজন বিচারকের অপসারণের গতি দুটি পর্যায়ে ঘটিত। একটি তদন্তের পর্যায়  এবং অন্যটি অসৎ আচরণ এর প্রমাণমূলক বিচার। এটি ছিল দ্বিতীয় পর্যায় এবং যা শুরু হয়েছিল যখন দুর্ব্যবহার প্রমানিত হয়েছিল। পার্লামেন্টে ভোটদান ও আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে।

যখন তদন্ত চলছে তখন দুজন আইনজীবী রাজ কানওয়ার ও কৃষ্ণা স্বামী দ্বারা PIL দায়ের করা।  বিচার বিভাগের দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে sub committeeর সংশোধকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন তোলেন।এবং বলা হয় তদন্ত হল আইনগত ভাবে বাজে। তদন্ত শেষ হওয়ার পর রিপোর্ট পার্লামেন্টে জমা দেয়া হয়, তখন  বিচারকের স্ত্রী সরোজিনী রামস্বামী বিচারকের  অধিকার দাবী করে একটি পিটিশন দাখিল করেন ওই রিপোর্টের প্রতিলিপি সহযোগে, এমনকি সংসদের মোশন নিয়ে বিতর্ক তোলার  আগেই। সাংবিধানিক বেঞ্চ স্ত্রীর আবেদন খারিজ করে আইন ঘোষণা করে বলে,  কারণ দর্শানোর  মাধ্যমে বিচারককে সুযোগ দেয়া হয়েছিল কিন্তু তার বিরুদ্ধে মোশান কেন গ্রহণ করেনি।

যাই হোক একদিনে আলাদা রায় দেওয়া হয় ,দুটি অন্য জনস্বার্থ মামলা নাকচ  করা হয় এই বলে যে, বিচারক মামলার পার্টি হিসেবে গণ্য হয় না। আদালত  তার প্রথাগত প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে থাকার পুনরাবৃত্তি ঘটায় অর্থাৎ S.p.Gupta মামলার যে পর্যবেক্ষণ ছিল তা থেকে বলেন– "যদি কোন ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট শ্রেণী বা  নির্দিষ্ট  কোন ভুলের কারণে প্রাথমিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে সেই কাজের জন্য কোন মুক্তি দাবি করতে পারে না, ইচ্ছাকৃতভাবে বা কোন প্রতিরোধ ছাড়া কোন জনগণের কোনো সদস্য যিনি দ্বিতীয় public injury নিয়ে  অভিযোগ করেন সেই ব্যাপারটির বিরুদ্ধে action নেওয়া হবে না।

অল ইন্ডিয়া জাজেস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক দায়ের হওয়া পি .আই. এল এর ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট subordinate বিচার বিভাগের নিয়োগ ও কার্যক্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য সরকারকে ব্যাপক নির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। আদালতের নির্দেশে বিভিন্ন sub-ordinate  স্তরে

নিয়োগের জন্য সর্বনিম্ন যোগ্যতা নির্ধারণ, প্রতিটি বিচারবিভাগীয় অফিসারের লাইব্রেরী, ভ্রমণের জন্য যানবাহন, অল ইন্ডিয়া জুডিসিয়াল সার্ভিস স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেছিল।**(37)**

**1. NJAC Act বাতিল ও কলেজিয়াম পদ্ধতি বহাল ( Supreme court Advocates Association and others vs Union of India( 2015**):-

5 ই সেপ্টেম্বর 2013 সালে রাজ্যসভা ও লোকসভা 120 তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করে এবং সংবিধানের 124(2) ও 217(1) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে এবং জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশন প্রতিষ্ঠা করে(NJAC)।যার সুপারিশে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি নিয়োগ করবে। এই সংশোধনের মাধ্যমে সরকার নতুন প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চায় বিচার বিভাগীয় কমিশনের গঠনে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে ।এবং যা আইনসভার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কমিশনের নিয়ম, নীতি, বিধান ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতা ভোগ করবে।

লোকসভা ও রাজ্যসভায় NJAC বিল পাস হওয়ার দরুন বিচারকের নিয়োগের ক্ষেত্রে কলেজিয়াম পদ্ধতি বাতিল করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দেওয়ার পর এটি আইনে পরিণত হয়।

2015 সালের 16 ই অক্টোবর সর্বাধিক 4:1 সংখ্যাগরিষ্ঠতার আদালতের রায় অনুসারে, সংবিধান সংশোধনী তথা NJAC Act বাতিল করে। বিচারক রায়ে বলে –" I have arrived at the conclusion, that clauses (a) and (b) of Article 124A(1) do not provide an I have independently arrived at the conclusion, that clause (c) of Article 124A(1) is ultra vires the provisions of the Constitution, because of the inclusion of the Union Minister in charge of Law and Justice as an ex officio Member of the NJAC. Clause (c) of Article 124A(1), in my view, impinges upon the principles of “independence of the judiciary”, as well as, “separation of powers”. It has also been concluded by me, that clause (d) of Article 124A(1) which provides for the inclusion of two “eminent persons” as Members of the NJAC is ultra vires the provisions of the Constitution, for a variety of reasons. The same has also been held as violative of the “basic structure” of the Constitution. In the above view of the matter, I am of the considered view, that all the clauses (a) to (d) of Article 124A(1) are liable to be set aside. The same are, accordingly struck down. In view of the striking down of Article 124A(1), the entire Constitution (99th Amendment) Act, 2014 is liable to be set aside.

The same is accordingly hereby struck down in its entirety, as being ultra vires the provisions of the Constitution". **(38)** অর্থাৎ আদালতের রায়ের মাধমে প্রকাশ পায় যে, বলে যে এটির মাধ্যমে নির্বাহী নির্বিচারে হস্তক্ষেপ করছে যা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে সংকুচিত করছে এবং এক্ষেত্রে পার্লামেন্ট মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট স্বীকার করেছে যে কলেজিয়াম সিস্টেম এর স্বচ্ছতা ও বিশ্বাস যোগ্যতার অভাব এক্ষেত্রে বিচার বিভাগ নিজেই তা সংশোধন করবে ।অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে রায় দানের মাধ্যমে বিচার বিভাগ তার স্বায়ত্ব এবং স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে বিচারক সক্রিয়তার মাধ্যমে।

## জনস্বার্থ মামলা ও জনগণের দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র

**জনগণের উদ্বেগের সাথে জড়িত বিষয়গুলি সুপ্রিম কোর্ট সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা ও গুড গভর্নেন্সের মাধ্যমে পালন করেছে। পাবলিক পজিশন ধরে রাখার মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ব্যক্তির উপর বিশ্বাস ও বিচক্ষণতা যখন অনিয়মিতভাবে ও সমান্তরালভাবে ব্যবহার করা হয় তখন তা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়। এই অপকর্মগুলিকে 'scams' হিসেবে বলা হয়। সুপ্রিম কোর্ট এই স্ক্যামগুলিকে শুধুমাত্র উদ্ঘাটিত করছে না বরং যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে ঘটনা ঘটছে আদালত নিশ্চিত করেছে যে পাবলিক বিতরণের ক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের যে discretion তা পেট্রলপাম্প বা সরকারি আবাসন যাই হোক না কেন, তারা কর্মের জন্য দায়বদ্ধ।**

**পেট্রোল পাম্প কেলেঙ্কারি:–** বন্টন এর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত বিবেচনা মূলক কোটা সমস্যা যা পেট্রোল পাম্প, তেল এবং গ্যাস এজেন্সি এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল তা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন দ্বারা।**(39)** সুপ্রিম কোর্ট অ্যাটর্নি জেনারেলকে খসড়া নির্দেশিকা জমা দেয়ার অনুরোধ জানায় এবং তারপর তাদের বিচার বিভাগে সেটিকে মানানসই করে দেয় যেগুলি সমবেদনাপূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে কোটার সমস্ত বরাদ্দ পরিচালনা করবে। সাধারণভাবে বিষয়টি নিয়ে আবার একটি পি আই এল সুপ্রিম কোর্টে দেখা যায়। এখানে আদালত সরকারের সাথে রেকর্ড পরীক্ষা করার সময় ক্যাপ্টেন সতীশ শর্মা, তারপরে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর অফিসে অনেক কর্মকর্তা পাওয়া যায় তারা বা তাদের আত্মীয়দের বিবেচনার কোটা থেকে পেট্রোল পাম্প ও গ্যাসের সংস্থার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আদালত রায় প্রকাশ করেছে যে, মন্ত্রী দ্বারা 15 টি এজেন্সির বরাদ্দ নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে করা

হয়নি। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের  কাছে আবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে করা হয়নি। আবেদনকারীদের প্রতি কোনো  বরাদ্দ আদেশ বা কোন জায়গায় কোনো রেকর্ডের কোন ইঙ্গিত নেই যে মন্ত্রী কোনো নির্দেশিকা  জারি করেছেন।
বিভিন্ন জনমাধ্যম মারফত বিভিন্ন উপায় গুলি একটি ধারাবাহিকতাকে নিয়ে আসে যে, পেট্রোল পাম্পের এজেন্সির বরাদ্দ নির্বিচারে ও বৈষম্যমূলক ভাবে তৈরি করা হয়েছিল।

আদালত রায়ের মাধ্যমে  15 টি বরাদ্দ বাতিল করে।  সতীশ শর্মা কে শোকজ করার পর ও আদালতে তার বক্তব্য শোনার পর কোষাগারে 50 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বলে। পুলিশকে মামলা রুজু করতে বলা হয় এবং বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে বলা হয়।

পরবর্তীকালে দিল্লি হাইকোর্ট কোর্ট কর্তৃক একই বরাদ্দ বাতিল করা হয়। যাইহোক দু বছর বাদে অন্য নির্দেশগুলি  বিচারকদের ভিন্ন বেঞ্চ দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়। আদালত  দেখে যে, সতীশ শর্মার পেট্রোল আউটলেট এর বরাদ্দ 'অত্যন্ত ভয়াবহ' এবং এটি আবেদনকারীর ক্ষমতার অযৌক্তিক সমস্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

**সরকারি বাসস্থান বরাদ্দের বিতর্ক:-** বহির্বিশ্ব এ সরকারি বাসস্থান বরাদ্দ বিষয়ে আদালতে একজন আইনজীবী কর্তৃক একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হওয়ার  পর আদালত দেখে যে  শীলা কুল যিনি নগর উন্নয়ন পরিষদের কেন্দ্রীয় উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন, তিনি তার দুই নাতিকে একত্রে দুটি দোকান বরাদ্দ করে ছিলেন। একজন তার জামাতার মালিকাধীন সংস্থার ম্যানেজার এবং অন্যজন হচ্ছে প্রতিমন্ত্রীর ভাইপো।**(40)** এইভাবে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি তার ব্যক্তিগত কর্মীদের এবং এস্টেট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের স্টল বরাদ্দ করেছিলেন। এখানে আবার, আদালত বরাদ্দ বাতিল করে দেয় এবং অবশেষে সরকারি খাজনার জন্য ক্ষতি হিসেবে তাকে 60 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়।

**হাওয়ালা কেলেঙ্কারি:-** একজন সাংবাদিক ভিনিথ নারায়ন ও দুজন আইনজীবী কর্তৃক পি আই এল দায়ের করা হয় জৈন ব্রাদার্স কর্তৃক প্রদত্ত ঘুষের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য সিবিআই এর নির্দেশনা চেয়ে। জৈন ব্রাদার্স যিনি অনেক উচ্চ পর্যায়ভুক্ত রাজনীতিবিদ ও আমলাদের ঘুষ

দিয়েছিলেন সরকারি কন্টাক্ট পাওয়ার জন্য। 1993 সালে পিটিশন দায়ের করা হয় এবং যদিও 1991 সালে সিবিআই তথ্য জোগাড় করে কিন্তু মামলাটি নিয়ে সিবিআই এগোতে পারছিলো না কারন মামলা দায়ের যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চ পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। জৈন ব্রাদার্সদের ডায়রী বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে তাদের গোপন ও অবৈধ অর্থনৈতিক কারবারের ব্যাপারটি জানা যায়। হাওয়ালা ট্রানজেকশন এর থেকে প্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে এই কলঙ্কিত তহবিল ব্যবহার করা হয়েছিল। ইহা বেআইনি উৎস থেকে টাকা প্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে রাজনীতিবিদ, আমলা ও অপরাধীদের মধ্যে একাত্মতা প্রকাশ করে।**(41)**

আদালত বিষয়টি মঞ্জুর করার পর তদন্তের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সিবিআইকে যৌক্তিক উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য নির্দেশনা দেয়। কোর্ট ঘোষণা করে যে এটি সর্বজনীন গুরুত্বের বিষয় এবং আদালত আইনের দ্বারা পরীক্ষা করে পুরোপুরি দেখায় যাতে সমস্ত সরকারি সংস্থাগুলো আইন অনুযায়ী তাদের কাজকর্ম ও দায়িত্ব পালন করবে এবং সংবিধানে বর্ণিত সাম্যের ধারণাটি গ্রহণ করবে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। প্রতিটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত হবে তার অবস্থান ও মর্যাদা যাই হোক না কেন এবং পুরো বিষয়টি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা আবশ্যক ।সরকারি সংস্থার নিরপেক্ষ কাজে জনগণের আস্থা বজায় রাখা জরুরি।

আদেশ এর ধারাবাহিকতায় মামলার ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের পর 54 জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে 34 টি চার্জশিট দাখিল করা হয় চার্জশিট দাখিল এর সাথে কার্যধারার উদ্দেশ্যে শেষ হয়ে গেলে আদালত সংবিধান সম্পর্কিত ও তদন্তকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নির্দেশিকা জারি করে। আদালত অনুভব করে যে, সন্দেহ নেই যে সংস্থা কে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ও তাদের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে নির্বাহীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। এমন স্কিম দরকার যা বাইরের নিয়ন্ত্রণ তথা নির্বাহীর নিয়ন্ত্রণ থেকে এজেন্সিকে মুক্ত রাখবে যা হবে বাধ্যতামূলক। আদালত 'একক কার্যধারার বৈধতা' পরীক্ষা করে যেখানে বলা হয়েছিল যে সিবিআই সরকারের ও পাবলিক সেক্টরের অধীনস্ত সরকারি কর্মচারী, জাতীয়করণকৃত ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম শুরু করার আগে সরকার মনোনীত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। আদালত একক কার্যধারার ওপর আঘাত করে বলে ইহা সিবিআই এর নিরপেক্ষভাবে কাজ করার ওপর হস্তক্ষেপ করে। আদালত সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনকে নির্দেশ দিয়ে বলে, ইহা সিবিআই কে সাংবিধানিক মর্যাদা দেবে যার মাধ্যমে সিবিআই নিজের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন

করবে।অনুরূপ নির্দেশাবলী নোডাল প্রসিকিউশন এজেন্সির এনফর্সমেন্ট ডিরেক্টরদের ওপরও জারি করা হয়।

**বিসিসিআই কেলেঙ্কারি:-**

ফিক্সিংয়ের অভিযোগ তথা স্পট ফিক্সিং ও ম্যাচ ফিক্সিংয়ের দুর্নীতির অভিযোগে যা দেশের যুবকদের পেশা হিসেবে বেছে নেয়ার জন্য সন্দেহজনক হয়েছে। চলমান দুর্নীতিবাজ ও অসাধু কার্যকলাপে খেলাধুলার মান দূষিত হচ্ছিল এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ব্যবসায়িক সুযোগ পেতে একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছে। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ করা হলেও পরিশেষে বিচারিক সক্রিয়তায রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে।

গল্পটি শুরু হয় আইপিএল এর আবির্ভাব এর সাথে যা একটি spectrum এর মধ্যে এলিট শ্রেণিকে নিয়ে আসে এবং অর্থের প্রবাহ এক্ষেত্রে অপ্রচলিত এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি করে।স্টেডিয়াম গুলো প্রচুর দর্শকের উপস্থিতি ও বড় অনুমোদনগুলি এক্ষেত্রে জড়িত ছিল। অনেক তরুণ প্রতিভা এক্ষেত্রে প্রচারিত হচ্ছিল এবং এর মধ্যে ষড়যন্ত্র লুকিয়ে ছিল। কাজেই স্পট ফিক্সিংয়ের অভ্যাস যখন শুরু হয় তখন অর্থ লন্ডারিংয়ের অভিযোগে প্রশ্ন উঠতে থাকে এবং কাজেই খেলা সংস্কারের জন্য বিচারিক সক্রিয়তা দেখা যায়। প্রথম bbciএর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলাটি করে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বিহার এবং অন্যান্যরা। আদালত প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে যা লোধা কমিটি নামে পরিচিত। কমিটির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল স্পট ফিক্সিং এবং অন্যান্য অসাধু ক্রিয়া-কলাপ এর বিষয়গুলি পরীক্ষা করা।

মূল্যবান সুপারিশ সরবরাহ করা যাতে বিপদ মোকাবেলা করার জন্য একটি কার্যকরী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা যায়। কমিটির বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করে এবং কিছু সুপারিশ পেশ করে প্রধান সুপারিশ হলো রাজনৈতিক প্রভাব কমানো এবং বিসিএস এর কার্যকারিতা পুনঃ নির্মাণ করা।

কমিটি প্রাথমিকভাবে বোর্ডের তথ্য আধিকারিকদের আওতায় আনবে, নাগরিকদের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করার জন্য এবং সাধারন জনগনের কাছে পরিচিতি একাউন্ট তৈরীর জন্য নিরীক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করে।

"এক রাজ্য এক ভোট" এর প্রস্তাব দিয়েছিল যা অক্রিকেটীয় রাজ্যগুলিকে খেলার প্রচারের জন্য বিচারিক রায়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীনতা একটি উল্লেখযোগ্য মাত্রা পেয়েছিলো। প্যানেলে ব্যাংকে তহবিল বন্ধ করার পরামর্শ দেয় এবং অসদাচরণের অভিযোগে অফিসারদের বরখাস্ত করা হয়**(42)** ও সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অবমাননার জন্য অনুরাগ ঠাকুরের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

**সবশেষে বলা যায়,** স্বাধীনতা রাজনীতির প্রতীক। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে যা ruled misruled যোগ করেছে। এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাংবিধানিক মর্যাদা যোগ করেছে। এবং সুপ্রিম কোর্টে ধীরে ধীরে নতুন ধরনের সামাজিক বৈধতার প্রবেশ করিয়েছে যা কোন আইন পরিষদ, নির্বাহী, ও রাজনৈতিক দলগুলোর অবিচার বা অত্যাচারের ন্যায্যতা প্রকাশ না করেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। অর্থাৎ পরিবেশগত সুরক্ষা, মানবাধিকার রক্ষা, বিচারবিভাগীয় স্বায়ত্ত ও রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনস্বার্থ মামলার দরুন সামাজিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে ন্যায়বিচার পূর্ণতা পেয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন স্ক্যাম এর নিষ্পত্তি করার মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করেছে যার ফলে জনগণের দায়বদ্ধতা পালন করা হয়েছে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

এটা বলা হয় সংবিধানের 32 নম্বর ধারা হলো সংবিধানের হৃদয়। স্বাধীনতার কয়েক বছর পর জনগণ বুঝতে পেরেছিল ন্যায়বিচার কোনো অধিকার নয়। বিচারের এমন দাবি ছিল যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় উচ্চমান নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে। দারিদ্র্যের সাথে জর্জরিত জনগোষ্ঠীর কাছে ন্যায়বিচার একটি স্বপ্ন ছিল। যখন তারা মুক্তির ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীও অবস্থাকে ব্যবহার করতে পারেনি। এই দুঃখজনক অবস্থার আলোকে বিচার বিভাগ একটি সংশোধনমূলক কোর্স গ্রহণ করে। এবং ন্যায়বিচারের অনুমতি দেওয়ার বিপ্লবী উপায় প্রস্তাব করে। PIL এর বিবর্তন সংবিধানের জনগনের বিশ্বাসকে জাগিয়েছে। এবং ইহা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ন্যায় বিচার একটি অধিকার এবং এটি একটি সুবিধা নয়। অন্যদিকে বিচারকের প্রচেষ্টায় অনিচ্ছাকৃত বা বাস্তবতার একটি জগতের বাস্তবজ্ঞানহীন অনুষ্ঠানগুলির ধারাবাহিক হিসেবে PIL আদালতের হস্তক্ষেপ দেখে।

আইনের সংজ্ঞায়িত নীতিগুলি, রাষ্ট্রের সাধারণ নিয়ম এবং আইনি মতবাদ সাংবিধানিক ব্যবস্থায় ত্রুটিযুক্ত।

সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্য সংবিধানের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনস্বার্থ মামলার ক্ষমতার গুরুত্বকে মনে রাখা হয়। সমালোচনার প্রেক্ষিতে সুরক্ষার নির্দেশক হিসেবে PIL কে অবশ্যই যাচাই করা উচিত। PIL এর প্রতি জনগণের অনুমোদন উপলব্ধি করার জন্য এটির বিশ্বাসযোগ্যতার সুনিশ্চিত প্রয়োজন।

জনস্বার্থ মামলার অপব্যবহার প্রতিরোধ করা উচিত। প্রতিটি উদ্ভাবন সঠিক আকৃতিতে পাওয়ার জন্য সময় লাগে। এটি প্রাথমিকভাবে আদালতের জন্য, যারা আত্ম– নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করার জন্য এই পদ্ধতিটি তৈরি করেছিল এবং কাজেই যথাযথ চেক এন্ড ব্যালেন্স বজায় রাখা যাতে কোন ব্যক্তি এটির অব্যবহার করতে না পারে। আদালত আইন ও তার ইতিহাস এবং অনুভূতির ভারসাম্যের মধ্যে PIL এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে।

**গ্রন্থপঞ্জি:-**


1. Upadhay, Videy, “Public Interest Litigation in india:Concepts,Cases and Concerns”,Lexis Nexis,2007,pp144-167.
2. Cooper,Jeremy, “Poverty and Constitutional Justice :The Indian experience”,Mercer law Review,vol.44(1992-1993),pp611-115.
3. Singh,Parmananda, “Protection of Human Rights through Public Interest Litigation in India”,Journal of Indian Law Institute,constitution Law special Issue,(April-Dec2000),pp263-283.
4. S.P.Gupta v. Union of india, AIR 1981 SC 87.
5. Hussainara Khatoon v. State of Bihar, AIR 1979 SC 1369.
6. Nilabati Behara v. State of Orissa,AIR 1993 SCR(2) 581.
7. M.C.Mehta v. Union of India, 1987 SCR(1) 819.
8. Bandhua Mukti Morcha v. Union of India,AIR 1984 SC 802:(1984)3 SCC 161.
9. Delhi Working Women’s v. Union of India,1995 SCC(1) 14.
10. Maneka Gandhi v. Union of India, AIR 1978 SC 597.

11. Shantistar Biulders V. Narayan khimalal Totame, AIR,1990 SC 630.
12. Subhas Kumar V. State of Bihar(1991) 1 SCC 598.
13. Sheela Barse v. Union of India ,AIR 1983 SC37
14. S.P.Gupta v. Union of india, AIR 1981 SC 87.
15. Thakur, Kailash, "Enviromental protection Law and policy in India",Deep publications, Reprint 2005,p.30.
16. Municipal Council v. Vardhichand, AIR 1980 SC 1623.
17. Ibid at p.1626.
18. Ram raj singh v. Babulal, AIR 1982 ALL 285.
19. M.c.Mehta v. Union of india(1986) 2 SCC 176.
20. T.Damodhar Rao v. S.o Municipal corporation, AIR 1987 AP 171.
21. Bhatt, D.K, "Judicial Activism Through Public Interest Litigation:Trends And Prospects",Indian Bar Review,vol25(1) 1998,p45.
22. M.C. Mehta v. Union of india(1998) 8 SCC 711
23. Senger,D.S, "PIL to Ensure that institutions behave lawfully:Public access to environmental Justice in India",Journal of Indian law institute,vol.45(1),jan-Mar,2003,pp.339-345.
24. Sarkar S.K, "Public Interest Litigations and Public Nuisances",Orient publishing Company,Reprint 1st January 2016,p.222
25. Delhi Domestic Working Womens Forum v. Union of India &others, 1995, SCC(1)14.
26. Gaurav Jain v. Union of India,(1997)8 SCC 114
27. Writ petition(civil)no.76 of 2016, Navtej singh Johar & others v. Union of india &others, supremecourtofindia.nic.in/supremecourt,pp 475-477, judgement dated on 6.09.18
28. Ibid at p.478
29. Ibid at p.479.
30. Justice B.N. Srikrishna, "Skinning a cat",8 SCC(J) 3, 2005,PP1-14.
31. Dhavan, Rajeev, "Law as struggle: Public Interest law in india",vol.36,no3.(july-september1994),pp.302-318.
32. People's Union for democratic Right v. Union of india &others(1982)3 SCC 235

33. Writ petition ( civil ) no.373 of 2006,Indian Young Lawyers Association v.State of Kerala&others, supremecourtofindia.nic.in/supremecourt,pp92,judgement on28.9.18
34. Ibid at p.93
35. Ibid at p.94
36. Mehta,P.b, "India's Unlikely democracy:The rise of judicial sovereignty",Journal of democracy,vol18,issue2,pp70-83.
37. Krishnan, J.K, "Social policy and The role of The courts in india",American Asian Review,volxxi,no2,2003,pp1103.
38. Writ petition(civil)no.13 of 2015,Supreme court Advocates Association &others v. Union of india, supremecourtofindia.gov.in,pp436-437.
39. Common Causea Registered society v.Union of india & others,1996,visited indiankanoon.org/doc/184449972.
40. Sarkar S.K, "Public Interest Litigations and Public Nuisances",Orient publishing Company,Reprint 1st January 2016,p.239.
41. indiankanoon.org/doc/1203995.
42. Board of control for cricket in india & others v. Cricket association of Bihar & others,2017,barandbench.com,pp.12-13,para8.

## চতুর্থ অধ্যায়

## বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা: সমালোচনাওপ্রাসঙ্গিকতা

আলোচ্য অধ্যায়ে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমঅংশে বিচার বিভাগের সমালোচনা করা হয়েছে এবংপরের পরের অংশে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয় করা হয়েছে।

### বিচারিক সক্রিয়তার বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রায়শই উত্থাপিত একটি মূল প্রশ্ন হল বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা কি সঠিক না ভুল?

সমাজের সেই ক্ষেত্রের মতামত **অনুসন্ধানে** যারা বিচারিত অ্যাক্টিভিজমকে ভুল অভ্যাস বলে মনে করে তারা বলে -

**1.গনতান্ত্রিক আদেশে ক্ষতিকর প্রভাবঃ–**

বিচার বিভাগীয় কর্মকাণ্ড আমাদের গণতান্ত্রিক আদেশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।**(1)**

তারা মনে করেন যে,রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আমলাতন্ত্র ও সরকারি ব্যবস্থায় মানুষ তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। এমন কি গুরুতর সন্দেহের বাইরে কেউ নেই, এমনকি দেশের প্রধানমন্ত্রী। তারা আমাদের বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি গুলি সংকেত দেয়। তারা বলছেন, বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তা বিচার বিভাগের উদ্যোগের চূড়ান্ত রূপ। অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার মত বিচার ব্যবস্থারও অনুরূপ ত্রুটি রয়েছে। বিচারপতি পি. বি সাওয়ান্তের মন্তব্য এক্ষেত্রে– "বিচারকদের আত্মশাসন– বিচারালয়– রাজনীতিবিদদের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর হওয়া উচিত কারণ এটির বিরুদ্ধে কোনো আশ্রয় নেই। নিরাময়কারী পরিণত হয় হত্যাকারী, বন্দিকারিতে।"

**2. জনস্বার্থ মামলার অপব্যবহার** :-

সমালোচকরা পি আই এল (PIL)এর অপব্যবহার টিকে নির্দেশ করেছে। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও আইনের সম্প্রদায়কে পি আই এল এর অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তার সঠিক প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন (T.R. Andhyarujina,1992)।

বিভিন্ন মামলায় যেমন – Janata Dal বনাম H. S. Chowdhury (1992),4 SCC 653,Krishna Swami বনাম Union of India(1992)4 SCC 605এবং Simranjit Singh বনাম Union of India (1992) 4 SCC 653, হল চমৎকার উদাহরণ যেখানেআবেদনকারীরা রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করার জন্য পি আই এল এর অপব্যবহার করেছিল**(2)**

**3. হাইপার অ্যাক্টিভিজম নির্বাহী ক্ষমতার চ্যালেঞ্জঃ-**

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা কে নির্বাহী ক্ষমতার একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ।এটি হাইপার অ্যাক্টিভিজম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

হাইপার অ্যাক্টিভিজম হলো যখন সীমারেখা বরাবর ঢেউয়ে তরঙ্গ হিসেবে মাটি তলদেশ থেকে বিচার ব্যবস্থাটি অ্যাক্টিভিজম এর একচেটিয়া সংরক্ষণ হিসেবে বিবেচিত এলাকায় প্রবেশ করতে শুরু করে, কাজেই মনে রাখতে হবে নির্বাহি ও আইনি ব্যবস্থা এ বিষয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গগুলির প্রদেশ। তারপরে সীমানা গুলিতে ধূসর এলাকা থাকতে পারে বিশেষ করে জনস্বার্থে হস্তক্ষেপ এর ক্ষেত্রে কে ধীর বৃদ্ধির সাথে।

ভারতের প্রাক্তন বিচারপতি K. M. Ahmadi বলেছেন যে, বিচারক সক্রিয়তা কে আহবান করা একটি ভুল ধারণা এবং একটি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের সক্রিয়তা। অন্য অঙ্গ তাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নির্বাহ করতে ব্যর্থ হলে বিচারে স্বকীয়তা শুধুমাত্র একটি অস্থায়ী ধারণা হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মনে রাখা উচিত যে, পারস্পরিক ত্রুটি শনাক্তকরণের দিন শেষ হয়ে গেছে ও তারা সাংবিধানিক জবাব পূরণের জন্য যৌথভাবে দায়ী।

পদ বিন্যাস অনুযায়ী বিচার বিভাগের যে ভূমিকার লাইন তৈরি করা হয়েছে তা অতিক্রম করা হয়েছে। প্রত্যেকেরই লংঘন রেখার মধ্যে এটি পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ। আজ সর্বত্র বিভ্রান্তিকর অবস্থা কারণ বিচার ব্যবস্থা নির্বাহী কাজ কর্মে ব্যস্ত ,আইন পরিষদের সাথে তদন্তে জড়িত এবং গভর্নেন্স ছাড়া সব কিছুর সাথে।

আদালত নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে তার সীমা অতিক্রম করেছে যখন একটি নির্দেশনা দেয় তার প্রকৃতিতে কিন্তু প্রশাসনিক এবং যার ক্ষেত্রে আদালত প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেন উদাহরণ স্বরূপ 2005 সালে গোয়া ঝাড়খন্ড রাজ্যে আত্মবিশ্বাসের সাথে ভোট পরিচালনা করার জন্য আদালত শুধুমাত্র বিধানসভা কে আদেশ দেয় নি বরং এই বিষয়ে আইন পরিষদের proceedings কিভাবে হবে তার একটি তথ্য বিস্তারিত ভাবে পেশ করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তার এই

এই নির্দেশ নোটিশ হিসেবে রাজ্য বিধানসভা অধিবেশন এর জন্য গ্রহণ করা হবে। এবং আদেশ দেওয়া হয় যে বিধানসভায় অধিবেশনের কার্যধারার ভিডিও রেকর্ড করার জন্য এবং আদালতের পর্যালোচনা করার আগে তা পেশ করা।

এটা কখনো কখনো mandamus বা হুকুমনামা দ্বারা সরকার বা আক্রমণাত্মক সরকার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে ।

কোট স্পষ্টভাবে বিচার বিভাগীয় কাজের সীমা অতিক্রম করেছে এবং আইনসভা বা কার্যনির্বাহী কর্মধারার কাজ করেছে। তার সিদ্ধান্তগুলো স্পষ্টভাবে ক্ষমতার বিচ্ছিন্নতাবাদের তত্ত্বের সীমালংঘন করেছে বা তার ওপর অর্পিত আছে।**(3)**

কার্যাবলী নির্গমনের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও শৈলির যে সমন্বয় সরকারের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে রয়েছে তা আদালতের নেই। আইন পরিষদের প্রশাসনিক কার্যাবলী গ্রহণের জন্য তার প্রাতিষ্ঠানিক সরঞ্জাম পর্যাপ্ত নয়। এই ক্ষেত্রগুলিতে তার কার্যকলাপ প্রতীকী হিসেবে আবদ্ধ হয়।

**4. বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা ও সক্রিয়তা এক নয় :-**

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তাকে বিচার সিস্টেমের মধ্যে সর্বজনীনভাবে গ্রহণ করা হয় না।

প্রশ্ন উঠতে থাকে বিচারক হুকুম বা mandamus দ্বারা শাসন পর্যাপ্তভাবে সম্পন্ন নাও হতে পারে। দেশের সংবিধানবাদ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনর্গঠন করতে আন্তরিক প্রচেষ্টার বদলে হুকুম নামার মাধ্যমে বিপথগামীতার পরিচয় বহন করে।

নির্বাহী ও আইন পরিষদ কে তাদের বিধিবদ্ধ  দায়িত্ব পালন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া একটা অন্য বিষয় কিন্তু বিষয় হলো আদালত বাজেট প্রণয়ন করার জন্য পদ্ধতিগুলি সময়সীমা এবং তারপর বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপর নজর রাখছে। কাজেই নির্বাহি ও আইন পরিষদের কার্যাবলী বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থাপনা সংবিধানের মনোভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

দর্শনশাস্ত্রে বিচার বিভাগ নির্বাহী দায়বদ্ধতা সমর্থন করে। সমন্বয় প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা কেবল নির্বাহি ও আইন পরিষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সমানভাবে বিচার বিভাগের উদ্বেগ হওয়া উচিত। বিচার বিভাগকে নিজেই নিজের দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা তৈরি করতে হবে।

K.K. Vasant বনাম কর্নাটক রাজ্য মামলা থেকে বোঝা যায় আদালতের দৈনন্দিন সরকারি প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে Rural Litigation বনাম State of U. P এবং Sachchidanand Pandey বনাম West Bengal মামলাগুলি বোঝায় যে শাসন ব্যবস্থায় সীমিত বিচারক হস্তক্ষেপ থাকাউচিৎ।**(4)**

এটা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত যে ভারতের মতো একটি দেশে, সাংবিধানিক শাসন কেবল তখনই সম্ভব যদি সরকারের প্রতিটি অঙ্গের স্বায়ত্তশাসন কে সম্মানিত করা হয় এবং ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। ঐতিহ্যগত কোর্স থেকে বিচ্ছিন্নতা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষকে আইনের অধীনে তাদের কর্তব্য গুলি নির্বাহ করতে এবং প্রক্রিয়াটি উপনীত করার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হবে, তবে তাদের ভূমিকা নিরসন করলে হবে না।

**5. আইন পরিষদের অপর অযাচিত হস্তক্ষেপঃ–**

বিচার বিভাগের সক্রিয়তার সমালোচনা করে লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জি বলেন,  "সংবিধানের উপরে কেউ নেই। যদি ভারতের সংবিধান বলে যে কোনো আদালত আইন পরিষদের অভ্যন্তরীণ বিচারের এক্তিয়ারের অধিকারী হবে না, কাজেই আদালত কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে এটিকে বাতিল করতে পারে না। কাজেই সুপ্রিম কোর্ট তার প্রজ্ঞায় ভবিষ্যতে এমন কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবে না যা অভ্যন্তরীণ প্রাধান্যকে অনুমতি দেবে।"  তিনি আরো বলেন "সংবিধানের যন্ত্র হিসাবে আইনি শিক্ষা উন্নত করার জন্য বিচার বিভাগ একমাত্র

কেন্দ্রবিন্দু নয়। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে সংবিধানের অধীনে জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার অনুমোদক কে? উত্তরে বলেন এটি আইন পরিষদ ,বিচার বিভাগ নয়।
তিনি পরামর্শ দেন যে বিচার বিভাগকে জনস্বার্থ আইন পরিষদের মতামত গ্রহণ করতে হবে যেখানে এটি অনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ আইভরি টাওআরে বসে রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ নিতে পারেনা। বিচারিক সক্রিয়তা অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক সৃষ্টি করে যাতে অবশেষে জাতির ভালো হবে না। আমরা সবাই বুঝি যে অবশেষে লোকেরা নিষ্পত্তি মুলক আঘাত হিসেবে হরতালে শামিল হবে," –শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। **(5)**

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার সমালোচকরা সর্বজনীনভাবে জনসাধারণের দায়িত্ব পালন করার জন্য বিচার বিভাগকে আরো বেশি জোরদার ও আক্রমণাত্মক করেছে তারা কেউ "Judicial Extremism"বলে এটিকে অভিহিত করেছেন। আবার তাদের মধ্যে কেউ এটিকে 'বিচারিক সন্ত্রাসবাদের' তকমা দিয়েছে। কেউ অভিযোগ করছে এই বিচারিক সক্রিয়তার মাধ্যমে কিছু বিচারক ন্যায়বিচার এর পরিবর্তে জনপ্রিয় হবার চেষ্টা করছে অর্থাৎ তারা গ্যালারিতে খেলা শুরু করেছে যার মাধ্যমে ক্ষমতার বাস্তবিক বা কাল্পনিক গ্রহণযোগ্যতার সুবিধা গ্রহণ করছে।

জনগণের প্রতিনিধিদের (এম. পি ও এম. এল. এ )মধ্যে প্রভাবপূর্ণ অনুভূতি হল বিচারক সক্রিয়তা নিজেই নিজেকে বিপদজনক হিসেবে প্রকাশ করেছে। গণতান্ত্রিক মনোভাবকে ধ্বংস করে হুমকির মুখে পড়েছে এবং ভারতের সংবিধানের আলোচিত ক্ষমতার বিচ্ছেদ পরিকল্পনায় ঝুঁকি নিচ্ছে। **(6)**

**6. প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমালোচনাঃ–**

অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় তাদের কার্যকারিতা এবং তাদের কর্তৃত্বের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপের জন্য অযাচিত প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। তারা বিচার করে যে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহারের ফলে বিচারব্যবস্থার সাম্রাজ্য প্রসারিত করেছে,সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সীমা অতিক্রম করেছে। এবং সেই এলাকার গুলিতে প্রবেশ করেছে যা

নির্বাহীটির অন্তর্গত। তারা অভিযোগ করেছে বিচারালয়ের ক্ষমতা এবং অনিচ্ছাকৃত দুঃসাহসিকতার অস্পস্ট ব্যবহারের মধ্যে লিপ্ত হয়েছেন। তারা দৃঢ়ভাবে বলেছে যে বিচার বিভাগ নিজ এলাকায় ঠিক করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এবং ন্যায় বিচার ব্যবস্থাটির ক্ষেত্রেগুরুতর ত্রুটি, ঘাটতি এবং ব্যাধি রয়েছে যার ফলস্বরুপ সাধারন মানুষের ন্যায্য দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। মামলার ব্যাপক খরচ, মামলার ব্যাপক সংকোচন এবং মামলার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বিলম্ব সর্বাধিক দৃশ্যমান এবং সুস্পষ্ট লক্ষণ। এবং এটি একটি গভীর ক্ষতের  লক্ষন তাও এটিকে দমন করতে হবে।**(7)**

এ প্রসঙ্গে তারা অভিযোগ করেন যে বিচার বিভাগ নিজের এলাকার সংস্কার করার কাজটির পরিবর্তে আন্তরিকভাবে প্রশাসন পুনর্গঠন করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে।বিচারকরা নিজেদের প্রশাসনের অসম্পূর্ণতাগুলি অন্ত:র্মূখী এবং সংশোধন করার পরিবর্তে অন্যদের সাথে ত্রুটি খুঁজতে বেশি আগ্রহী।

রাজনীতিবিদদের একটি বড় অংশ এবং আমলাদের একটি বড় অংশ বিচারিক সক্রিয়তার একমাত্র সমালোচক নয়।**(8)** অন্যান্য ব্যাক্তিরাও মনে করেন যে বিচারকদের লক্ষণ রেখা অতিক্রম করে চলেছেন ,তারা কেবল সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য এবং ব্যবস্থাপনার জন্য সজ্জিত নয় তার থেকেও অনেক দূরে চলে গেছে এবং তাঁরা আইন পরিষদের পাশাপাশি রাষ্ট্রের বিষয়ক এবং জনগণের ভাগ্য সম্পর্কে সুপ্রিম কমান্ডারের ভূমিকা পালন করছে।

**7. সাধারন মানুষের চাহিদার সীমাবদ্ধতা :-**

সাধারণ মানুষ মনে করে যে বিচার বিভাগটির তাদের স্তরের তুলনায় অনেক বেশি,  তাদের বসবাস সাধারণ মানুষের থেকে অনেক দূরে এবং জনসাধারণের পক্ষে তা খুবই রহস্যময়। বিপাকে পড়ে জনসাধারণ ন্যায়বিচারের মন্দির থেকে প্রবাহিত বিচারের জন্য অপেক্ষা করে। ন্যায় বিচার বিতরণের গুরুতর দায়িত্ব নিয়ে অভিযুক্ত আদালতগুলি অনেকক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।দরিদ্র, অসুবিধাগ্রস্ত  এমনকি নিরস্ত্র ব্যক্তিদের মৌলিক অধিকারগুলি  যখন নিদারুণভাবে অবজ্ঞা করা হয় তখন তারা মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেনা। ন্যায়বিচারের প্রবেশাধিকার সিস্টেমের মধ্যে একটি দুর্বলতা হিসেবে প্রতিপন্ন হয়।এছাড়া বিচারিক প্রক্রিয়াটি কেবল নমনীয় নয় তবে

এটি এত ব্যয়বহুল এবং জটিল যে এর সুবিধাটি সমাজের দুর্বল বিভাগগুলোতে খুব কমই পৌঁছাতে পারে। বিচারক নিজেদের বিচার একমত নয় এবং বিচারক সক্রিয়তার প্রভাবকে প্রভাবিত করে।**(9)**

এটি আরও অভিযোগ করেছে যে হাওয়ালা থেকে গবাদিপশুর স্ক্যাম, অর্থনৈতিক নীতিমালা থেকে বিচক্ষণ কোটাএবং মৃত্যুদণ্ডের অধিকারের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ধারাবাহিক বিষয়ে আদালতের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা শব্দটির বিপদ হলো বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতার কোনো স্বচ্ছ ব্যবস্থার সাথে রাজনৈতিক অধিভুক্তদের সাবধানতার সাথে দেখে না। বিচার বিভাগীয় আচরণের অবনতি হলেও গোপনীয়তার বৃদ্ধি পেয়েছে। আদালততের নির্বিচারে তার দায়বদ্ধতা বাতিল করা

**৪.বিচারিক আত্মনিয়ন্ত্রণের মতবাদের সমর্থকরদের যুক্তিঃ-**

বিচারিক আত্মনিয়ন্ত্রণের মতবাদের সমর্থকরা এই দাবিকে সমর্থন করে যে ক্ষমতার বিচ্ছেদের মতবাদ পারস্পরিক চ্যালেঞ্জ এবং ভারসাম্য গুলির একটি সিস্টেমকে তার পূর্ববর্তী উদ্বেগ হিসেবে বিবেচনা করে এবং পারস্পরিক হস্তক্ষেপের জন্য তারা মনে করেন যে বিচার বিভাগ সরকারের অঙ্গগুলির অন্যতম, অন্যদের নীতি নির্ধারণের উদ্যোগ ছেড়ে চলে যেতে হবে।বিচারপতি Frankforter বলেন, " নীতির সমস্যা রাজনীতিবিদদের জন্য এবং বিচারকদের জন্য নয়।"বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের মতো বা আইন পরিষদের মতো বিচার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হতে পারে না। বিচার বিভাগের হলো ধীরে যেতে হবে এবং কাউকে যেন অসম্মান না করা হয়।"**(10)**

তারা যুক্তি দেয় যে, সক্রিয়তা সাংবিধানিকভাবে অযাচিত। সংবিধান প্রণয়নকালে সংবিধানের রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল না চেয়ে আদালতের মৌলিক নীতিতে তাৎক্ষণিক আলোচনা শুরু করা উচিত কারণ বিধান পরিষদের ক্ষমতা অন্য অঙ্গে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা বলে যে সক্রিয়তা নৈতিকভাবে অসহায় কারণ বিচারকরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয় না, সংসদ হিসেবেও একইভাবে ভোটারদের কাছে সরাসরি আদালতে দায়বদ্ধ নয়। সক্রিয়তার বিচারিক বৈধতা হলো বিপদজনক যা আইনের শাসনকে দুর্বল করে তুলবে। সমাজতান্ত্রিক আইন গুলির উপর নজর রাখলে তারা বলে যে, আদালত ব্যবসায়ের প্রতিরক্ষার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য

কৌশল তৈরি করেছে। তারা অভিযোগ করে যে অতিরিক্ত বিচারিক সক্রিয়তা মূলত সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও ব্যবসাকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণে আনতে মূলত আইনকে আঘাত করে রাখার জন্য দায়ী। তারা বিশ্বাস করে যে সংবিধান সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ করার জন্য বিধি বিধানকে ব্যাপক বিবেচনার জন্য অনুমোদন দেয়। আদালতটি আইনের নির্মাণকারী সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে না অর্থাৎ আইন তার নিজস্ব ভবিষ্যৎবাণী প্রণয়ন করবে না। তারা মনে করে এর মাধ্যমে জনসাধারণের নীতিগুলো নিয়ে বিতর্কের মধ্যে জড়িত হয়ে বিচারক ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অব্যাহত স্বীকৃতি যুক্তিযুক্ত হবে যদি রাজনৈতিক বিষয়ে যুক্ত না থাকার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

**9. আদালতের রায়গুলি রাজনৈতিক কালিমালিপ্ত :-**

**অনেক রায় আছে যেগুলি রাজনৈতিক কালিমালিপ্ত থেকে মুক্ত নয়, যা রাজনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি।** অযোধ্যা মামলার রায়ে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স অনাবশ্যক রূপে পরিবেশিত হয়েছে। পাঁচজন বিচারক এর মধ্যে দুজন বিচারক বলেছিলেন যে 'Impuged act' এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের তীর্যক অবস্থান হতে পারে। 'indianization' হিসেবে অনুমোদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়, Narashima rao এর মামলা এক ম্যাজিস্ট্রেটের ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তর, বাংলাদেশ থেকে 6500 চাকমা রিফিউজিদের নাগরিকত্ব প্রদানের রায়, 1989 সালে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের বিষয়টি তিন বিলিয়ন ডলারের বদলে 470 মিলিয়ন ডলারের নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। 1997 সালের 12 ই নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট রায়ে বলে যে, কোন দল বা প্রতিষ্ঠানের যে কোন বনধ ঘোষণা অবৈধ ও অসাংবিধানিক।**(11)** এই প্রকার ঘোষণা হল একপ্রকার আজগুবি ও প্যারাডক্সিক্যাল। মিলিয়ন সদস্যপদ যুক্ত একটি দলের বিরুদ্ধে আদালত কি contempt to party করতে পারবে? উত্তরে বলা যায় একদমই না কারণ এটি একটি রাজনৈতিক সমস্যা, রায় এক্ষেত্রে অকার্যকরী ও অগণতান্ত্রিক।

- **সমালোচকদের বক্তব্য থেকে যা উঠে আসে :-**

**ভারত গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্বাচনীমূলক ভাবে দায়বদ্ধ। নীতির পছন্দ যা সরকারের বিভাগ দ্বারা নির্বাচনমূলক ভাবে**

**তৈরি, সেটির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট রাজনৈতিক ভাবে দায়ী নয় কিন্তু নেতিবাচক সক্রিয়তা এই নীতিতে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে যা উদ্বেগের বিষয়।**

- সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সক্রিয়তার প্রকৃতি নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক কার্যকলাপে স্থানান্তরিত হলে এই ধরনের সমালোচনা আরো জোরদার হয়।এই স্থানান্তর উভয় ক্ষেত্রে একদিকে রাজনৈতিক পাশাপাশি জুরিসপ্রুডেন্সিয়াল ঘটনা। রাজনীতিতে বিচার বিভাগের নেতিবাচক সক্রিয়তা থেকে ইতিবাচক সক্রিয়তার স্থানান্তর আদালতের প্রতি রক্ষণশীল ও উদার মনোভাবের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে।এটি মূলত বিচারিক শক্তির সম্প্রসারণ এবং বিচারিক কার্যকলাপের উপর কার্যকরী এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত নিয়ন্ত্রণের ক্ষয়ক্ষতির কারণে পরিচালিত তাত্বিক প্রচেষ্টার কারনে সৃষ্টি।

- সমালোচকরা বলেছেন যে আদালতের নির্দেশাবলী প্রদানের পাশাপাশি প্রশাসনিক ক্ষমতা করায়ত্ত করা হয়েছে। সম্পূর্ণরূপে প্রশাসনিক বিষয়গুলির দিক নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং আদালতের প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও এটি তার সীমা অতিক্রম করেছে। স্থানীয় সংস্থাগুলি ও অন্যান্য সংস্থাগুলো কিভাবে তাদের প্রশাসন পরিচালনা করবেন এখন তার নির্দেশ প্রদান শুরু করেছে। তাহলে আদালত গুলি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে কিভাবে প্রশাসন চালানো উচিত তা প্রতিরোধ করতে আছে? এটি কি আইনসভা, নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য কে প্রভাবিত করবে না?

- আমাদের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তিতে এই ধরনের মতৈক্য হ্রাস পাবে যা বলে যে দেশের শাসন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আইন পরিষদের আস্থা উপভোগ করে এবং জনগণের কাছে জবাবদিহির জন্য নির্বাচনের সময় দায়বদ্ধ থাকবে।তাহলে বিচারই ঐতিহ্য কি কর্তৃত্বের অবসান করবে না? আদালত কি আদালত দ্বারা শাসিত হওয়ার আদেশ বহন করতে পারে? এই প্রচেষ্টা অগণতান্ত্রিকই নয়,বিপদজনক ও একটি জাতীয় দুর্যোগে পরিণত হতে পারে।

❖ যখন সরকারগুলি অন্য সংস্থা বা অঙ্গগুলির সীমা অতিক্রম করে তখন ক্ষতিগ্রস্ত দল আদালতের কাছে যেতে পারে। এবং এই ধরনের অপরাধের প্রতিকার চাইতে পারে কিন্তু আদালত নিজেই যদি অপরাধী হয় তখন কোন ফোরামে ক্ষতিগ্রস্ত দল আপিল জানাবে? মানবজাতি যদি রাজনৈতিক সচেতনতার ধারাবাহিক পর্যায়ে গিয়ে রাজার ও স্বৈরাচারীদের হতাশার অবসান ঘটিয়েছে,তবে এটি বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার আশা রাখে।বিভিন্ন ধরনের বিচারিক স্বৈরতন্ত্র কেবল অযোগ্যই না, এটি সবচেয়ে অযৌক্তিক।

1994 সালে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগের বিষয়ে নির্বাহীর কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়েই বিচারবিভাগে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট অধস্তন আদালতের বিচারকদের অবসর, বয়স ও তাদের পরিষেবার শর্তাবলী সমন্বিত একটি রায় প্রদান করে তাতেও শাসন বিভাগের কোন ক্ষমতা থাকে না, যা আইন পরিষদ ও রাজ্য সরকারের নিজস্ব ক্ষেত্র। কাজেই সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা পদ্ধতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে এবং সাময়িক ভাবে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে।

❖ ন্যায়ের ক্ষেত্রে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য, বিচারিক সক্রিয়তা নয়। বিচারিক despotism এর মত আগ্রাসী বিচারিক সক্রিয়তা বরং বিচারক ও পণ্ডিতদের মধ্যে একটি বিতর্কিত প্রস্তাব। ফেডারেল জুরিসপ্রুডেন্স সংবিধানের মৌলিক কাঠামো হিসেবে বিচারিক পর্যালোচনা কি প্রতিষ্ঠা করেছে যা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সাথে সমানভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণতা পেয়েছে। যতক্ষণ না পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণতার সাংবিধানিক মূল্য সাংবিধানিক সমান্তরাল ও ক্ষমতার ভারসম্যকে বিরক্ত করে না ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বিতর্ক সৃষ্টি হয় না। সমস্যা উঠে আসে যখন আদালত অবমাননা এবং সরকারের উপর 'mandamus' জারি হয়।বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে না তবে সংবিধানের তিনটি কক্ষের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কে সূচনা করে। গত কয়েক দশক ধরে বিচারপ্রক্রিয়া বা সক্রিয়তা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিপরীতে আনুপাতিকভাবে দেখা গেছে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দুর্বল, বিচারক শক্তি শক্তিশালী বিপরিতাংশে সত্য।

- ❖ সক্রিয়তার কারণে সুপ্রিম কোর্ট একটি অ-নির্বাচনী সুপার আইন পরিষদ হয়ে উঠেছে ।সমালোচকেরা এটিকে 'সংসদীয় তৃতীয় চেম্বার' বলে অভিহিত করেছেন।বিশেষ করে আইনের সাংবিধানকতার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আদালতে একটি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করে। এটি কেবল আইনের সাংবিধানিকতা বিচার করে না বরং তাদের ন্যায্যতা ও নির্ধারণ করে। ন্যায় সঙ্গত রায় প্রদানের ক্ষেত্রে আদালতের যুক্তিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।। সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব মতামত প্রতিফলিত হয়। বিচারক যখন রাজনীতিতে নেমে আসেন তখন বিচার বিভাগের খ্যাতি হ্রাস পায়, এবং সংবিধানে তত্বাবধায়ক এর ভূমিকা পালন করতে পারে না।

**সমালোচনা গুলি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে,**

- ➢ **বিচারব্যবস্থা তার ঐতিহ্যগত কর্তব্য এবং ফাংশন থেকে সংবিধান ও আইন গুলির একটি ইন্টারপ্রেটর হিসেবে কাজ করেছে এবং এটি এমন কোন ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করেছে যেখানে তার কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। বিচার ব্যবস্থা আত্মনিয়ন্ত্রণের বাধা এবং বিচ্ছিন্নতার দ্বারা ক্ষহীন হয়ে উঠছে। এবং বিচার বিভাগের এই ব্যর্থতা বা সরকারের অন্যান্য শাখার দায়িত্বহীনতার বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না এবং ক্রমবর্ধমান আইনি বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রদান করতে শুরু করেছে।**

- ➢ **বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তা হল একটি অস্ত্র যা সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিৎ।** সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে এটি কার্যকর হবে। অনির্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত হলে এটি বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে গণতন্ত্রকে দুর্বল করে দেবে।গণতন্ত্র ও ক্ষমতার বিচ্ছেদ পরিকল্পনার সাথে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের সাথে মিলিত করতে হবে।মৌলিক কাঠামোর অযোগ্যতার জন্য বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার তত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিরোধী এবং অগণতান্ত্রিক। সমতা নীতির একটি নতুন মাত্রা হিসেবে অ-মধ্যস্থতা অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে। বিচার বিভাগের জন্য আদালত যেমন কিছু বলছে, আবার সাংবিধানিক নীতির মধ্যে কোন মহান অবদানের সঙ্গে তার প্রগতিশীল শক্তিরক্ষা করছে। এক মামলায় রায়ে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রাঙ্গনাথ মিশ্র হুমকি দেন যে , আদালতের নির্দেশাবলী

যদি সংকলিত করা না হয় তাহলে তিনি আর্টিকেল 356 অধীনে ইশতেহার ঘোষণা করার সুপারিশ করবেন। বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার একটি সহায়ক ধরা হওয়া উচিত এবং বিচারিক ভাবে আবিস্কার যোগ্য এবং পরিচালনাযোগ্য মান স্থাপন করা উচিত। বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তা মূলত সরকারের রাজনৈতিক শাখার অন্তর্গত বিষয়গুলিতে বিচারব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার মানদণ্ডের অভাব এর ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে। বিচারবিভাগীয় স্বক্রিয়তার সীমিত ক্ষমতা হওয়া উচিত এবং উচ্চতর আদালতে দুর্বল সম্পদগুলি জন্য কার্যকরী প্রত্যাশিত এবং নীতিমালার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা উচিত। যেখানে এটি সর্বাধিক প্রয়োজন সেখানে এটি সর্বাধিক ব্যবহার করা উচিৎ। আদালতের নির্বিচার অবলম্বন এক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বাতিল করতে পারে।

- **সংক্ষেপে বলা যায় বিচারক সক্রিয়তা একদিকে নির্বাহী ও বিধানসভা এবং অন্যদিকে বিচার বিভাগের মধ্যে পার্থক্যের লাইনকে আলাদা করেছে**। আদালত নির্বাহী বিভাগের প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে জড়িত।উদাহরণস্বরূপ শব্দ বা বায়ু দূষণ হ্রাস বা দুর্নীতির মামলা তদন্ত বা নির্বাচন সংস্কারের আনুষ্ঠানিকতা বিচার বিভাগের কর্তব্য নয় ।এগুলি প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত বিষয়গুলি তত্বাবধানে পরিচালনা করা হয়। সুতরাং, বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা সরকারের তিনটি অঙ্গের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেছে। গণতান্ত্রিক সরকার অন্যান্য অঙ্গের ক্ষমতার অধিকারী এবং সরকারের কর্তৃত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। বিচারিক সক্রিয়তা এই গণতন্ত্রের নীতির ওপর চাপ তৈরি করতে পারে। গবেষণায় এমন কিছু দেখা গেছে যা কিছু নিরপরাধ মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং আটক করা হয়েছে ।এক্ষেত্রে আদালত গুলি ভুল সিদ্ধান্তে আসার জন্য প্রসিকিউশন এবং পুলিশকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। তাই ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে আদালতকে অবশই সন্দেহের বাইরে থাকতে হবে। বিচারক যখন বিচার করেন তখন একজন মানুষের উপরে এবং ঈশ্বরের নিজের অবস্থান করেন। কাজেই তাঁকে দায়বদ্ধ হতে হয়। একই অপরাধের অভিযোগে একজন বিচারক কম শাস্তি প্রদান করেন এবং অন্য বিচারক কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। একজন বিচারক আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং অন্য বিচারক তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেন।এটা কেন হয় ? একটি দৃষ্টিকোণ আছে যে সকল বিচারককে অবশ্যই আচরণ বিজ্ঞানের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশিক্ষণ নিতে হবে।কিন্তু তা

বিচারিক সক্রিয়তা হিসেবে মানবিক আচরণ বুঝতে অক্ষম এবং তার গতিশীলতা বিপদজনক এবং অবিচার প্রবণ।

সক্রিয়তা নিয়ে আশ্রয় নেয়ার সময় আদালতগুলি জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে খর্ব করা উচিত নয়। যদিও বিচারকরা একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে তারা চূড়ান্ত নয়।

## ভারতে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার প্রাসঙ্গিকতা

বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা সর্বদা উষ্ণ বিতর্কের অংশ। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বিকাশের আলোকে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।গত কয়েক বছরে বিভিন্ন বিতর্কিত সিদ্ধান্তের সাথে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও হাইকোর্টের বিচারকরা বিতর্ক শুরু করেছেন যা জাতীয় বিতর্ক তৈরি করেছে। বিভাগীয় স্বক্রিয়তা সন্দেহ নেই যে তার যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা আছে। **প্রথমত , এটি স্পষ্ট হয়েছে যে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা শুধুমাত্র বিচার বিভাগকে সক্রিয় করেনি তবে নির্বাহী ও আইনী পরিষদ কেও সক্রিয় করেছে।বিচার বিভাগের প্রচেষ্টা এবং নির্দেশনার ফলে পরিবেশ সুরক্ষা আইন (1986), মানবাধিকার আইন (1993), ভোক্তাসুরক্ষা আইন (1986) হয়েছে।এছাড়া গোপনীয়তার অধিকারকে মৌলিকঅধিকার হিসেবে ঘোষণা (2017), তিনতালাকের মধ্যযুগীয় বর্বরতা বাতিল, সংবিধানের 377ধারা বাতিলের মাধ্যমে সমকামিতার স্বীকৃতি, শবরিমালা মন্দিরে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে নারীদের ধর্মাচরণের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তা বেশ কয়েকটি কেলেঙ্কারির সন্ধান করেছে। যেমন হাওয়ালা স্ক্যাম, fodder স্ক্যাম,bcci কেলেঙ্কারি ,সরকারি ঘর ও পেট্রোল পাম্প কারখানার ইত্যাদির অবৈধ বরাদ্দ।বিচার বিভাগীয় কর্মকান্ড আইনী নেতৃত্ব দিয়েছে। যেমন- দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, TADA ও ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে বিভিন্ন অভিযোগে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ আমলাতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান এমনকি প্রসিকিউশন শুরু হয়েছে।**

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা সুশাসনের একটি উপায়। ভারতের সংবিধান গৃহীত আইন ও নীতি অনুসারে 'আমরা ভারতের জনগণ'- এই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার জন্য ও প্রশাসনের প্রয়োজনীয়

সাংবিধানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রশাসনকে জনগণের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা এবং আইনের শাসনের দাবিগুলির প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। জনগণের সমস্যা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি, তাই জনগণের জীবনে ক্ষতিকারকতা দূর করার জন্য সরকারের অন্য অঙ্গগুলোর চেয়ে বিচার বিভাগ অনেক বেশি সক্রিয়। বিচার বিভাগ ন্যায়বিচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণ প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারও ব্যর্থতার কারণে। সামাজিক চাহিদা নিশ্চিত করতে যথাযথ সংশোধন প্রয়োজন। বিচারব্যবস্থার এই সংশোধন বিচারিক সক্রিয়তার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচালিত হবে, সংবিধানের বাধ্যতামূলক লঙ্ঘনকে দুর্বল করবে ও সঠিক নির্দেশ প্রদান করবে।(**12)** তাই সুষ্ঠু বিচার কর্মকাণ্ড একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্রের আইনের শাসনকে প্রয়োজনীয় জীবন যাত্রার জন্য অপরিহার্য। সুশাসন প্রদানের জন্য সরকারের নির্বাহী বিভাগের অংশের ব্যর্থতার দরুন বিচারিক সক্রিয়তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রচুর under-paid শ্রমিক,bonded শ্রমিক, বন্দিদের,ফুটপাতের বাসিন্দা,ট্রায়াল চলাকালীন আটক, ঘরবাড়ি সুরক্ষা,ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার শিকার নির্যাতিতদের উদ্ধার করেছে।বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তা শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয়তা ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বরং সঠিক নির্দেশে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

একটি ন্যায্য সরকারসরবরাহ করা হলো নির্বাহীটির প্রথম কর্তব্য। আদালতের নির্বাহী বাহিনীর বর্ধিত হাত হিসে কাজ করার কথা নয়। যাইহোক ,বিচারব্যবস্থার সক্রিয়তা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিপরীত হিসেবে আনুপাতিক হয়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দুর্বল, বিচারিক শক্তি শক্তিশালী, বিপরীত অংশে সত্য।বিচারিক কর্মসূচির মাধ্যমে বিচার বিভাগ প্রশাসনের প্রক্রিয়াতে সহায়তা করে না,এটি সরকারের নির্বাহী বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করে না।একমাত্র এই সক্রিয়তা জন প্রশাসনকে সচেতন হতে পরিচালিত করেছে।বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তা জনপ্রশাসনকে কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য প্রচুর সুশৃংখল, স্বাস্থ্যকর ও উপযোগী প্রভাব ফেলেছে।

এই সকল দিক স্বীকার করে বলা যায় যে যেমন ব্যক্তি ও সামাজিক কর্মীদের দ্বারা বিচারের জন্য নয় বরং সরকার,রাজনৈতিক দল সরকারি কর্মচারী,সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ ,নির্বাচন কমিশন, ট্রাইবুনাল কমিশন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের দ্বারা বিচারিক সক্রিয়তাকে স্বাগত জানানো হয়েছে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে কেউই বিচার বিভাগীয় অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করে না যা প্রধানত নির্বাহীটির অন্তর্গত।কিছু দুর্বল গুজব প্রায়ই শোনা যায় কিন্তু যাদের কায়েমী স্বার্থ প্রবাহিত হয় শুধুমাত্র তাদের । ভি.আর.কৃষ্ণ অয়ার যিনি ভারতের সুপ্রিম

কোর্টের একজন খুব বিশিষ্ট বিচারক ছিলেন এবং একজন জুরিষ্ট ছিলেন। তিনি সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আদালত সরকার বা প্রশাসনকে অপব্যবহার করতে পারে না বরং ক্ষমতার অপব্যবহার কে দূরে নিয়ে যেতে পারে।এতে সন্দেহ নেই যে কোর্টগুলো মূলত বিচারের জন্য এবং অবশ্যই প্রশাসনের জন্য নয় তাই সুশাসনের বিকল্প নয়।

**বিচারবিভাগের সক্রিয়তার মাত্রার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতঃ-**

- .অজিত রায় ভারতের একজন সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ মন্তব্য করেছেন যে,বিচারিক কর্মকাণ্ড একটি অস্ত্র যা অনেক সারমর্মের সাথে ব্যবহার করা উচিত। তিনি বিশ্বাস করেন যে সঠিক ভাবে ব্যবহৃত হয় এটি কার্যকরী হবে নির্বিচারে নিযুক্ত হলেন বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে।**(13)**
- পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সচ্চিনন্দন শর্মা বলেছেন যে, যখন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তখন বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠানটি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি পূরণের কথা মনে করিয়ে দেয়। পরিবেশ রক্ষা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবদান উল্লেখযোগ্য ।তিনি পরামর্শ দিয়েছে এখন দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনেক এগিয়ে রাখা হবে।**(14**)
- আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রায় বাহাদুর শাস্ত্রী বলেন, জাতীয় একাডেমির প্রশাসন ভারতের আদালতে কিভাবে ধীরে ধীরে জীবনের গুণগত মান এবং পরিবেশের বিভিন্ন দিক প্রয়োগ করেছে তা দেখানোর জন্য একটি ভালো সংখ্যক বিচারিক সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করেছে।

  জনস্বার্থ মামলাটি লোকাস স্ট্যান্ডির ধারণার মাধ্যমে তার সুযোগ্ ও ব্যবধানের ব্যাপকতর সামাজিক চাহিদা মেটাতে এবং ন্যায়বিচার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়ার সামাজিকীকরণ করেছে(**15)।**

- বিচারিক সক্রিয়তার সমর্থকরা মনে করেন যে, জীবনের অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার, পরিবেশের অধিকার এবং লোকেদের অবস্থানের বিস্তারের ফলে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি হ্রাস পেয়েছে। যেমন চার্চ, স্কুল, পরিবার ইত্যাদির

ফলে কার্য সম্পাদন করার জন্য আদলতগুলির সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোর্টের মাধ্যমে আমরা আইনের প্রতিটি নাগালের আওতায় আছি। এবং আমরা আশা করি আইনটি আমাদের পার্থিব অঞ্চলে সম্মৃদ্ধ করা ছাড়াও বহির্বিশ্বের সাথে পরিচয় করাবে। বিচার ব্যবস্থার অত্যন্ত উন্মুক্ততা এই আকর্ষণের কারণ হতে পারে যখন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে যে, বেসরকারি ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আপাতত কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা প্রায়ই আদালতকে সরকারের ওপর সীমাবদ্ধতা তৈরি প্রয়োগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। সম্পর্কের একটি বিস্তৃত বিচার ব্যবস্থার মধ্যে পণ্যের বহির্মুখীতা ঘটেছে। তবুও বিচার ব্যবস্থার বাস্তবতা উপেক্ষা করা যায় না।

- ভারতে অনেক সমর্থক এবং শিক্ষাবিদ বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তা কে ভারতীয় সংবিধানের বিচার বিভাগের প্রাকৃতিক ভূমিকা হিসাবে সমর্থন করেন। রাজেন্দ্র সাচার স্বীকার করেছেন, আদালতের সক্রিয়তা সংবিধানের একটি আদেশ যা বিচারকদের অবশ্যই সম্মান করতে হবে, যদি তারা তাদের শপথের পক্ষে সত্য হন। তিনি বলেন যে বিচারিক স্বক্রিয়তা রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির অনিবার্য পরিণতি যা সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে।**(16)**

- বিচার বিভাগের স্বক্রিয়তার পোষণকারীরা বলেন,সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তা নিজেই সংবিধানের লিখিত। এটি একটি লিখিত ফেডারেল সংবিধানের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। তিনি বিচার বিভাগীয় পদ্ধতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তাকে সমর্থন করেন এবং যা আইনের মহিমা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।

- বিচারিক সক্রিয়তাবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে, আদালত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে নৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করবে। এবং আমাদের মত দেশের মূল্যবোধ ও আদর্শকে পষ্ট করে তুলবে। যা প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের অভিভাবকের কাজ হিসেবে গণ্য করা হবে। তারা মনে করে যে আদালতকে স্বইচ্ছায় একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। তারা জোর দিয়ে বলেন যে, একজন সক্রিয় বিচারক হলো লক্ষ্যভিত্তিক। তার আগে আসা

বিতর্কের সঠিক ফলাফলটি অর্জনে তার আগ্রহ এমন যে প্রক্রিয়া যা তার স্বার্থের কাছে অপরিচিত, যার ফলে আদালতে ফলাফল আসে। সিদ্ধান্ততের সঠিক পরীক্ষা দ্বারা রাজনৈতিক ও নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ করে যার প্রভাব সমাজের জন্য উপকারী হবে। যেহেতু তিনি আইন কে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি রূপ হিসেবে দেখেন তাই তিনি জনসাধারণের নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে এবং পছন্দসই ফলাফলগুলি পেতে কোনো রুল দমন করার ইচ্ছার মাধ্যমে বিকাশে নতুন আইনি মতবাদগুলি বিকাশে সৃজনশীল হবে। তিনি রাজনৈতিক লংঘনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিতর্কের সাথে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে কম ভয়ঙ্কর।

- সক্রিয় কর্মী দাবি করেন যে সুপ্রিম কোর্ট সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গগুলোর সাথে সক্রিয় এবং সৃজনশীল ক্ষমতা ভাগ করবে।সমাজে প্রয়োজনীয় মৌলিক পরিবর্তনের জন্য এটি প্রস্তুত থাকা উচিত, যা কোনো কারণে কেউ তাদের কৃতিত্বে ব্যর্থ হলে অন্য কেউ সেটা পূরণ করবে। যুক্তি হলো এই যে কোন কারনে বিচারকরা জনপ্রিয় চাপ থেকে মুক্ত হয়।অন্যরা বিচারের ধারণাটি বিচারকের সঙ্গে যুক্ত করে। অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলো আরো সহজে এবং আরো বেশি স্বাধীনভাবে সদস্যদের চাপের প্রতিফলন করে, অর্থাৎ অধিকাংশের তথাকথিত চাহিদা, তাই তা বিচারকের মত না। তিনি জানেন যে কোন অবস্থাই তাকে বিরক্ত করতে পারে না,অবিলম্বে রায় দিতে সমস্যা হয় না। ( **17)**

- সক্রিয় কর্মীরা মনে করেন, সংবিধানের লক্ষ্য কেবল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সংরক্ষণ নয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ এর ইচ্ছা থেকে কিছু স্বাধীনতা রক্ষা করা, দ্বিতীয় হল, প্রথম লক্ষ্য অর্জনের সাফল্য প্রতিষ্ঠা করা। স্বাধীনভাবে মুক্তিযুদ্ধের সুরক্ষার মাধ্যমেআদালত গণতান্ত্রিক সরকারকে নিজের ক্ষমতা ছাড়িয়ে নিজেদের ধ্বংস করা থেকে রক্ষা করে। অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের একটি শান্তিপূর্ণ ফোরাম প্রদান করে যাতে তারা তাদের অভিযোগগুলো বহন করতে পারে এবং সম্ভবত সত্যতা অর্জন করতে পারে।আদালত মনে করে যে যারা শান্তিপূর্ণ বিপ্লবকে অসম্ভব করে তোলে তারা হিংস্র বিপ্লবকে বিচারিক পর্যালোচনার মাধ্যমে অনিচ্ছুক অভ্যন্তরীণ বিপ্লব সৃষ্টি করবে।

কাজেই, সংবিধানের বিলোপ ছাড়াই বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধ করতে পারে এমন পরিবর্তনগুলি সম্পাদন করা যেতে পারে। বিচার বিভাগের ভূমিকা সম্পর্কে যেখানে সাংবিধানিক অধিকার গুলি ভারসাম্য বজায় রাখেল। বিচারপতি রাইট বলেছেন যে, এটা অনেক ভালো যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সরকারের অন্যান্য শাখায় রাজনীতির ক্ষেত্রের মধ্যে সমাধান করা হবে। কিন্তু এগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, যা মাঝে মাঝে এই ধরনের সমাধান অস্বীকার করতে বলে। এই পরিস্থিতিতে এক ব্যবস্থার অধীনে বিচারব্যবস্থা অবশ্যই সমাধান করতে সহায়তা করার জন্য দায়বদ্ধতা গ্রহণ করবে এবং সাংবিধানিক অধিকারগুলির ভারসাম্য বজায় রাখবে।

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য গ্রহণ শীলতা লাভ করেছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বি প্রথম বিচারপতি এ. এম আহমদী বলেছেন, সুপ্রিম কোর্ট নয় সাধারণ মানুষ সক্রিয় হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে নির্বাহি ও আইন পরিষদ তার সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত কাজগুলি দ্রুততার সাথে করবে ।

**বিচারকদের সাক্ষাতকার নেওয়ার মাধম্যে প্রাসঙ্গিকতার যে চিত্র উঠে আসে তা নিম্নরুপে বর্ণিত হলঃ-**

**1.পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলা আদালতের বিচারপতি মেহতাভ হোসেন বিচারিক সক্রিয়তার প্রাসঙ্গিকতা কি?-এই প্রশ্ন** করা হলে তিনি বলেন- এটি দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের উপর ব্যাপক জনসাধারণের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। প্রতিটি জনসাধারনের ক্ষমতা একটি পাবলিক ট্রাস্ট এবং এটি যে উদ্দেশ্য প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এটি যথাযথভাবে ব্যবহার করা উচিত। এটা কি হচ্ছে? না হলে কেন সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সমাজের দরকার। বর্তমানে লোক আদালতের দরুন খুব কম সময়ে জনসাধাররের সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে, নিম্ন আদালতের বিচারকদের legal aid campaign এর মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। pending case দ্রুত নিস্পত্তির জন্য high court নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে তার মাধ্যমে judicial proceeding এর নিয়মনীতির ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের বিচারকদের স্বেচ্ছাধিন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।**(18)**

**2.অন্যদিকে তমলুক আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি বঙ্কিম রায় মতামত দিয়েছেন,** অনেক লোক রয়েছে যারা জীবনের সমস্ত কর্মের সাথে জড়িত, তারা বিশ্বাস করেন যে বিচারিক

সক্রিয়তা সঠিক পথের একটি পদক্ষেপ। তাদের বিশ্বাস, যখন সংবিধানের আওতায়, যখন সুযোগের সমতা অস্বীকার করা হয়, সামাজিক- অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার অসম্মান করা হয়, প্রশাসনিক মধ্যস্থতা নির্মূল করা হয় এবং বৈষম্য অনুশীলন করা হয় তখন বিচারকদের অবশ্যই তাদের অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়ে দিতে হবে এবং সংবিধানে বর্ণিত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সংরক্ষণের অঙ্গীকার পালন করতে হবে অন্যদিকে যখন অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয় হওয়া উচিত কিন্তু হয় না এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং তাদের কল্যাণে আন্তরিকভাবে কাজ করে না, তখন একটি ভলিউম ভ্যাকুয়াম তৈরি হয় এবং তা জনগণের মধ্যে হতাশার অদ্ভুত ধারণা বৃদ্ধি করে এবং একটি পরিস্থিতিতে বিচারিক সক্রিয়তা অনিবার্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আদালতের সক্রিয়তার দরুন প্রায়গিক কৌশল আনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিকল্প নিতি হিসেবে আদালতের আইনপ্রনয়ন জনসাধারনের মান্যতা পাচ্ছে । **(19)**

**3.পশ্চিমবঙ্গের রামপুরহাট আদালতের বিচারপতি শিউলি রায় বলেন যে,** বিচারিক সক্রিয়তা একটি সক্রিয়তা যা বিচারকদের নতুন পদ্ধতির সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করে। তিনি এভাবে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার সাথে নতুনত্ব শব্দটি যোগ করেন যার অর্থ সম্ভবত পুরোনো আইনি দর্শনের নির্দেশিকা থেকে আলাদা। যে অর্থে এটি আধুনিক এবং সাম্প্রতিক। তিনি বলেন যে বিচার ব্যবস্থা পর্যালোচনার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার ক্ষমতা, গণতন্ত্রে বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। বিচারিক কর্মকান্ড বিচার ও ইতিবাচক পদক্ষেপের উদার অধিকার দর্শনের দৃঢ়সংকল্প ছাড়া অন্য কিছু নয়। গঠনমূলক বিচারিক সক্রিয়তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণের সাথে অবশ্যই সংবিধানগত নৈতিকতাকে উন্নীত করবে।**(20)**

- **আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতকারে মাধ্যমে বিচারিক সক্রিয়তার মাত্রা সম্পর্কে যে বক্তব্য উঠে আসেঃ-**

**1. কলকাতার আলিপুর আদালতের আইনজীবী মোহিত সরকার** বলেন যে, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নতুন সরঞ্জাম বিকশিত হয়েছে, নতুন পদ্ধতি প্রণয়ন হয়েছে ,ত্রান প্রতিকারের নতুন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে সংশোধন প্রদান করা হয়েছে।**(21)**

2. **অন্যদিকে হাওড়া আদালতর আইনজীবী শৌভিক সামন্ত**, বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তা সমর্থন করে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, এটি সংযম ও জবাবদিহিতা নিয়ে মিলিত হওয়া উচিত। **(22)**

3. **বারাসাত আদালতের আইনজীবী প্রভাত রায় মনে করেন,** বিচারিক সক্রিয়তা প্রশাসনের জন্য একটি বার্তা নিয়ে আসে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, কল্যান-বন্ধুত্ব পূর্ণ হওয়ার পরিবর্তে জনপ্রশাসন জনস্বার্থের প্রতি সদর্থক হয়ে উঠেছে। বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা ভারতীয় আদালতে অপরাধমূলক বিচার ব্যবস্থাকে মানবিক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।**(23)**

বিচারবিভাগীয় স্বক্রিয়তা সামাজিক প্রকৌশল এবং আইনি বাস্তবতার একটি উদাহরণ। এটি নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এবং প্রায়শই বিকল্প নীতি হিসেবে কাজ করেছে। সক্রিয়তার সর্মথকরা বলেছেন যে, বিচারবিভাগটি সরকারের অন্য দুটি অঙ্গগুলির সমান। এটি কেবল আইন প্রণয়ন করতে পারে না বরং সাংবিধানিক আইন বজায় রাখে এবং সাংবিধানিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং যে কোন কর্তৃপক্ষের আধিপত্যের দাবি থেকে তাকে বিরত রাখে।

সংবিধানের 21 নম্বর ধারার অধীনে জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের অবদান বিশ্বব্যাপী যে কোন অংশে তথা বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তার সর্বাধিক মূল্যবান অবদান। জীবনের অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শুধুমাত্র বিভিন্ন রাজ্যের সংবিধান দ্বারা নয় বরং আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও চার্টারের দ্বারা সারা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অধিকার।

সংবিধানের 21নম্বর ধারা সুপ্রিম কোর্টের বিচার ব্যবস্থাটিকে ব্যাপকভাবে দুটি যুগের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করে**প্রথমটি,** 1950 থেকে 1977 সাল পর্যন্ত, এবং**দ্বিতীয়টি**, 1978 এর পরবর্তী যুগ। প্রথম যুগে উপরোক্ত অভিব্যক্তি অর্থ খুব সংকীর্ণ এবং সীমিত অর্থে ব্যাখ্যা করেছে। কোর্ট ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শুধুমাত্র ব্যক্তির শারীরিক স্বাধীনতা বলে বিবেচিত করেছে এবং 21 নম্বর ধারার অধীনে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করেছে।এই ঘটনা গোপালন বনাম স্টেট অফ মাদ্রাস থেকে শুরু করে মেনকা গান্ধী বনাম ভারত ইউনিয়ন পর্যন্ত চলেছিল। প্রধানত পি।এন ভাগবতী, ভি. আর. কৃষ্ণ অয়ার প্রমুখ বিচারপতিরা এক্টিভিজমের পক্ষে ছিল। 21 নম্বর ধারা

কঠোর ব্যাখ্যার মাধ্যমে তা বলে দেওয়া হয়েছে। মামলায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সুপ্রিম কোর্ট 21 নম্বর ধারার ব্যাবহৃত সকল ধারণা ও অভিব্যক্তি গুলোর মধ্যে সর্বাধিক উদর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই রায়টি তে সংবিধানের 21নম্বর ধারার মাধ্যমে দিগন্তের সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে যখন আর্টিকেল 21 এর অধীনে 'জীবন' কেবলমাত্র প্রাণীর অস্তিত্বই নয় বরং মৌলিক মানব মর্যাদার সাথে বাস করার অধিকার বোঝানো হয়েছে। যেমন একটি 'জীবন' বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শুধুমাত্র প্রক্রিয়া অনুযায়ী বঞ্চিত করা যেতে পারে, যা ন্যায্য এবং যুক্তিসংগত। এমনকি আইনের বৈধতাও 21 নম্বর ধারার কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করা যেতে পারে। অন্য কথায়, **'substantive law**র কারণে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা 21 নম্বর ধারা অনেক অনুমিত এবং অন্তর্নিহিত, অনির্ধারিত মৌলিক অধিকারগুলির ভিত্তি হয়ে উঠেছে। আর্টিকেল 21 নম্বর ধারার অধীনে নারী ও শিশু, মানবাধিকার, বন্দির অধিকার এবং শ্রমিকের অধিকার গুলির মত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র ও সামাজিক অধিকারগুলির সাথে সংযুক্ত। এই অন্তর্নিহিত অধিকারগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যের অধিকার, দূষণমুক্ত পরিবেশের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, লিঙ্গের ন্যায়বিচারের অধিকার,চিকিৎসার সহায়তার অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার, দ্রুত বিচারের অধিকার এবং মৌলিক লঙ্ঘনের জন্য আর্থিক ক্ষতি পূরণের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। সর্বোচ্চ আদালতে এটা নিশ্চিত করেছে যে আর্টিকেল 21 এর অধীনে সুরক্ষা জরুরি অবস্থাতেও স্থগিত রাখা যাবেনা।ছম সুপ্রিম কোর্টের বিচারিক সক্রিয়তা নিশ্চিত করে যে আর্টিকেল 21 মানব দুর্যোগ, অবনতি ও নিপীড়ণের ক্ষেত্রে একটি সেনানিবাসের মতো দাঁড়িয়েছে এবং এর কন্ঠ হলো ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতা।

জনস্বার্থের মামলা দায়েরের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের অধিকার প্রয়োগে ইতিবাচক অবদান রেখেছে, যারা দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতার কারণে কোনও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা পায়নি এবং যারা নিপীড়নের ও শোষণের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। প্রধানত শিশু শ্রমিক, নারী, বন্দি বিচারের আওতায় রয়েছে। বিচারপতি পি. এন. ভগবতী, বিচারপতি চিন্নাপা রেড্ডির সাহসী পদক্ষেপের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের সমস্যাগুলি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। কোনো সন্দেহ ছিল না যে এই প্রক্রিয়াটিতে সংবাদকর্মী, বুদ্ধিজীবী,সামাজিক কর্মী এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো দ্বারা সহায়তা লাভ করেছিল। তাদের প্রচেষ্টার ফলে লোকাস স্ট্যান্ডির কঠোর শাসনকে হ্রাস করা হয়েছে। যার ফলে সকলেই বিচার পাবার অধিকারী হয়েছে, যার ফলে ভারতে জনস্বার্থের উদ্দীপনার উত্থান ঘটেছে।

জনস্বার্থ মামলার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট বন্দীদের, কর্মীদের, ভোক্তাদের,পরিবেশ দূষণের শিকার এবং অন্যান্যদের অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে ইতিবাচক অবদান রেখেছে। জনসাধারণের কাছে প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য জনস্বার্থ মামলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, জনসাধারণের জীবনের সব জায়গায় এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রাখার মতো কাছে প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও আইনের শাসন বজায় রয়েছে। জনস্বার্থ মামলার সুবিধাভোগীরা সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সমগ্র সমাজকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

আর একটি নির্দিষ্ট এলাকা যেখানে বিচারিক সক্রিয়তা অনেক অবদান রেখেছে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং রাজ্যের নির্দেশমূলক নীতির ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে ।সংবিধানের তৃতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকার গুলি যথাযথভাবে কার্যকর হলেও চতুর্থ ভাবে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশ নীতিগুলি অযোগ্য, এখনোদেশের শাসনকালে মৌলিক হিসেবে স্বীকৃত নয়। সংবিধান প্রণয়নকারীদের এব্যাপারে 'পবিত্র দায়িত্ব' থাকা উচিত ছিল। 1950 সাল থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারিক আচরনের বিশ্লেষণ প্রকাশ করে যে, প্রাথমিকভাবে সুপ্রিম কোর্ট একধরনের "হ্যান্ডস অফ" মনোভাব গ্রহণ করেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দেশনা নীতির বাস্তবায়ন সম্পর্কে আদালতের উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পেয়েছে। 1980 সালের পর সুপ্রিম কোর্টের বিচারিক কর্মকাণ্ড একাধিক উপায়ে রাজ্য নীতি ও মৌলিক অধিকারগুলির নির্দেশক নীতির পরিবর্তনের দিক থেকে অবদান রাখে। সুপ্রিম কোর্ট এই নীতিটি প্রতিষ্ঠা করেছে যে রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি গুলি কেবল সংবিধানের ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ বিধানগুলির ব্যখ্যা নয় বরং সংবিধানের তৃতীয় ভাগে আংশিক মৌলিক অধিকারের জন্য কার্যকরী ও ব্যবহারযোগ্য । আদালত নির্দেশমূলক নীতি অনেক ব্যাখ্যা করেছে। যেমন- সমান কাজে সমান বেতন, শিশুদের অধিকার,বিনামূল্যে আইনি সাহায্যের অধিকার, নাগরিকদের অধিকার,শিক্ষার অধিকার এবং দূষণমুক্ত পরিবেশের অধিকার মৌলিক অধিকারগুলির প্রয়োগকারী অংশ হিসেবে রাষ্ট্রীয় নীতি।সুপ্রিম কোর্ট ইউনিফর্ম সিভিল কোড এর মত নির্দেশক নীতির অন্যান্য অংশগুলোতে অবদান রেখেছে। তার সাহসী ও গতিশীল বিচারের মাধ্যমে সংবিধানের 44 নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে ভারতের সাধারণ নাগরিকের প্রয়োজনের জন্য আদালত জনগণ ও রাষ্ট্রের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। একই দৃষ্টান্তে সুপ্রিম কোর্ট অভিন্ন সিভিল কোড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে নির্দেশনা দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট জারি করা

নির্দেশনাবলী প্রগতিশীল নির্দেশনা নীতির বাস্তবায়নে শাসনরত রাজনৈতিক দলগুলির রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করেছে।

**প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রে সবদিক বিবেচনা করে যা বলা যায় তা হল:-**

- এটা যুক্তিযুক্ত যে ব্যক্তি সংশোধনমূলক একটি প্রক্রিয়া পরিচালনা করে।এবং বিচারক সক্রিয়তা সাংবিধানিক আদেশ গুলির লঙ্ঘনের ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করে এবং সঠিক দিকগুলিতে কাজ করার জন্য রাষ্ট্রীয় অঙ্গগুলোকে উৎসাহিত করতে যতদূর সম্ভব সংশোধন করার জন্য কার্যকর পেসমেকার হিসেবে কাজ করে। বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তার কাছে একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্রের আইনের শাসনের প্রয়োজনীয় জীবন শক্তি দেয়ার জন্য অপরিহার্য।

- সন্দেহ নেই বিভিন্ন কারণে বিচারিক সক্রিয়তা তীব্র আক্রমণের শিকার হয়েছে।এটা সত্য যে বিচারক অকাট্য হয় না, এটিও সমান সত্য যে বিচারক ভগবান ও হয় না। তাই তারা অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত নয়, যেখানে সকল মানুষ হলো সংবেদনশীল। তারা সমাজের পণ্য এবং এভাবে সমাজে কি আছে তা তাদের আচরণে প্রতিফলিত হতে পারে। তবুও তাদের সেবার ঐতিহ্য, তাদের অফিসের শপথ,চিন্তাধারা, যা সাধারণত তাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে,চাকরীর উপর তাদের অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ,স্বচ্ছতা বিচার বিভাগীয় লেনদেন,ন্যায় বিচারের প্রশাসনের খোলাখুলি, জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের অঙ্গীকার তাদের অবস্থানকে অনন্য করে তুলতে এবং তাদের দায়ী এবং প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘতম উপায়।বিচার একটি নিরপেক্ষ গুণাবলী নয়– এটি সামাজিক তদন্তের বিষয়, যা কোনো সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ ভাবে পরিচালিত হতে পারে,তবে এটি বিচারকের কেলেঙ্কারিতে বা মহাজাগতিকতা, সততা এবং গৌরবকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে নয়।আইনসভা ও নির্বাহী যখন জনসাধারণের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে এবং যখন সাধারণ মানুষকে আমলাতন্ত্রকে ও পুলিশকে রাজনীতিবিদদের সাথে জড়িত বলে মনে করে তখন ক্ষমতা কাঠামোর মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের থেকে বিচার বিভাগ অগ্রসর হয়। এই অর্থে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ব্যবস্থা বিচার বিভাগের সীমা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকাকালিন

ভারতীয় বিচার বিভাগ গৌরব বজায় রাখে। বিচারিক দায়বদ্ধতা ও বিবর্তন এবং বস্তুবাদের সর্বোচ্চ ঐতিহ্যের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ বিচার বিভাগের গৌরবকে সুনিশ্চিত করে।

- বিচারকের কাজটি সাংবিধানিক মূল্যবোধের অর্থ প্রদান করা।এবং সাংবিধানিক ইতিহাস, পাঠ্য, সামাজিক আদর্শের সাথে যা কাজ করে। সাংবিধানিক বিচার এই কাজের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ। বিচারপতিরা তাদের ঘোষণার মাধ্যমে নীতিগত বিচারের স্থিতিশীলতা যুক্তিসঙ্গতভাবে যুক্তিযুক্ত করে তোলে ও এটি নীতির আলোকে ফুটিয়ে তোলে। বিচারিক সক্রিয়তার আকাঙ্খা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে :-

- এটি প্রশাসনের কবর থেকে কঙ্কাল বের করেছে যা বছর ধরে অপ্রকাশিত ছিল এবং অন্যথায় বছরের শেষে এটি অব্যাহত থাকবে।
- কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহারের খেলা থেকেজনসাধারণকে লুকিয়ে রাখা।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও কার্যনির্বাহী জগতে সবাই ভালো নয়। স্বার্থপরতা, লোভ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পৃষ্ঠপোষকতা, কুখ্যাত আইন এবং আউট- ল-সিনড্রোম, ' সরকারি ব্যয় এ ব্যক্তিগত লাভ', বিবেচনার বিষয়ে, অসম্মানিত উদ্দেশ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যক্তিরা আধিপত্য বিস্তার করে।

অতএব বিচারিক সক্রিয়তার সমালোচকদের সাথে একমত হওয়া খুব কঠিন যে এর ফলে বিচারিক শাসন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে। যখন গভর্নেন্স সর্বনিম্ন বিন্দুতে থাকে, যখন নির্বাহি আইনগুলি কার্যকর বা প্রয়োগ করে না, যখন কর্পোরেশন বা পৌরসভা গুলির ভালো জীবনযাত্রা প্রয়োজনীয় উপাদান গুলি সরবরাহ করতে সমর্থ হয় না, যখন জনসাধারণের জীবনে তাদের হারাতে পারে, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া ও বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবনের গ্যারান্টি দেয়া যায় না দূষণের কারনে বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহণ করা যায় না,এসবের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ আমলাদের কাছে আর উদ্বেগের বিষয় থাকে না। আইন প্রণেতারা ও আইন প্রয়োগকারীদের এ ব্যাপারে অসংবেদনশীলতা এবং নিষ্ক্রিয়তা নগরের লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য সভ্য, সুখী জীবনযাত্রার কাঠামো বা অবকাঠামোর যা অবশিষ্ট আছে তা ধ্বংস করতেও পারে।

কাজেই সমগ্র দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে কাউকে হস্তক্ষেপ করতেই হয় সুতরাং তা বিচার বিভাগ কেন নয়?

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তাসংবিধানের মধ্যে থেকে বিচারকদের দ্বারা জনস্বার্থ আইন আবিষ্কারের জন্য আনন্দিত। এটি একটি একক প্রত্যাখ্যাত হলেও ন্যায় বিচারের অধিকারকে জোরালো করেছে।প্রকৃতপক্ষে সুস্থ জীবনের অধিকার নিশ্চিত করেছে।সংবিধান কে সমর্থন করার জন্য শুধুমাত্র বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং সরকারের অন্যান্য অঙ্গগুলির সাথে বিচারবিভাগকে গণতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতাকে ভাগ করে নিতে হবে না হলে এটি সময়ের সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা অসাংবিধানিক নয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার বহুবিধ প্রভাব পড়েছে। বিচারিক সক্রিয়তার মাধ্যমে এটি ব্যক্তিদের বিচার না করে আদালতের ব্যবহার দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা করে ও বিচার ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক রূপ দেয়।এটি নির্বাহি দায়বদ্ধতা জোরপূর্বক বাধ্য করেছে। এটি নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আরও বেশি উন্মুক্ত এবং ন্যায্য করার চেষ্টা করেছে। আদালত নির্বাচনী প্রার্থীদের আয় ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সহযোগে প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জন্য প্রার্থীদের আহ্বান জানিয়েছে যাতে জনগণ সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের কাছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দায়ী করা হয়েছে। এটি নিজস্ব আইনি প্রক্রিয়া সক্রিয় করেছে এবং ইহা বিচারের ব্যবহারকে সহজতর, উত্তম এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করেছে।

**গ্রন্থপঞ্জী :-**


1. The Hindu, Disturbing Trends in Judicial Activism, dated 6th august,2012.
2. Andhyarujina,T.R, “Issues of judicial independence”,The Hindu,10th September 2009.
3. Chatterjee susanta, “For Public Administration: Is judicial review really deterrent to Legislative Anarchy and Executive Tyranny?”The Administrator,vol.XLII, April-June 1997,pp.9-11.

4. Dutt,Om, “Role of judiciary in the Democratic system of India:Golden Research Thought,Sep,2012.
5. Sathe,S.p, “Judicial Activism:The Indian Experience”,Washington university journal of law &policy,vol6,issue1,2001,pp66-67.
6. The Hindu,Judicial Activism and Democracy,2nd April,2007.
7. Bhure Lal Dr., “Judicial Activism and Accountability”, Siddhart publications(New Delhi),2004, pp38-39.
8. Balakrishnan,K.G, “Judicial activism under the Indian constitution”,quoted from his address at Trinity college Dublin,Ireland,14th October,2009.
9. Holiaday,Zachary , “Public Interest Litigation in india as a paradigm for Developing Nations”,Indiana journal of Global Legal Studies,vol 19,no2,2012,pp555-565.
10. Andhyarujina, T.R, “Judicial Accountability :India’s method &Experience”,Second Indian reprint. Eds. Cyrus Das & K Chandra, Delhi : Universal law publishing co. pvt.Ltd,2005.pp113-120
11. Ibid at 167.
12. Semwal,M.M; Khosla,Sunil, “ Judicial activism”, The Indian journal of political science”, vol LXIX,no.1,jan-mar,2008,PP.116-117.
13. Bhambhri,C.p, “Seperation of powers vs Judicial activism: crisis of Governence”,Indian journal of federal studies,2008, pp13
14. Ibid at p18.
15. Ibid at p19.
16. Banerjee,Sumanta “Judging the Judges,”EPW vol 37.no14,14 dec,2004,pp4983-4984.
17. Ibid at p4989

18. Interview of L.d judicial magistrate Mehtab Hossain on 10.5.2019 @Howrah district & session court.
19. Interview of Former Judicial Magistrate Bankim Roy on 8.3.2019 @ West Bengal judicial academy.
20. Interview of Seuli Roy (acting Civil judge,junior Divison),Rampurhat Sub-divisional court, dated 05.03.2019.
21. Interview of Advocate Mohit Sarkar,Alipore criminal Court,on10.4.2019.
22. Interview of Advocate Souvik samanta, Howrah District court on 11.4.2019.
23. Interview of Advocate Probhat Roy, Barasat Court on 12.4.2019.

## পঞ্চমঅধ্যায়

## উপসংহার

উপসংহারে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বিভিন্ন মাত্রার অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে একটি মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং পরিশেষে নিজস্ব মতামত প্রদান করা হয়েছে।

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা হলো বিচারিক গতিশীলতা বিচারিক সৃজনশীলতা এবং বিচারিক আইন প্রণয়ন যা  সামাজিক উন্নয়নের একটি মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়।

বিচারে সক্রিয়তা শব্দটির একটি বৃহৎ ভিত্তি আছে যা এমন পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে যা কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে অর্জনের উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যমূলক এবং নির্ধারিত ক্রিয়াকলাপ এ জড়িত থাকে। এই প্রক্রিয়াতে কোন সংস্থা কর্তৃপক্ষের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে ।এই কোন থেকে বিশ্লেষণ করলে বিচারক সক্রিয়তা বিচার বিভাগে কিছু বিতর্কিত বিষয় বা নীতি গ্রহণের প্রক্রিয়া। কিন্তু বিচার বিভাগকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ, সালিশি বলে মনে করা হয় যা সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় মূলত নিরপেক্ষ থাকে।

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই, বিচারিক সক্রিয়তা বলে কোনো ব্যাপার নেই কারণ বিচার বিভাগ সব সময় সক্রিয় এবং সেক্ষেত্রে বিমোচন থাকার প্রশ্নই নেই। বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার আলোচনার মাধ্যমে তা পরিপক্ক হতে পারে। এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা এবং বিচারের পর্যালোচনার মাধ্যমে তা সুদৃঢ় হতে পারে । দুই দশকের বেশি সময় ধরে সুপ্রিম কোর্ট হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে না । এটি সরকারের অন্যান্য অঙ্গগুলির সমীকরণ পরিবর্তন করার আগে তার স্ব-উপলব্ধি পরিবর্তন করতে অনেক সময় নিয়েছে।এই কোন থেকে বিশ্লেষণ করলে বিচারক সক্রিয়তা বিচার বিভাগে কিছু বিতর্কিত বিষয় বা নীতি গ্রহণের প্রক্রিয়া। কিন্তু বিচার বিভাগকে স্বাধীন নিরপেক্ষ সালিশি বলে মনে করা হয় যা সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় মূলত নিরপেক্ষ থাকে। আদালতের রূপান্তর দেশের যে কোন  বিশেষ সময়ে প্রযোজ্য রাজনীতির পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে দেখা উচিত।  বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা তাই কর্মক্ষমতার শৈলীর বিভিন্নতা

অনুযায়ী বোঝা দরকার। উদাহরণ স্বরূপ, নেহরুর যুগ ক্যারিশমেটিক জাতি গঠনের দ্বারা চিহ্নিত। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বৈধকরণের পর্যায়ে গিয়েছিল যা প্রকাশ্যে সাংবিধানিক আইনগুলি সুরক্ষিত করেছিল।এই সময় সুপ্রিম কোর্ট 31 নম্বর ধারা সংশোধনের পর্যালোচনা করে যেগুলো তাদের ইচ্ছেতে বাতিল করে দেয়। আরেকটি উদাহরণ হলো জাতীয় নিরাপত্তা আইনের বৈধতা ও সেইসঙ্গে 21 নম্বর ধারার ব্যাখ্যা করা ।এটা বলা হয়েছে আশির দশকের সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা ছন্দময় ছিল। কিন্তু আশির দশকের পর সুপ্রিম কোর্ট নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠলো ছন্দময় নিয়মানুবর্তিতার বদলে।

বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তা তিনটি উৎস হলো– আইনের অনুশাসন ,বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা, সংবিধানের 142 নম্বর ধারা ক্ষেত্র যা পি আই এল বা জনস্বার্থ মামলা সূচনা করেছিল।সুপ্রিম কোর্ট এটা অনুভব করেছিল যে ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে কোন নির্দেশ দেয়ার জন্য কোন আইন আদালতের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করতে পারে না কিন্তু আদালত সচেতন থাকবে যে তার সিদ্ধান্ত যেন সংবিধানের অন্য ধারাগুলি আঘাত না করে। কাজেই ' to do complete justice'- এর যৌক্তিকতার মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় স্বক্রিয়তার উৎস বলে পরিগণিত করা হয়।

প্রথম বছর গুলিতে সুপ্রিম কোর্ট ও পার্লামেন্ট একটি চুক্তিতে নিয়োজিত ছিল। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আদালত কে পরিচালনা করা সহজ ছিল।পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করেছে এবং আদালতকে সাড়া দেওয়ারর জন্য অনুরোধ করেছে এবং আদালত প্রত্যুত্তরে তাই করেছে।নেহেরুর প্রধানমন্ত্রিত্বের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ অনুষ্ঠিত হয় এবং আদালত কেবল প্রতিক্রিয়া জানায়।যদিও আদালত সীমাবদ্ধ ভূমিকা পালন করেছিল, পার্লামেন্টে কর্তৃত্ব কাজের বৈধতা চেয়েছিল। 1950 এবং ষাটের দশকের আদালত নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতকে সমর্থন করে। তখন আদালতে ও সংসদের মধ্যে অংশীদারিত্বর ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলপ্রসূ সময় হিসেবে বর্ণনা করা হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থাই সরকারের দুই অঙ্গের মধ্যে অংশীদারিত্বকে সহজতর করেছে।

নেহেরু প্রত্যেক কক্ষে বৃহত্তর ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং আদালতের সাথে মতবিরোধ থাকলেও সংবিধান সংশোধন করতে পারত। বর্তমানে সংবিধান সংশোধনের 368 নম্বর ধারা অনুসারে শাসক দলের প্রয়োজনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা কঠিন কিন্তু নেহেরু সরকারের ক্ষেত্রে কোন

অসুবিধা ছিল না। এবং তার সরকার দ্বারা অনেক সংশোধনী আইন পাস করা হয়েছিল এবং যার মধ্যে আমরা দেখেছি এই পরিস্থিতি বিচার বিভাগের পক্ষে ক্ষতিকর যা পরবর্তীকালে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার জন্ম নিয়েছে এবং এটি anti-nehru দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল কারণ নেহেরুর জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের কারণে বিচারবিভাগ এর বৈধতা হ্রাস পেত। নেহেরু দ্বারা সংশোধিত সংশোধনীগুলো কয়েকটি বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ হ্রাস করেছিল যা সংসদের ক্ষমতা সংশোধন করার পরিণতি নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল যাতে বিচার বিভাগকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল

পরবর্তীকালে বেসিক স্ট্রাকচার ডক্টরিনর মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ শেষ কথা ছিল। ইহা constituent ক্ষমতার অপব্যবহার দমন করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল ।

জরুরি অবস্থা পরবর্তীকালে আদালতে উপলব্ধি করে যে তার স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক গঠন এর সাথে নিরপেক্ষতা জনগণের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে। জরুরি অবস্থা পরবর্তীর সক্রিয়তা সাংবিধানিক ব্যাখ্যা দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে মনে হয় যা সংবিধানকে কেবল নিয়মকানুন হিসেবে নয় তবে সাংবিধানিক সরকারের নীতির বিবৃতি হিসেবে দেখায়।সংবিধানের বিধানগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে আইন প্রণয়নের নীতিগুলির সাথে আলোচনা করা উচিত ছিল। এটা হতে পারে কংগ্রেসের পতনের সাথে সাথে সংসদ দুর্বল হয়েছে এবং সংসদ মতো প্রভাবশালী ছিল না। সেই কারণে আদালত সমান অধিকার ও ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কিত ব্যাখ্যা এবং সাংবিধানিক বিধানের মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রসারিত করার সুযোগটি গ্রহণ করে।

সত্তরের দশকে আমরা দেখি আদালত কারণ সংগত শ্রেণীবিভক্ত তত্ব থেকে একছত্রবাদবিরোধী তত্ত্বের দিকে রূপান্তরিত হয় যা আদালতকে তৃতীয় উপাদানকেও পরীক্ষা করার অনুমতি দেয় চিকিৎসা পূরণ করার জন্য। আনুষ্ঠানিক সমতার মধ্যেই ত্রুটি নিয়োজিত ছিল যা প্রকৃত সমতার একচ্ছত্রবাদিতার তত্ত্বের প্রতিকার প্রকৃত সমাধান মাধ্যমে একত্ববাদী তত্ত্বের প্রতিকার চাওয়া হয় এবং যা আদালতকে প্রভুত ক্ষমতা দিয়েছিল।

পোস্ট ইমার্জেন্সি এক্টিভিসম কে বিচারিক জনবহুলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি আদালতের দ্বারা বৈধতার নতুন ইতিহাসের ভিত্তি খোঁজার চেষ্টা করে যার মাধ্যমে অনুভব করে যে এলিটিস্ট ইমেজ তাকে শক্তিশালী চরিত্র দান করেনি,শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আক্রমনের প্রতিরোধ থেকে।

সক্রিয়তা শব্দটি জনস্বার্থ মামলার সাথে সমর্থক হয়ে উঠেছে। নতুন ধারণার সাথে জনগণের ন্যায় বিচারের বৈধতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু এই নতুন ধারণা অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিচার পদ্ধতি দ্বন্দ্বমূলক বিরোধ নিষ্পত্তি থেকে বহুমুখী কেন্দ্রিক এবং রুপায়ন কারী থেকে প্রণয়নকারী হিসেবে।

বিগত বছরগুলোতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নির্বাহি উদাসীনতা,দুর্নীতি ,মানবাধিকার লংঘন প্রতিটি ঘটনার সাক্ষী আমরা। ইহা বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপের নতুন পথ তৈরী করেছে। বিচারক তাদের শুধু 'কি' বা 'কখন' হিসেবে নির্দেশনা শাসন বিভাগের উপর প্রযুক্ত করে নাএবং 'কিভাবে' হবে তা উল্লেখ করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে কিভাবে preventive detenus দের রাখা হয় যখন আটক করে রাখা হয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর দের নিয়োগ, স্থানান্তর, মেয়াদ, স্থায়িত্বর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।ও সর্বশেষ ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজের সীমা অতিক্রম করে আইন প্রণয়ন করে ভোটপ্রার্থীর নির্বাচনের মনোনয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

কাজেই এক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরন নীতি বিচারবিভাগ লংঘন করলে এটাকে কি অসাংবিধানিক বলা যাবে না? যদি আইন পরিষদ বিচারিক কার্যাবলী অতিক্রম করে যায় য সংবিধানের 104 ও198 নম্বর ধারা অনুসারে তাহলে বিচার বিভাগ তাকে অসাংবিধানিক বলে আখ্যা দেবে? কিন্তু সংবিধানে বিধানসভার কার্যাবলী প্রয়োগ করার অনুমতি বিচারবিভাগকে কিন্তু যা উল্লেখিত ক্ষেত্রে করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বৈধতা প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আরও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুপ্রিম কোর্ট বিষয়গুলির সাংবিধানিক পুনরুদ্ধার করেছে। এবং বিচারিক সংযম পরিত্যাগ করা হয়েছে। যাই হোক বিধান পরিষদের কার্যভার গ্রহণ করে বিধান পরিষদকে অকার্যকরী করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিলোপ সাধন করা

হয় কারণ এক্ষেত্রে জনগণের প্রতিনিধির পরিবর্তে কয়েকজন ব্যক্তির বিচারের প্রতিস্থাপন এর উপর নির্ভর করা হয়।

এর পাশাপাশি নির্দেশনার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। প্রতিরোধমূলক বন্দিদের চিকিৎসা সংক্রান্ত আদালতের নির্দেশাবলী কতদূর সংকলিত হয়েছে? তার বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও সম্মতি কে নিশ্চিত করেছে? সঠিকভাবে বলা হয়েছে এই ধরনের বিচারিক আদেশের সমানতা নেই এবং বিচারকরা কেবল জনবহুলতার সাথে যুক্ত বলে মনে করা হয়।

সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার ক্ষেত্রে কেবল আদালতের বিচারের ওপর ভরসা  করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে সরকারের প্রয়োগযোগ্যতার পাশাপাশি সম্পদগুলিও বিবেচনা করা উচিত। এটা মনে করা হয়েছে যে  আদালত জনগণের সাথে সংলাপে জড়িত নয় এবং আদালত এক্ষেত্রে আদেশ গুলির কার্যকারিতা ও প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলে না শুধু platitudinal statement দিয়ে এসেছে। এটা বলা হয়েছে সংবিধানের 141 নম্বর ধারা অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ জারি করে থাকে। আদেশের অবাধ্যতা বা অযৌক্তিকতার ক্ষেত্রে জড়িতদের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা আদালতের আছে। আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক দলগুলির কি ভূমিকা আছে ?এমনকি সরকার এটিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের কার্যধারার  মুলতবি উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত স্থগিত করে এবং পরে এই আদেশগুলি প্রয়োগে সহযোগী হয়।কিন্তু এমন অনেক ঘটনা আছে যখন আদালত তার সিদ্ধান্তের প্রকৃত সমালোচনার প্রতিবাদে অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে সুতরাং অবমাননা আইন 19(1) ক এর অধীনে বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ও অধীনে  আনতে হবে।

আদালত জোর দিয়ে বলেছে যে, আদালতের নির্দেশনার মাধ্যমে আইন তৈর টি আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগ কর্তৃক খালি ভ্যাকুয়ামটি পূর্ণ করার জন্য। এখানে নির্দেশনার মাধ্যমে আইনসভার প্রণীত আইন প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে কোন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে একমাত্র যেখানে কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি এবং নির্বাহী ক্ষমতার সাথে আইন পরিষদের দ্বন্দ্ব আছে।

বৈধতা হল বিচার সক্রিয়তার ক্ষেত্রে একটি জ্বলন্ত সমস্যা। বলা হয় যে,বৈধতা একটি আইনি সমস্যা এবং লেজিটিমেসি হল একটি সামাজিক ধারণা।

বৈধতার একটি সাধারণ ধারণা হলো আইনের বিশ্বাস যা আনুষ্ঠানিকভাবে সঠিক বা অভ্যস্ত পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে। বৈধতা মানে– আইনগত বৈধতা, জনগণের মধ্যে ভাগাভাগি করা যার মাধ্যমে তাদের আইন মেনে চলার দায়িত্ব রয়েছে, বৃহৎ সংখ্যক মানুষের দ্বারা আইনের বাধ্যবাধকতা।

প্রথম প্রয়োজনের অর্থে বৈধতা ভালোভাবে যুক্তি যুক্ত হতে পারে যে আদালতগুলি অবৈধভাবে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং সংবিধানকে অতিক্রম করেছিল। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মধ্যে যার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, সেক্ষেত্রে আইনি বৈধতা প্রশ্নের মুখে পড়ে।

দ্বিতীয় প্রয়োজন অনুসারে, সুপ্রিকোর্ট হলো আইনের ভূমি। ভারতের নাগরিক উচ্চসম্মানে সুপ্রিম কোর্টকে ধরে রাখে। নির্বাহী ও আইন পরিষদের ব্যর্থতার কারণে জনগণ তাদের অভিযোগগুলো সংশোধন, তাদের অধিকার রক্ষার জন্য বিচার বিভাগের কাছে এসেছে একটি সামাজিক ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য। এটি আইনের অনুপস্থিটিতে আদালতের সিদ্ধান্ত আইন হিসেবে অনুমিত হয়। এছাড়া আদালত যদি চায় তার আদেশকে জোরদার করতে হবে আদালত অবমাননার শাস্তি দিতে পারে।

তৃতীয় শর্তটি হলো বিতর্কমূলক। আইনে ও ভূমির মাধ্যমে সিদ্ধানতের কার্যকরি প্রয়োগ প্রয়োজন যখন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যকরীভাবে পালন হয় না। তখন বিচরকরা তাদের খেয়াল খুশির বিশাল পরিনতি সম্পর্কে অবহেলা করেন, প্রতিষ্ঠানটি তার কার্যকারিতা হারায়। উদাহরণস্বরুপ, রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারে রূপান্তরকরণ।

প্রশ্নটি হলঃ ইচ্ছা পূরণ সম্পর্কে নয়, তার কার্যকারিতা সম্পর্কে। মনে রাখতে হবে এখানে আদালত যেন বৈধতা বাজি রেখেছে। বিচার বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা কখনোই চরম হবে না এটা

চারিদিকে বেস্টন করা আছে। সাধারণ মানুষ বিচার বিভাগকে ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার একটি বিষয় হিসেবে দেখে। এই ধরনের উপলব্ধি  অব্যাহত রাখতে হবে।

অন্যদিকে সক্রিয় রায় নিয়ে আলোচনার সময় কিছু জিনিস মনে রাখতে হবে আদালত যখন সুদূরপ্রসারি রায় দেয়,কিছু সাহসী শিরোনাম পায়। কাজেই এবং নাগরিকদের  মনে আশা বাড়তে থাকে। কাজেই এসব এর উপর নির্ভর করে বিচারকদের চলা উচিত নয়। কিছু কিছু বিচারক সামাজিক কারনে সক্রিয়তা নিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভগবতী কে ' সবুজ বিচারক' বলা হয়েছিল ।অর্থাৎ বিচারবিভাগ যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জনপ্রিয়তা লাভের সম্মানে প্রতিযোগিতামূলক বিচারিক সক্রিয়তার কোন আকর্ষন না থাকার ক্ষেত্রে সাবধান হওয়া উচিত যা সমাজ ও বিচার বিভাগের জন্য ক্ষতি।

জনস্বার্থ মামলা বিবর্তন বিচারককে সৃজন সৃজনশীল হতে সাহায্য করে। এগুলো তাদের বিশ্বাস এর সামাজিক কারণগুলিকে সমর্থন করার সুযোগ দেয়।  এইভাবে বিচারিক সক্রিয়তা সংস্কারবাদীদের সাথে ঘনিষ্ঠ মনোভাবকে প্রতিফলন করে। বিশেষত বহুত্ববাদী আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে।

তবে এটা মনে রাখা দরকার যে জনস্বার্থ মামলার এলাকায় বিচারকদের কাজ করা কঠিন কারণ সেখানে প্রচুর মামলা এবং সরঞ্জাম বা উপায় নেই। তা বলে কিন্তু জনস্বার্থ মামলা কে publicly interest litigation বা political interest litigation  হিসাবে পরিণত হতে দেয়া যাবে না। কাজেই বিচার বিভাগের নিরপেক্ষ ও উদ্দেশ্যমূলক ছবিটি বজায় রাখতে হবে কারণ এটি রাজ্যের দুর্বলতম অঙ্গ নয় যার উপর নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।
উপরন্তু বিচারপতিরা সিদ্ধান্ত বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আইনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না।তারা এ ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করেন।

বিচারিক উদ্ভাবনী পুরোপুরি নির্মূল করা যাবে না। এটি কোন আইনি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কারণ নিয়ম গুলি নিজেই প্রয়োগ করা যায় না কারণ নিয়মগুলি তাদের উপর প্রয়োগ করা হয় না কাউকে কাজ করতে হবে এবং এটি বিচারকের ওপর সংঘটিত হবে, যিনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে

কোন নিয়মটি প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রদত্ত পরিস্থিতিতে কখন নির্বাচিত নীতির অর্থ বহন করবে?

বিচারক সক্রিয়তায় বিরুদ্ধে যতই সমালোচনা হোক না কেন এই বিষয়ে কোন বিতর্ক থাকতে পারে না যে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা দেশের জনগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করেছে। ইহা রাষ্ট্রের ও ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া ভুলগুলো ঠিক করেছে। সাধারণ মানুষ আইনের সংরক্ষণকে অস্বীকার করেছিল কারণ আদালতের বিলম্বে কার্যকারিতা, অর্থাৎ বিচার বিভাগীয় নিষ্ক্রিয়তা, বা বিচারবিভাগীয় বিলম্বতার কারণে। বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা এই সাময়িক বিপথগামীতা পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ কর্মকাণ্ড জনগণের দৃষ্টিতে শুরু করা হয়েছে। কোনো বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচার দিতে আদেশ ও বিশ্বাস এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আমাদের সংবিধানের প্রণেতারা বিচারবিভাগের হাতে বিপুল ক্ষমতা দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আসা উত্থাপিত হয়েছে যে তাদের অধিকার রক্ষা করা হবে, বিশেষ করে সমতা ও জীবনের অধিকার। আইনসভা ও শাসন বিভাগের নিষ্ক্রিয়তার জন্য জনগণের আশা অপূর্ণ থেকে যায় যেখানে সেখানে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বিচার বিভাগ সংবিধানের অধীনে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং সরকার নিজে যা করেনি তা সম্পাদন ও সংশোধন করতে পারে। ভারতের সংবিধান হলো সামাজিক বিপ্লবের দলিল যার মধ্যে বিচার বিভাগের একটি বাধ্যবাধকতার থাকে। কাজেই স্থিতাবস্থা থেকে নিউ human অর্ডার রূপান্তরের প্রক্রিয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের জাতীয় জীবনের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুযোগের সমতা ও পদমর্যাদা মাধ্যমে। বিচার বিভাগের কাজেই একটি আর্থসামাজিক ভূমিকা ও উদ্ভাবনী কার্যকলাপ রয়েছে।

**মতামত:-**

- বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা শাসন বিভাগের একচেটিয়া আধিপত্যের সীমালংঘন করে না। ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা থেকে আদালত গুলি 'সামাজিক ন্যায়পরায়নতা', 'আর্থ- সামাজিক ন্যায় পরায়নতা'এবং 'বন্টনমূলক ন্যায় পরায়নতা' নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। আইনের সর্বোপরি অর্থ শুধু আইনি সমতা প্রদান নয় বরং জীবনের উপাদানগুলি

আরও অর্থবহ করে তোলার জন্য সমতার কথা বলা হয়েছে। এটি কোন নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা পালন করেন এবং গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে।

- অনেক প্রশ্ন উঠে আসে যে এই নতুন দর্শনে অবদানকারী ফ্যাক্টর বা কি বন্টন মূল উপাদানের সাথে সংযুক্ত করা উচিত অথবা বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা কি বিচার বিভাগীয় সংযমের সাথে সংযুক্ত করা উচিত ?এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই মাঝে মাঝে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা ও বিচারিক আত্মসংযম বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আইনি দর্শনের ক্ষেত্র প্রকৃত পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

- যাইহোক সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা মাধ্যমে জনগণের 'haves not' মনোভাবে তাদের কারণগুলি গ্রহণ করা হয়েছে যা সর্বাধিক অবদান রেখেছে।

- ট্রিনিটি অর্থাৎ আইন বিভাগ শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ একটি সম্পন্ন প্রেক্ষিত। সুসংগত অস্তিত্ব হলো অ একটি তত্ব ,পার্থক্য হলো বাস্তবতা।

- যদি আমরা আইনের শাসন দ্বারা শাসিত হয় মানুষের নিয়ম দ্বারা নয়, কাজেই আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ এর কার্যকলাপ বিচার বিভাগের দ্বারা পরিচালিত হওয়া দরকার নিয়মনিষ্ঠ পরিকাঠামোর মাধ্যমে। বিচারটি সাংবিধানিক অর্থে ব্যবহার করা উচিত, প্রশাসনের ক্ষমতার প্রতিবাদে বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করে নয়। প্রশ্নটা হল সাংবিধানিক সম্পত্তি, গণতান্ত্রিক সম্মেলনসমূহ ও সুশাসনের নীতি।

    - বিভাগীয় সক্রিয়তা ছাড়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন। কারণ সতর্কতামূলক ও আলোকিত বিচার ব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্র অন্তঃসারশূন্য। কাজেই সক্রিয়তার সামগ্রীকতাকে নিষিদ্ধ করা যাবেনা। এটা সুস্পষ্ট যে সংবিধানের অধীনে আইনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন কাজেই আদালত প্রশাসনিক অপব্যবহার ও despotism এর ওপর প্রশ্ন তুলতে পারে, তাই বিচারিক সক্রিয়তার ওপর কোনো সংযম থাকতে পারে না।

- যখন শাসন বিভাগ হলো একটি ক্ষমতাসীন দল এবং আইন সভায় তার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট রয়েছে তাই আইন পরিষদের কাছে কোন আবেদন এক্ষত্রে বৃথা। আদালতের এই সক্রিয়তার ক্ষমতা বাধা পেলে গণতন্ত্রের মৃত্যু অনিবার্য এবং যা একনায়কতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করবে। এবং প্রত্যাখ্যাত হলে বিচারিক কর্মকাণ্ড নির্মূল হবে ও তার শূন্যস্থান স্বৈরতন্ত্র দ্বারা পূর্ণ হবে।

সমাপ্ত

# BIBLIOGRAPHY

## BOOKS:-


1. Manidranath, Deka Swapna, "Judicial activism in post Emergency era",Notion press,2015, pp3-6.
2. Bickel, M.Alexander, "The least Dangerous Branch :The supreme court at the Bar of politics",Yale university press,1986,pp78-89.
3. 10. Baxi, Uprendra, "Indian supreme court and politics",Eastern book company,1980,pp56-70
4. Reddy, G.B, "Judicial activism in India",Gogia Law Agency,Hyderabad,2013, pp45-48.
5. Upadhay, Videy, "Public Interest Litigation in india:Concepts,Cases and Concerns",Lexis Nexis,2007,pp144-167.
6. Thakur,Kailash, "Enviromental protection Law and policy in India",Deep publications, Reprint 2005,p.30.
7. Sarkar S.K, "Public Interest Litigations and Public Nuisances",Orient publishing Company,Reprint 1st January 2016,p.222.
8. Dutt,Om, "Role of judiciary in the Democratic system of India:Golden Research Thought,"Sep,2012.
9. Bhure Lal Dr., "Judicial Activism and Accountability", Siddhart publications(New Delhi),2004, pp38-39.
10. Andhyarujina, T.R, "Judicial Accountability :India's method &Experience",Second Indian reprint. Eds. Cyrus Das & K Chandra, Delhi : Universal law publishing co. pvt.Ltd,2005.pp113-120


ARTICLES FROM JOURNALS & PERIODICALS:-


1. "The Report of The Law commission On The Reform of judicial Administration",Journal of Indian law Institute,Vol1,no3 (Apr.1959),pp338-341.
2. 4.Baxi,Upendra, "On How not to judge the Judges:Notes towards evaluation Of the judicial Role",Journal of Indian law institute,vol.25,no2(April-june 1983),pp222-230.
3. Sathe, S.P, "Judicial Justice : A new focus towards social justice",Journal of Indian law institute,vol30,no3(July-september 1988),pp381-387.

4. Barak,Aharon, “A judge on judging:The role of supreme court in Democracy,Havard law Review16(2002),p116.
5. Rai chowdhury, Payel, “judicial Activism and Human rights in india: a critical appraisal”,The international journal of human Rights,vol.15,Issue7,2010.
6. Cooper,Jeremy, “Poverty and Constitutional Justice :The Indian experience”,Mercer law Review,vol.44(1992-1993),pp611-115.
7. Singh,Parmananda, “Protection of Human Rights through Public Interest Litigation in India”,Journal of Indian Law Institute,constitution Law special Issue,(April-Dec2000),pp263-283.
8. Senger,D.S, “PIL to Ensure that institutions behave lawfully:Public access to environmental Justice in India”,Journal of Indian law institute,vol.45(1) Mar,2003,pp.339-345.
9. Dhavan, Rajeev, “Law as struggle: Public Interest law in india”,vol.36,no3.(july-september1994),pp.302-318.
10. Mehta,P.b, “India’s Unlikely democracy:The rise of judicial sovereignty”,Journal of democracy,vol18,issue2,pp70-83.
11. Krishnan, J.K, “Social policy and The role of The courts in india”,American Asian Review,volxxi,no2,2003,pp1103.
12. Chatterjee susanta, “For Public Administration: Is judicial review really deterrent to Legislative Anarchy and Executive Tyranny?”The Administrator,vol.XLII, April-June 1997,pp.9-11.
13. Holiaday,Zachary , “Public Interest Litigation in india as a paradigm for Developing Nations”,Indiana journal of Global Legal Studies,vol 19,no2,2012,pp555-565.
14. Semwal,M.M; Khosla,Sunil, “ Judicial activism”, The Indian journal of political science”, vol LXIX,no.1,jan-mar,2008,PP.116-117.
15. . Banerjee,Sumanta “Judging the Judges,”EPW vol 37.no14,14 dec,2004,pp4983-4984.

JUDGEMENTS:-


1. Writ petition(civil) no.494 of 2012, JusticeK.S puttaswamy v. Union of india & others, supremecourtofindia.nic.in/supremecourt,pp333-340, Judgement delivered on 24th august,2017
2. Writ petition(civil)no.118 0f 2016, Shyara Bano v. Union of India & others, supremecourtofindia.nic.in/supremecourt,pp167, Judgement delivered on 22.08.17.
3. Writ petition(civil)no.76 of 2016, Navtej singh Johar & others v. Union of india &others, supremecourtofindia.nic.in/supremecourt,pp 475-477, judgement dated on 6.09.18
4. Writ petition ( civil ) no.373 of 2006,Indian Young Lawyers Association v.State ofKerala&others,supremecourtofindia.nic.in/supremecourt,pp92,judgement on28.9.18
5. Writ petition(civil)no.13 of 2015,Supreme court Advocates Association &others v. Union of india, supremecourtofindia.gov.in,pp436-437.
6. Board of control for cricket in india & others v. Cricket association of Bihar & others,2017,barandbench.com,pp.12-13,para8.

## LIST OF THE CASES:-

1. A.K.Gopalan v. State of Madras, AIR 1950 SC
2. A.D.M v. S.S. Shukla, AIR 1976 SC 1207
3. S.P Gupta v. President of india and others, AIR 1982 SC 149.
4. Sunil Batra v. Delhi administration,AIR,1978 SC 1548.
5. Mumbai kamgar sabha v. Abdul Bhai, AIR,1976 SC 1465.
6. S.P.Gupta v. Union of india, AIR 1981 SC 87.
7. Hussainara Khatoon v. State of Bihar, AIR 1979 SC 1369.
8. Nilabati Behara v. State of Orissa,AIR 1993 SCR(2) 581.
9. M.C.Mehta v. Union of India, 1987 SCR(1) 819.
10. Bandhua Mukti Morcha v. Union of India,AIR 1984 SC 802:(1984)3 SCC 161.
11. Delhi Working Women's v. Union of India,1995 SCC(1) 14.
12. Maneka Gandhi v. Union of India, AIR 1978 SC 597.
13. Shantistar Biulders V. Narayan khimalal Totame, AIR,1990 SC 630.
14. Subhas Kumar V. State of Bihar(1991) 1 SCC 598.
15. Sheela Barse v. Union of India ,AIR 1983 SC378
16. S.P.Gupta v. Union of india, AIR 1981 SC 87.
17. Municipal Council v. Vardhichand, AIR 1980 SC 1623.
18. Ram raj singh v. Babulal, AIR 1982 ALL 285.
19. M.c.Mehta v. Union of india(1986) 2 SCC 176.
20. T.Damodhar Rao v. S.o Municipal corporation, AIR 1987 AP 171.
21. M.C. Mehta v. Union of india(1998) 8 SCC 711
22. Delhi Domestic Working Womens Forum v. Union of India &others, 1995 SCC(1)14.
26. Gaurav Jain v. Union of India,(1997)8 SCC 114
27. People's Union for democratic Right v. Union of india &others(1982)3 SCC 235

**DOCUMENTS:-**

1. Law commission of india, 14th report, vol.1,1958,p34.
2. XII-XIII Parliamentary Debates,part-II,col.98380,cited in paramananda Singh, "Nehru on Equality and Compensatory Discrimination",pp110-112 in Rajeev Dhavan and Thomas Paul(eds),Nehru & Constitution,(New Delhi:Indian law Institute,1992),p117.

**NEWSPAPER:-**

1. The Hindu, Disturbing Trends in Judicial Activism, dated 6th august,2012.
2. The Hindu,Judicial Activism and Democracy,2nd April,2007.

INTERVIEW:-

1. Interview of L.d judicial magistrate Mehtab Hossain on 10.5.2019 @Howrah district & session court.
2. Interview of Former Judicial Magistrate Bankim Roy on 8.3.2019 @ West Bengal judicial academy.
3. Interview of Seuli Roy (acting Civil judge,junior Divison),Rampurhat Sub-divisional court, dated 05.03.2019.
4. Interview of Advocate Mohit Sarkar,Alipore criminal Court,on10.4.2019.
5. Interview of Advocate Souvik samanta, Howrah District court on 11.4.2019.
6. Interview of Advocate Probhat Roy, Barasat Court on 12.4.2019.

## Websites:-

1. www.supremecourtofindia.nic.in
2. barandbench.com
3. indiankanoon.org

**ADDRESSES:-**

1. Balakrishnan,K.G, "Judicial activism under the Indian constitution",quoted from his address at Trinity college Dublin,Ireland,14th October,2009.